রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

অক্টার্লনি হইতে

কুতব পর্য্যন্ত

অর্থাৎ

[illegible]ক্তভারত-রেলপথসংলগ্ন কতিপয় প্রধান
প্রধান স্থানের দ্রষ্টব্য পদার্থ
সকলের পথ-প্রদর্শিকা।

কলিকাতা,
চারুমুদ্রণ যন্ত্রে।

খ্রীঃ ১৮৯২।

শ্রী উমেশচন্দ্র নাগ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চারু মুদ্রণ যন্ত্রে
৩/৪ গৌরমোহন মুখুয্যের ষ্ট্রীট,
সিমলা, কলিকাতা।

ভূমিকা।

এক দিকে বাঙ্গালা ভাষায় পথ-প্রদর্শিকা পুস্তিকার বিরল-প্রচার অপর দিকে দিন দিন বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের দেশপর্য্যটনের প্রবৃত্তির বৃদ্ধি দেখিয়া এই পুস্তিকা খানি প্রণীত ও প্রকাশিত হইল। ইহা এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা ও বৃন্দাবন, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি পূর্ব্বভারত-রেলপথসংলগ্ন কতিপয় প্রধান প্রধান স্থানের দ্রষ্টব্য পদার্থ সকলের পথ-প্রদর্শিকা মাত্র। কিন্তু যাঁহারা প্রথম প্রথম ভ্রমণে বহির্গত হন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে এই পথই অনুসরণ করিয়া থাকেন। এখানি তাঁহাদের ব্যবহারোপযোগী হইবে আশা করা যায়।

এই গ্রন্থখানি পথ-প্রদর্শিকা, ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে। ইহাতে প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য পদার্থ গুলির গঠন, আকৃতি ও রূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি; দ্রষ্টব্য পদার্থ সকলের সহিত যে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা সংশ্লিষ্ট আছে তাহার যথাযথ বিবরণ দিয়াছি;—পাছে দুর্ব্বোধ্য হয় এই আশঙ্কায় ঐ বিবরণ গুলি অনেক সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত দীর্ঘও করিতে হইয়াছে। কোথায় থাকিবার বন্দোবস্ত কিরূপ আছে তাহাও সাধারণভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি।

এই সকল স্থান পরিদর্শন করিতে আমাদের ১৩ দিন

লাগিয়াছিল ; কিন্তু আরও ৩দিন অধিক সময় পাইলে ভাল হইত—ফতেপুর শিকরি ১ দিন, দিল্লী অতিরিক্ত ১ দিন, লক্ষ্ণৌ অতিরিক্ত ১ দিন। যে নিয়মে যে দিবস যতটা পরিদর্শন করিলে এত অল্প সময়ে এ সকল স্থানের পরিদর্শন শেষ হইতে পারে, দ্রষ্টব্য পদার্থ গুলিকে সেই ভাবেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে। বিশেষ কারণবশতঃ আমাদিগকে এই রেলপথের শাখা রেলপথ সংলগ্ন দুইটি প্রসিদ্ধ স্থান ছাড়িতে দিতে হইয়াছিল—গয়া (বিশেতঃ বুদ্ধ গয়া) এবং বারাণসী।

ভ্রমণকারী মাত্রেরই এক খানি পথ-প্রদর্শিকা সঙ্গে লওয়া বিশেষ আবশ্যক। যাঁহারা এত টাকা খরচ করিতে যাইয়া এক খানি পুস্তক ক্রয়ের যৎসামান্য অর্থব্যয়বিষয়ে কার্পণ্য করেন, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে এক মহাভ্রম করেন। এরূপ পুস্তক ব্যতীত কোথায় কি কি দেখিবার আছে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়। দিল্লী প্রভৃতি স্থানে পথ-প্রদর্শক পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু তাহাদিগের নিকট হইতে ঐতিহাসিক ঘটনার শুদ্ধরূপে বিবৃতি অবশ্যই আশা করা যায় না। অথচ ইহারা ন্যূনকল্পে প্রতিদিন ১৲ টাকা হিসাবে চার্জ্জ করিয়া থাকে। শুদ্ধ স্থান নির্দ্দেশের জন্য ইহাদিগকে সঙ্গে লওয়া বৃথা ব্যয় মাত্র। পথ-প্রদর্শিকা দেখিয়া যে স্থানে যাইতে চান, গাড়োয়ানকে সেই নাম বলিয়া দিলেই সে আপনাকে তথায় লইয়া যাইবে। সেখানে পৌছিলে তথাকার ভৃত্যবর্গ আপনাকে সঙ্গে করিয়া

সকল অংশ দেখাইবে। তাহারা এজন্য যৎসামান্য বক্‌সিস্ আশা করিয়া থাকে।

ভ্রমণকারিগণ সঙ্গে কত অর্থ লইবেন অনেক সময়ই তাহার হিসাব করিয়া উঠিতে পারেন না। আমরা মোটামুটি একটা হিসাবদিতেছি :—রেলভাড়া যত লাগিবে, খাওয়া দাওয়া এবং পরিদর্শনকালীন গাড়ী ভাড়া ইত্যাদিতে তত, এবং দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য উহার দ্বিগুণ সঙ্গে লওয়া বাঞ্ছনীয়। ৪ জন এক সঙ্গে গেলেই ঐরূপ হিসাবে চলে, নচেৎ একক বা দুই জন এক সঙ্গে গেলে পরিদর্শনকালীন গাড়ী ভাড়া প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অধিক লাগে।

ভ্রমণ এবং পরিদর্শনকালে যাহাতে এই পুস্তিকা খানি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতে অসুবিধা না হয়, তদুদ্দেশ্যে ইহার আকার ক্ষুদ্র করা হইয়াছে।

উপসংহারে আহ্লাদের সহিত এবং সকৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে বেথুন-কলেজের মনোবিজ্ঞানাধ্যাপক আমার পরমবন্ধু অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় এই পুস্তিকা খানির প্রুফ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহার ভাষার যথাযোগ্য সংশোধন করিয়া দিয়া স্নেহপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন।

কলিকাতা ; ২৫ সে অক্টোবর ৯২　　　গ্রন্থকার ॥

সূচী।

*** অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য পদার্থ গুলির নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

দিল্লী (ক্রঃ)

লক্ষ্ণৌ ... ... ১৮০—২০২

লক্ষ্ণৌ (ক্রঃ)

শনিবার (৩রা অক্টোবর, ১৮৯১)।—
আমরা অদ্য রাত্রে ডাক গাড়িতে আরোহণ করিয়া রবিবার (৪ঠা অক্টোবর) বেলা প্রায় ১০টার সময় স্নানাহারার্থ বক্সার ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম।

বক্‌সার।

কলিকাতা হইতে ৪১২ মাইল।

ষ্টেসনের সন্নিকটে দুই তিন খানি 'বানিয়া দোকান' (মুদি দোকান) আছে। তথায় থাকিবার জন্য মৃত্তিকানির্ম্মিত পরিচ্ছন্ন ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। আমরা যে ঘর খানিতে ছিলাম, তাহা ডাকঘরের সহিত এক প্রাঙ্গণে অবস্থিত। চলা ফিরার জন্য বাঁশের একা, 'বগী গাড়ী' (পাল্কি গাড়ী) প্রভৃতি পাওয়া যায়। একা বাঁশের মাচানপাতা দ্বিচক্রযুক্ত এক ঘোড়ার গাড়ী। খুব দ্রুত চলে বটে, কিন্তু স্প্রিং না থাকাতে বড় ঝাঁক্-

থাকিবার স্থান ইত্যাদি

রায় এবং এতন্নিবন্ধন প্রথম প্রথম বিষম গাত্রবেদনা হয়। তবুও নূতনত্বের অনুরোধে একটু অভিজ্ঞতা লাভ করা মন্দ নহে। আতপ চাউল, ছোলার ডা'ল, মহিষঘৃত, দুগ্ধ, আটা, ময়দা প্রভৃতি পাওয়া যায়। চিনি পাওয়া যায় না। তরকারি বড় একটা মিলে না। বিলাতী হোটেল—কেলনারের রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমস্‌। সহর ষ্টেসন হইতে এক মাইল দূরে, গঙ্গাতীরে অবস্থিত। স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া রেলওয়ে-বিভাগস্থ অনেক সাহেব সুবো এখানে অবস্থান করিয়া থাকেন।

রবিবার (৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯১।)—

ডুমরাওনের রাজবাটী ; সতীর মন্দির

অপরাহ্ণ ৩টার সময় পরিদর্শনে বাহির হওয়া গেল। আমরা সর্ব্ব প্রথমে ডুমরাওনের মহারাজদিগের গঙ্গাতীরস্থ পুরাতন রাজবাটীতে উপনীত হইলাম। এক দিকে বিশাল ভাগীরথী সেই সুবৃহৎ বাটিকার ইষ্টকময় পাদদেশ বিধৌত করিয়া খরবেগে অথচ নীরবে বহিয়া যাইতেছে। তীরে প্রমোদ-মণ্ডপ, বহির্বাটিকার সৌধরাজি, চতুর্দ্দিকে বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ-শোভিত উদ্যান—জল স্থলের এই বিচিত্র মিলনে রাজবাটিকার সেই অংশ বড়ই নয়ন-প্রীতিকর হইয়াছে। বহির্বাটিকা এবং অন্তঃপুরের মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর প্রাঙ্গণে 'সতীর

মন্দির' স্থাপিত। পূর্ব্বকালে সেই রাজবংশীয় কোন সাধ্বী রমণী এই স্থানে মৃতপতির সহমৃতা হইয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যভাগে প্রস্তরময় অনতি-বৃহৎ বেদির উপরে পাশাপাশি দুইটি অনুচ্চ শিলা-খণ্ড এবং উহাদের সম্মুখে এক এক যোড়া পদচিহ্ন প্রস্তরগাত্রে খোদিত হইয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শিলা-খণ্ড বেষ্টন করিয়া একগাছি যজ্ঞসূত্র এবং বামদিকস্থ শিলাখণ্ডের কপালে সিন্দুর-লেপ রহিয়াছে। এক জন নিযুক্ত পুরোহিত প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যা তথায় আরতি ও গন্ধমাল্যাদি প্রদান করিয়া থাকে। রাজ-পরিবারের কেহ এই বাড়ীতে পদার্পণ করিলে প্রথমতঃ তাঁহাকে এই মন্দিরে আসিয়া পাদবন্দনাদি পূর্ব্বক পশ্চাৎ কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইতে হয়। সহ-মরণ বিষয়ক অনেক সংবাদ জানিতাম; কিন্তু তাহার কোনরূপ চিহ্ন পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

বক্সারের রাজ-বাটী

এই বাটিকার সম্মুখের রাস্তার অপর পারে বক্সারের ভূতপূর্ব্ব রাজার রাজবাটী। অনতিদূরে মহাতপা মহর্ষি 'বিশ্বামিত্রের আশ্রমপাদ'। আশ্রমের বিশেষ কোন চিহ্ন আর এখন বিদ্যমান নাই, একটি মন্দির দ্বারা স্থানটি চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই মন্দিরের নিম্নস্থিত কুঠরীতে স্থাপিত একখানি প্রস্তর

বিশ্বামিত্রের আশ্রম

ফলককে মন্দিররক্ষকেরা মহর্ষির যোগাসন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই আশ্রমের পশ্চাতে ' রামচরিত্র-বন '। এই তপোবনে অদ্যাপি কত কত যোগী তাপস প্রতিনিয়ত অবস্থান করিয়া ভগবচ্চিন্তায় কালযাপন করিতেছেন। তপোবনের পুণ্যভাব অদ্যাপি তাঁহাদিগকে অশান্তির ঝঞ্ঝাবাত হইতে রক্ষা করিতেছে।

বক্সার দুর্গ

তৎপরে আমরা নদীতীরস্থ প্রাচীন দুর্গে গেলাম। ইহা উন্নত স্থানে অবস্থিত, আয়তনে ক্ষুদ্র ; প্রাকার পরিখাদি এখনও উত্তম অবস্থায় আছে। ইহার সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার হেক্টর মনরো বাঙ্গালার নবাব মীরকাসিম এবং লক্ষ্ণৌর নবাব সুজাউদ্দৌলার যুক্তসৈন্যের উপর জয়লাভ করেন। এই জয়ের পর যে সন্ধি হয় তদ্দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা ও বেহারের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়েন। দুর্গের সন্নিকটে ' রামরেখা

রামরেখা ঘাট

ঘাট '। সূর্য্যবংশাবতংস দশরথতনয় রামচন্দ্র তপোবিঘাতিনী দুরন্ত তাড়কাকে * নিধন করিয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে ফিরিবার কালে হস্তপদ

* শোণ নদী পার হইয়া আরা ও বিহিয়া পর্য্যন্ত রেলপথের বামদিকে তাড়কার আবাসবন ছিল।

প্রক্ষালনার্থ অবতরণ করিবার সময় তূণীরসংলগ্ন রক্ত মুছিবার জন্য মৃত্তিকাতে রেখা টানিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। এ জন্য ঐ ঘাটের এই নাম এবং তৎপার্শ্বস্থ ' নহর ' অর্থাৎ খালের নাম 'রামরেখা' হইয়াছে। এই রেখার উপর দিয়া ইষ্টকনির্ম্মিত সেতু নগরের দিকে গিয়াছে। সেই সেতুর উপর দিয়া আমরা নগরে প্রবেশ করিলাম। অধিকাংশই পর্ণ-কুটীর। আমাদের দেখা এই খানেই শেষ হইল।

এতদ্ভিন্ন বক্‌সারে আরও কিছু কিছু দ্রষ্টব্য ছিল; কিন্তু আমরা তাহার সন্ধান পাইলাম না, অবকাশও ছিল না। তন্মধ্যে নগর হইতে ৪ মাইল দূরস্থিত সাসিরামের সরোবরমধ্যস্থ সের সাহার † কবরহর্ম্ম্য এবং ৩ মাইল দূরস্থিত বৌদ্ধ মন্দির প্রধান।

সের সাহার কবর-হর্ম্ম্য

আমরা রাত্রি ৮ টার সময় বক্‌সার পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি ৩ টা ১৮ মিনিটের সময় এলাহাবাদ পৌঁছিলাম।

† ষোড়শ শতাব্দিতে হাসন খাঁ নামক এক জন আফগান সাসিরামের জায়গিরদার ছিলেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সের খাঁ স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রথমতঃ বেহার পরে দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার এবং সের সাহ নাম গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পর মৃতদেহ এখানে সমাহিত হইয়াছে।

২

এলাহাবাদ।

কলিকাতা হইতে ৫৬৫ মাইল।

নগরের ইতিহাস

ইহার প্রাচীন হিন্দু নাম প্রয়াগ বা ত্রিবেণী। প্রাচীন প্রয়াগ পূতসলিলা গঙ্গা ও যমুনা এবং অন্তঃসলিলা ভোগবতী এই নদীত্রয়ের মহান্ সঙ্গমের মুখে অবস্থিত ছিল। এজন্য ইহার অপর নাম ত্রিবেণী। অদ্যাপি হিন্দুগণ এ স্থানকে এই নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এলাহিধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট্ আকবর সাহ এই নাম বদলাইয়া 'এলাহাবাস' নাম প্রদান করেন। এই নাম হইতেই পরে 'এলাহাবাদ' নাম হয়। কিন্তু সম্রাট্ সাহজিহান এলাহিধর্ম্মজ্ঞাপক নামে সন্তুষ্ট না হইয়া আল্লাহাবাদ (অর্থাৎ আল্লার নগর) নামকরণ করেন। কিন্তু ইহা আকবর-প্রদত্ত নামেই বিখ্যাত।

বর্ত্তমান এলাহাবাদ নগর বিস্তৃত এবং দুই ভাগে বিভক্ত; একটি পুরাতন অংশ, পুরাতন সহর লইয়া; এবং অপরটি নূতন অংশ—এই অংশের নাম ক্যানিং টাউন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়-এই স্থানটী এক খানি গণ্ডগ্রাম ছিল; সিপাহীগণ এই গ্রামের আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরাজগণকে বড়ই জ্বালাতন করিয়া তোলে। ইংরাজগণ তজ্জন্য এই গ্রামকে অগ্নিপ্রদান করিয়া ভস্মীভূত করেন। বিদ্রোহ দমনের পর হইতে ইহা নগরভুক্ত করিয়া ইউরোপীয়দিগের আবাসার্থ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। নগরের এই অংশের রাজপথগুলি যেমন সুপ্রশস্ত, ঋজু এবং পত্রপুষ্পবহুল বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা আচ্ছাদিত, তেমনি সমতল, পরিচ্ছন্ন, এবং সুমার্জ্জিত। বস্তুতঃ ক্যানিং টাউনের ন্যায় সুন্দর নগর আমার এপর্য্যন্ত অল্পই নয়নগোচর হইয়াছে। এলাহাবাদ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং অযোধ্যার লেপ্টেনেন্ট্ গভর্ণরের রাজধানী।

থাকিবার স্থান ইত্যাদি

যাহাদের কোন পরিচিত লোক নাই তাহাদিগের থাকিবার জন্য হিন্দু সরাই (হোটেল) আছে। এই সকল সরাইয়ের অধিকারী বা প্রতিনিধিগণ ষ্টেসনে আসিয়া অপেক্ষা করে এবং স্বীয়

স্বীয় সরাইয়ের সুপ্রতিষ্ঠাজ্ঞাপক প্রশংসাপত্র সকল দেখাইয়া লোক প্রলুব্ধ করে। এতদ্ভিন্ন কর্ণেল-গঞ্জ নামক উপবিভাগে পথিকদিগের আবাসার্থ একটি 'ধর্ম্মশালা' আছে। তথায় ধনী দরিদ্র যে কোন ব্যক্তি যাইয়া অবস্থান করিতে পারেন; কিন্তু আহারাদির বন্দোবস্ত নিজেদের করিয়া লইতে হয়। চেষ্টা করিলে স্বতন্ত্র বাড়ীও ভাড়া পাওয়া যায়। জলের কল আছে—বেলা ১০ টার পর এক বিন্দু জলও পাওয়া যায় না; তখন ৫০।৬০ হাত দড়ী দ্বারা কূপ হইতে জল তুলিয়া ব্যবহার করিতে হয়। চলা ফিরার জন্য, 'বগী' গাড়ী—ভাড়া কলিকাতার ন্যায়; এবং স্প্রিংওয়ালা কাঠের এক্কা—ইহাদের দুই এক খানি দেখিতে বেশ। আহারীয়—মাংস (এ দেশের সর্ব্বত্রই মুসলমান মাংস বিক্রেতা) প্রতি সের ৵০ হইতে ॰৴০ আনা; মৎস্য ৵১০, মহিষঘৃত, পাহাড়ী আলু, কচু, সালগম, মূলা, ইত্যাদি। গাওয়া ঘৃত এ দেশে মিলে না। কর্ণেলগঞ্জে বাঙ্গালী ময়রার দোকান আছে।

বিলাতী হোটেল—গ্রেট ইষ্টারণ এবং ষ্টেসনের উপর কেলনারের রিফ্রেসমেন্ট, বাথ এণ্ড রিটায়ারিং রুমস্।

সোমবার (৫ই অক্টোবর ১৮৯১।)—অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় আমরা পরিদর্শনে বাহির হইলাম। প্রথমতঃ রমণীয় 'মেয়ো হল' সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ মধ্যে অবস্থিত। হলঘরটি খুব বড় না হই-লও সুগঠিত, সুরঞ্জিত ও সুসজ্জিত। দেখিলেই মনে হয় যে ইহা বক্তৃতা প্রভৃতি জনসাধারণের হিতকর কার্য্যোদ্দেশে নির্ম্মিত হউক আর না হউক, অভিজাত এবং সাহেবপুঙ্গবদিগের বিলাসোপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে বটে। মেয়ো হল

আমরা ক্যানিং টাউনের রাজপথ অতিবাহন করিয়া ক্রমে বোর্ড, হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়াট্, ট্রেজরি প্রভৃতি সরকারি আফিস সকল দেখিলাম। ইহাদের অধিকাংশই প্রস্তরনির্ম্মিত। তৎপরে শ্রেণী-বদ্ধ সৌধমালা সমন্বিত সেনা-নিবাসের (ব্যারাক) বৃহৎ মাঠ।

সেখান হইতে বিখ্যাত 'খসরু-বাগে' উপনীত হইলাম। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান্ খসরু দীর্ঘকাল হইতে পিতার সহিত বৈরা-চরণ করিয়া আসিতেছিলেন। পিতার সিংহাসনা-রোহণের পর হইতে তিনি আপনাকে আর নিরা-পদ মনে করিতে না পারিয়া পঞ্জাবে পলায়ন করত খসরু-বাগ

খসরু-বাগ -ক্রঃ

সৈন্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন, এবং ১৬২১ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই খসরু-বাগে আবদ্ধ থাকেন। এই বাগানের চতুর্দ্দিক্ উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মধ্যে মর্ম্মর প্রস্তরের গম্বুজবিশিষ্ট তিনটি প্রস্তরনির্ম্মিত শোভনীয় কবর-হর্ম্ম্য। একটিতে চিরদুঃখী খসরু, অপরটিতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র রাজকুমার পর্ব্বিজ, এবং তৃতীয়টিতে সম্রাটের মারোয়ারি বেগম শায়িত আছেন। এতদ্ভিন্ন আরও একটি প্রস্তরনির্ম্মিত সুশোভন অট্টালিকা আছে। বাগানগুলি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। উদ্যানের এক পার্শ্বে নূতন জলের কল—তৎসংক্রান্ত জলাধার প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। প্রাচীরের এক দিকের মধ্যস্থলে ৬০ ফুট উচ্চ এবং ৩৩ ফুট লম্বা মুসলমানী ধরণে নির্ম্মিত একটী সুগঠিত বহির্দ্বার আছে। এই দ্বার দিয়া বাগ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে 'সরাই' বাটিকাতে যাওয়া যায়। সরাই প্রস্তরময় প্রাচীর ও প্রাঙ্গণবিশিষ্ট একটি সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র, ইহার প্রত্যেক দিক্ ৫০০ ফুট দীর্ঘ। প্রাঙ্গণ ঘেরিয়া চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের ধারে ধারে ছোট ছোট কুঠুরী আছে। তাহাতে

সরাই

দরিদ্র মুসলমান পথিকেরা বিনা ভাড়ায় আশ্রয় পাইত ; এবং অদ্যাপি পাইয়া থাকে।

আমরা তথা হইতে বিখ্যাত যমুনা-সেতুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইহার নির্ম্মাণ কৌশল অতি বিচিত্র; ২০৫ ফুট অন্তর অন্তর স্থাপিত ৯৫ ফুট উচ্চ চৌদ্দটি বর্ত্তুলাকৃতি প্রস্তর স্তম্ভের উপর দিয়া এই লৌহনির্ম্মিত দ্বিতল সেতু ৩২২৪ ফুট পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়া অপর কূল স্পর্শ করিয়াছে। নীচে কত শত নৌকা বক্ষে করিয়া কালিন্দী ম্লানভাবে বহিতেছে; মধ্য ভাগে সেতুর প্রথম তলের উপর দিয়া কত শত লোক গমনাগমন করিতেছে; উপরে দীর্ঘ লাঙ্গূলধারী বাষ্পীয় শকট কালিন্দীর ঐশ্বর্য্যকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে সদর্পে অতিক্রম করিতেছে। সেতুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয় যে ইহা বজ্রসদৃশ কঠোর অথচ প্রিয়দর্শন। (এলাহাবাদে যমুনা-সেতু)

মঙ্গলবার (৬ই অক্টোবর ১৮৯১)— আমরা অদ্য প্রত্যূষে বেণীঘাট এবং দুর্গ দর্শনার্থ যাত্রা করিলাম। পথে মহর্ষি 'ভরদ্বাজের আশ্রম' দর্শন করিলাম। (ভরদ্বাজের আশ্রম) সেখান হইতে আমরা দুর্গের পথ ধরিলাম। দুর্গ সহর হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। (দুর্গ) প্রাচীনকালে কোন হিন্দু নৃপতি

দুর্গ ক্রঃ

গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের ঠিক্ মুখে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৫৭২ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট্ আকবরসাহ এই দুর্গের ভগ্নাবশেষের উপর বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গপ্রাকার, দুর্গ-পরিখা, দুর্গদ্বার, তন্মধ্যস্থিত অট্টালিকা প্রভৃতি সমস্তই মনোহারী লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার এক দিক্ হইতে ভাগীরথীর শুভ্র জল অপর দিক্ হইতে কালিন্দীর নীল জল প্রাকারগাত্র ধৌত করিয়া বহিয়া বহিয়া আসিয়া পরিশেষে উভয়ে মিলিত হইয়াও কতক দূর পর্য্যন্ত পাশাপাশি ভাবে চলিয়া গিয়াছে। দুর্গকোণ হইতে সিতাসিতের এই সুন্দর ভেদ-রেখা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বে এই দুর্গ আরও সুদৃশ্য ছিল। ইংরাজেরা ইহার উচ্চ উচ্চ স্তম্ভ সকল কাটিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে Bastion এ পরিণত করিয়াছেন এবং অত্যুচ্চ দুর্গপ্রাচীরের পৃষ্ঠে তৃণমণ্ডিত ঢালু মৃত্তিকাস্তূপের ঠেশ দিয়াছেন।

দুর্গ-দ্বার

আমরা প্রধান দ্বার দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম। ইহার উপরে বৃহৎ গম্বুজ, তন্নিম্নে বিস্তৃত গোলাকার গৃহ—ছাদ-তল অত্যুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত, অদ্যাপি সে ঔজ্জ্বল্য বড় ম্লান হয় নাই। হিবার বলেন, 'এমন দুর্গদ্বার জগতে কুত্রাপি দৃষ্টি-

গোচর হয় না।' আমাদের সহিত 'পাশ' না থাকাতে দ্বাররক্ষক আমাদিগকে গঙ্গাতীরস্থ অন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বারের কথা বলিয়া দিল। সেই দ্বার দিয়া তীর্থ যাত্রিগণ দুর্গমধ্যস্থিত বিখ্যাত 'অক্ষয় বট' দর্শন পূজনার্থ যাতায়াত করে। প্রত্যহ বেলা ৭॥ ঘটিকার সময় (মান্দ্রাজ সময়) এই দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। জনৈক ভারপ্রাপ্ত সিপাহী এক একবারে অনধিক ছয় জন যাত্রীকে ঐ অক্ষয়বট পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, আবার সঙ্গে করিয়া আনিয়া দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দেয়। পাশ ভিন্ন দুর্গের অন্যান্যভাগে যাওয়া যায় না। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বা সৈনিক বিভাগস্থ ডিভিসনাল অফিসারের নিকট আবেদন করিলেই "পাশ" পাওয়া যায়। এই দ্বারে যাইতে গেলে দুর্গের বাহিরে পূর্ব্বাংশে অবস্থিত বেণী ঘাটের পথ দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয়। এই পথের এক পার্শ্বে অর্থলোলুপ প্রয়াগী পাণ্ডাগণ শিকারের আশায় কুটীর বাঁধিয়াছে। পথের নিম্নেই ত্রিবেণী ঘাট। সেইখানে ত্রিবেণীর জলে মস্তক মুণ্ডন, তীরে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি বিহিত কার্য্য করিতে হয়। কার্য্যারম্ভেই পাণ্ডাগণের সহিত চুক্তি না করিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা; অন্যথা পুলিশের সাহায্য আবশ্যক।

গঙ্গাতীরস্থ ক্ষুদ্র দ্বার

বেণী-ঘাট

অক্ষয় বট

দুর্গবাসী একজন সামান্য সৈনিক পুরুষের অযাচিত কৃপায় "পাশ" না থাকা সত্ত্বেও আমরা দুর্গের সমস্ত অংশ দেখিলাম। প্রথমে আমরা ভূমিতলে নিম্নস্থিত 'অক্ষয় বট' দর্শনার্থ গেলাম্। ক্রমশঃ নিম্নতর একটী ঢালু পথ দিয়া পাণ্ডারা দীপালোকে পথ দেখাইয়া আমাদিগকে একটী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর স্থানে লইয়া গেল। সেই স্থানের ছাদ কতকগুলি প্রস্তর স্তম্ভের উপর রক্ষিত। এক দিকে অনুমান ৫ ফুট উচ্চ এবং ২ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটা কাঠের শুষ্ক গুঁড়ি, ইহারই নাম 'অক্ষয়-বট'। যাহা হউক, এই বটবৃক্ষ অন্যূন ১৫০০ শত বর্ষ বয়স্ক এবং প্রাচীন প্রয়াগের সমকালবর্ত্তী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কালক্রমে নগর উন্নত হওয়াতে উহা ভূতলের নিম্নে পড়িয়া গিয়াছে। প্রাচীন ইতিবৃত্ত সকলেও একটী বটবৃক্ষের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১২০০ বর্ষ পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন্‌সঙ্গ্ প্রয়াগ নগরমধ্যস্থ শিবমন্দির এবং তৎসম্মুখস্থিত অস্থিবেষ্টিত প্রকাণ্ড অক্ষয়বটের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদ গজনবীর সমসাময়িক আবুরিহানও সঙ্গমে বটবৃক্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণকালে যমুনা-

তীরে যে একটী বটবৃক্ষ ছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিক আবদুলকাদের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক উল্লিখিত প্রকাণ্ড বর্ষীয়ান্ বটবৃক্ষ এবং বর্ত্তমান স্কন্ধহীন শুষ্ক অনতিস্থূল অক্ষয়বট এক হইতে পারে কি না চিন্তাশীল দর্শকমণ্ডলী নির্দ্ধারণ করিবেন। তৎপরে আমরা গঙ্গাতীরস্থ প্রাচীরের উপর দিয়া দুর্গকোণে উপনীত হইলাম। এখানে দাঁড়াইলে ত্রিস্রোতাসঙ্গমের পূর্ণদৃশ্য—দূরে ভাগীরথীর অপর কূলে ঝুঁশি, প্রাচীন নাম প্রতিষ্ঠানপুর; তথায় মৃত্তিকার নিম্নেস্থিত গহ্বরে শত শত তাপস অদ্যাপি তপোনুষ্ঠান করিতেছেন; দূরে যমুনার অপর পারে হিন্দি রামায়ণ প্রণেতা সুবিখ্যাত তুলসী দাসের আশ্রম নিকেতন দেখা যাইতেছে। এই কোণ হইতে আমরা যমুনাতীরস্থ প্রাচীরের উপর দিয়া সুবৃহৎ প্রস্তর অট্টালিকার দ্বারদেশে উপনীত হইলাম। ইহার এক অংশে ২৭২ফুট দীর্ঘ একটী হল আছে। ইহা এখন অস্ত্রাগারে পরিণত হইয়াছে। কমাণ্ডার-ইন্-চিফের অনুমতি ভিন্ন এই অট্টালিকা পরিদর্শন নিষিদ্ধ। প্রধান দুর্গ দ্বারের ঠিক সম্মুখভাগে কিছু দূরে ৪২ ফুট ৭ ইঞ্চ উচ্চ একটি প্রস্তর স্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাই এলাহা-

দুর্গকোণ

আকবরের সুবৃহৎ হল

এলাহাবাদের অশোক-লাট

অশোক-লাট ক্রঃ

বাদের বিখ্যাত "অশোক-লাট," বা অশোক-স্তম্ভ। অজ্ঞ লোকেরা ইহাকে ভীমের গদা বলে। প্রখ্যাতনামা ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধনরপতি ধম্ম অশোক পিয়দসি তদীয় রাজত্বের সপ্ত-ও অষ্ট-বিংশতি বৎসরে (২১৫-২১৬ খ্রীঃ পূর্ব্ব) প্রজাবর্গের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধনীতির পরিবর্দ্ধনার্থ পালি ভাষায় অনুশাসন সম্বলিত "লাট" বা স্তম্ভ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রোথিত করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত এইরূপ পাঁচটি 'লাট' আবিষ্কৃত হইয়াছে—একটি এলাহাবাদের দুর্গের মধ্যে, একটি দিল্লীর ফতেগড় নামক উপনগরে, একটি দিল্লীর বাহিরে ফিরোজসাহের কোটলাতে, একটি ত্রিহুতের অন্তর্গত লরিয়া নামক স্থানে, এবং একটি ভূপাল রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী সাঁচি নামক স্থানে। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি সবিশেষ বিখ্যাত। বিদ্যোৎসাহী সম্রাট্ ফিরোজ-সাহের সময় হইতে স্যার উলিয়ম জোন্সের সময় পর্য্যন্ত কেহই বহু যত্নেও এই সকল লাটস্থ খোদিত লিপির সারোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই; সম্প্রতি মিঃ জেমস্ প্রিন্সেপ্ সাহেব আশ্চর্য্য ক্ষমতা-বলে সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় প্রায় সকল লাটেই একই ৬টি অনুশাসন

আছে, কেবল ফিরোজসাহের লাট নামক অশোক-স্তম্ভে আরও দুইটি অতিরিক্ত অনুশাসন দৃষ্ট হয়।* খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত নামা নরপতি এই এলাহাবাদ-লাটের গাত্রে স্বীয় দিগ্বিজয় বর্ণনা এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম

অশোক-লাট ক্র:

* অনুশাসনগুলি সংক্ষেপতঃ এইরূপ :—ধার্ম্মিক নৃপতি (১) ধর্ম্মপ্রচার বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে উৎসাহ ও একাগ্রতার সহিত কার্য্য করিতে আদেশ করিতেছেন; (২) দয়া, দাক্ষিণ্য, সত্য এবং নিষ্ঠাই ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন; (৩) আত্মজিজ্ঞাসা এবং পাপবিমুখতা অভ্যাস করিতে আদেশ করিতেছেন; (৪) রাজুকদের হস্তে প্রজাবর্গের ধর্ম্ম শিক্ষার ভার অর্পণ করিতেছেন এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিগণকে ৩ দিন সময় দিতেছেন; (৫) সর্ব্ব প্রকার প্রাণিহিংসা নিষেধ করিতেছেন; (৬) তদীয় প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং সকল জাতিরই বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহণ আশা করিতেছেন; (৭) আশা করিতেছেন যে তাঁহার অনুশাসন এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুজ্ঞাসকল মানবগণকে সত্যের পথে লইয়া যাইবে; (৮) অবশেষে জন সাধারণের উপকারার্থ যে সকল সৎকার্য্য করিয়াছেন এবং প্রজাবর্গের ধর্ম্মভাব পরিবর্দ্ধনার্থ যে সকল সদুপায় স্থির করিয়াছেন তাহা বিবৃত করিতেছেন এবং কেবল নৈতিক জ্ঞান প্রণোদিত বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহণ অনুমোদন করিতেছেন।

অশোক-লাটের অষ্ট অনুশাসন

খোদিত করেন। তৎপরে কোন সময় উহা পড়িয়া যায় এবং ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ইহাকে পুনঃস্থাপিত করেন এবং স্বীয় রাজত্বের আরম্ভসূচক পারস্য লিপি খোদিত করিয়া দেন। অন্যান্য অধিকাংশ লাটের ন্যায় ইহাও মস্তকাভরণশূন্য।

মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ

সেই দিন অপরাহ্নে আমরা মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ দেখিতে গেলাম। স্বদেশীয় রাজন্যবর্গের মুক্তহস্ততার ফলস্বরূপ চৌদ্দলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই সুরম্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত হইয়াছে। হল গৃহের গাত্রে এই সকল অভিজাতবর্গের নাম খোদিত রহিয়াছে। অট্টালিকার সমগ্র অংশই প্রস্তর নির্ম্মিত; এক পার্শ্বে একটি উচ্চ সৌষ্ঠবযুক্ত চতুষ্কোণ মিনার; দুই দিকে দুইটি গম্বুজ। তাহাতে শব্দ করিলে সুমধুর প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়। প্রত্যেক স্তম্ভ প্রত্যেক খিলান এমন সরল সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত যে এই অট্টালিকার সরল সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হয়। গৃহ ও বারান্দার অঙ্গনে 'দ্বাদশ রাশি চিহ্ন' প্রভৃতি শ্বেত কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। হল গৃহের মেজেটী বিশেষভাবে দর্শনীয়। আধুনিক অট্টালিকা সকলের মধ্যে এমন অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেখান হইতে আমরা সবুজিয়াবাগে

সবুজিয়াবাগ

(Green Park) প্রবেশ করিলাম। এক দিকে বৃক্ষ-লতাদি দ্বারা অরণ্যের অনুকরণ করিয়া তাহাতে নানা জাতীয় হরিণ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু বনবিহারী বনবিহারিণী সাহেব মেমদিগের উপর উপদ্রব করায় তাহারা দূরীভূত হইয়াছে। উদ্যানের যে অংশে সায়ংকালে অধিবাসিগণ বিচরণার্থ সমবেত হন, তথায় জমির উপরে নানাবিধ রঙ্গের ঘাস এমনভাবে রোপিত হইয়াছে যে ছাটিয়া দিলে ঠিক একখানি গালিচার মত দেখায়। এই বাগানের এক পার্শ্বে 'লাউথার ক্যাস্‌ল্' (Lowther Castle) এখানে জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল।

লাউথার ক্যাস্‌ল্

সেই দিন রাত্রি ৮টার সময় এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন (বুধবার, ৭ই অক্টোবর) বেলা প্রায় ৯টার সময় আমরা তুণ্ডলা ষ্টেসনে অবতরণ পূর্ব্বক আগ্রাগামী বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিলাম।

বুধবার (৭ই অক্টোবর ১৮৯১।)—

আগ্রার পথে

পূর্ব্বেই জানিতাম তুণ্ডলা হইতে আগ্রা যাইবার পথে সাহজিহানের অনশ্বর কীর্ত্তি 'তাজ' বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমরা সাগ্রহ-

আগ্রার পথে ক্রঃ

নেত্রে চঞ্চলচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। শকট যতই আগ্রার সম্মুখবর্ত্তী হইতে লাগিল দুই পার্শ্বের নীরস শ্রীহীন ভূখণ্ডের নতোন্নত ভঙ্গী যেন ততই বাড়িতে লাগিল—এক এক স্থানে গভীর গর্ত্ত তৎপরে আবার তুঙ্গ স্তূপ। হঠাৎ পথের বাম দিকে দূরে উচ্চতর ভূভাগে দণ্ডায়মান তাজের ধবল কান্তি সুস্পষ্টরূপে দেখা গেল। তত দূর হইতে আপাততঃ চূণকাম করা মসজিদ্ বলিয়া মনে হইলেও উহার আপাদচূড় সৌষ্ঠবময় গঠন দৃষ্টে পূর্ব্ব হইতেই কোন অসামান্য অট্টালিকা বলিয়া ধারণা জন্মে। আমরা তাজ দেখিতে দেখিতে যমুনা-সেতুর উপরে আসিয়া পড়িলাম। সম্মুখে অপরপারে মর্ম্মর প্রস্তরের নানাবিধ গম্বুজ স্তম্ভ চূড়া শোভিত দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ এবং সমগ্র আগ্রা নগর; বাম পার্শ্বে তাজ আরও স্পষ্টতরভাবে নয়ন সমক্ষে বিদ্যমান; দক্ষিণ পার্শ্বে আগ্রার অপর পারে ইতিমাদুদ্-দৌল্লা আংশিক দৃষ্টিগোচর হয়। এই যমুনাসেতুটিও এলাহাবাদের যমুনাসেতুর ন্যায় বিচিত্র এবং তদ্রূপ দ্বিতল। এই সেতু পার হইলেই বামপার্শ্বে দুর্গ; তৎসম্মুখে আগ্রা ফোর্ট ষ্টেসন; ষ্টেসনের অপর পার্শ্বে অনতিদূরে বিখ্যাত 'জামে মস্জিদ্'। ক্ষুৎপিপাসা

ভূলিয়া আগ্রা প্রবেশের পথে এই অভিনব দৃশ্যসকল দেখিতে দেখিতে বেলা ১২টার সময় আগ্রা ফোর্ট ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম।

আগ্রার পথে ক্রঃ

৩

আগ্রা।

কলিকাতা হইতে ৮৪২ মাইল।

নগরের ইতিহাস

সম্রাট আকবর সাহ প্রাচীন অগ্রবন বা আগ্রার চতুর্দ্দিক্ সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করত তন্মধ্যে রাজধানী স্থাপন ও বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং নগরের নাম আকবরাবাদ রাখেন। এই প্রাচীরের বেষ্টন আনুমানিক ৯ মাইল ছিল এবং নগর মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য ১৬টি পুরদ্বার ছিল। তন্মধ্যে ৫টির ভগ্নাবশেষ এবং প্রাচীরের একটু আধটু এখনও দৃষ্ট হয়।

থাকিবার স্থান ইত্যাদি

এলাহাবাদের ন্যায় এখানেও হিন্দু হোটেল-ওয়ালারা ষ্টেসনে অপেক্ষা করিয়া থাকে। ধর্ম্মশালা আছে কি না সংবাদ পাই নাই। চেষ্টা করিলে ভাড়াটে বাড়ী পাওয়া যাইতে পারে। জলের

কল আছে, কিন্তু ১০ টার পর জল পাওয়া যায় না। যমুনার জল লবণাক্ত বলিয়া কেহ ব্যবহার করে না। চলা ফিরার জন্য বগী বা পাল্কী গাড়ী—প্রথম শ্রেণী প্রথম ঘণ্টা ৸৹ আনা, তৎপরে প্রতি ঘণ্টা ।৹ আনা; দ্বিতীয় শ্রেণী প্রথম ঘণ্টা ॥৹ আনা, তৎপরে প্রতি ঘণ্টা ৵৹ আনা। সেকেন্দরা যাইবার ও আসিবার ভাড়া ১॥৹; ফতেপুর শিকরিতে যাইবার ও আসিবার ভাড়া ৭৲।৮৲ টাকা। আহার্য্য-মাংস প্রতি সের ৵৹, মাছ ⁄১৹, দুগ্ধ টাকায় ১৪ সের। জল খাবার জিনিষের মধ্যে—রাবড়ি এবং ডাইল মট্‌ বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ মিঠাইওয়ালা শ্যামলাল, নিবাস কেনারি বাজার। ক্রয়োপযোগী পদার্থ 'দড়ি' বা শতরঞ্জি, দড়ির আসন, গালিচা, শ্বেত পাথরের উপর ঝিনুক প্রভৃতি যোগে তাজের ফুলের অনুকরণে ফুলকাটা নানাবিধ দ্রব্য। এই সকল দ্রব্য ক্রয়ের সময় আগন্তুকের পক্ষে আগ্রা প্রবাসী কোন পরিচিত অভিজ্ঞ ভদ্রলোক সঙ্গে লইলেই মঙ্গল, নচেৎ বিলক্ষণ ঠকিবারই সমধিক সম্ভাবনা। এতদঞ্চলের বিক্রেতাদিগের তুলনায় আমাদের কলিকাতাস্থ রাধাবাজারের দোকানদারদিগকেও ভাল বলিতে হয়। বিলাতী হোটেল—

থাকিবার স্থান ইত্যাদি ক্রঃ

ইউনাইটেড্ সর্ভিস হোটেল, এবং গ্রেট্ ওয়েষ্টারণ হোটেল।

তাজমহল

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা তাজ দেখিতে গেলাম। দুর্গের নিম্নদিয়া একটি প্রশস্ত পথ তাজ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ১৮৩৮খ্রীঃ অব্দে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগের অন্ন সংস্থানার্থ গভর্ণমেণ্ট এই পথটি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাজের প্রথম বহির্দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া একটি প্রশস্ত পথের দুইধারে স্তম্ভশ্রেণী সজ্জিত কুঠুরী সকল কতকদূর পর্য্যন্ত রহিয়াছে। তার পরে একটি অতি সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ।

তাজদ্বার এবং 'জওয়াব'

এই প্রাঙ্গণের এক ধারে তাজের বহির্দ্বার, অপর ধারে তাহার "জওয়াব" দ্বার। মুসলমানদিগের রীতি এই যে, প্রাঙ্গণের বিপরীত দিকে আসল বহির্দ্বারের ঠিক্ অনুরূপ আর একটি দ্বার নির্ম্মাণ করিতে হয়—ইহাকে আসলের "জওয়াব" বলে। এইরূপ, সর্ব্ব নিম্নতলে আসল কবর—এবং লম্ব-ভাবে তদূর্দ্ধে ঠিক্ তদনুরূপ "জওয়াব কবর" নির্ম্মিত হয়। সাধারণতঃ বহির্দ্বার বলিলে আমরা যাহা বুঝি বাদসাহদিগের বহির্দ্বার তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। উহারা নিজেরাই এক এক অট্টালিকাবিশেষ। "তাজদ্বার" এবং তৎসম্মুখস্থ

তাজদ্বার ক্রঃ

রওয়াক লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত ; এমন সৌষ্ঠবময় যে প্রথম দর্শকের উহাই "তাজ" বলিয়া মনে হয় ; এত উচ্চ যে রওয়াকের উপর দাঁড়াইয়া উহার উর্দ্ধভাগ দেখিতে গেলে সত্যসত্যই মস্তকের উষ্ণীষ খসিয়া পড়ে এবং এই সূত্রে ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক দর্শকের অজ্ঞাতভাবে তাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলে একটি গল্প আছেঃ—পাছে কোন দর্শক উষ্ণীষ উত্তোলন মস্তকাবনমন প্রভৃতি সম্মানসূচক অভিবাদন দ্বারা এই গৌরবান্বিত স্থানের গৌরব রক্ষা না করে, এই আশঙ্কা করিয়া সম্রাট্ সাহ জিহান অভিপ্রায়পূর্ব্বক তাজদ্বার উচ্চ ও মনোহর এবং তাজমন্দিরের প্রবেশদ্বার থর্ব্ব করিয়াছেন যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই শিষ্টাচারের অন্যথাচরণ না হয়। গল্প সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাজদ্বার তাজের উপযোগী না করিলে মানাইত কেমন করিয়া ? ছাদের উপরে উভয় দিকে শ্রেণীবদ্ধ ২৬টি শ্বেত মর্ম্মরের কলস পাশাপাশি স্থাপিত ; বহির্গাত্রের সর্ব্বত্র বিবিধ বর্ণের প্রস্তর সন্নিবেশ পূর্ব্বক কাজ করা। প্রবেশ পথের উপরিস্থ উভয় দিকের খিলান বেষ্টন করিয়া কৃষ্ণ মর্ম্ম-

রের বৃহদক্ষরে কোরাণের "বয়াৎ" সন্নিবেশিত। অভ্যন্তরে একটি প্রশস্ত সুচিত্রিত গোলাকৃতি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ—ইহার উপর দিয়া প্রবেশের পথ চলিয়া গিয়াছে।

তাজ পথ ও তাজ উদ্যান

এই দ্বার অতিক্রম করিলেই বরাবর একটি দীর্ঘ প্রশস্ত পথের অপর প্রান্তে "তাজ" দৃষ্টিপথে পতিত হয়। একটি জলাধার বরাবর সমগ্র প্রস্তর-পথের মধ্যভাগ ব্যাপিয়া রহিয়াছে—উহার ঠিক্ মধ্যদিয়া উৎস সকল সারি বাঁধিয়া জল হইতে উঁকি মারিতেছে। অর্দ্ধপথে একটি উন্নত মর্ম্মর বেদির মধ্যস্থিত জলাধারের উপরে ঐরূপ ৫।৬টি উৎস, জলে মৎস্য সকল রহিয়াছে। এই উৎসমালাকে ক্রীড়নশীল না দেখিলে ইহাদের মনোহারিত্বের উপলব্ধি হয়না—যখন উহারা ক্রীড়া করে তখন কোনওটি হইতে মৎস্যাকারে, কোনওটি হইতে তরবারি পরিচালনের ভাবে, কোনওটি হইতে পুষ্পগুচ্ছের আকারে ইত্যাদি বিবিধ ভঙ্গিতে জলধারা নির্গত হইয়া থাকে। পথের দুই ধারে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুষ্প বৃক্ষ রোপিত আছে; —তৎপশ্চাতে পাটা ঝাউর শ্রেণী। সমস্ত উদ্যান ছোট বড় বৃক্ষ, নিকুঞ্জ, পুষ্পাস্তরণে সুশোভিত, পূর্ণ,

আচ্ছন্ন ; তন্মধ্যে একটি শাল্মলীবৃক্ষ সাহ জাহানের সমকালীন বলিয়া উক্ত হয়। উদ্যানের চতুর্দ্দিক্ লোহিত প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ; পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে আর ও দুইটি বহির্দ্বার আছে।

পথ পার হইয়া গেলে সম্মুখে লোহিত প্রস্তরের একটি প্রকাণ্ড "চৌবুতরা" বা বেদি—দৈর্ঘ্য ৯৬৪ ফুট প্রস্থ ৩২৯ ফুট, উচ্চতা আনুমানিক ৮। ৯ ফুট। বেদির উপরিভাগ শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মরের টালি দ্বারা সুদৃশ্য পেটারণ করা ; চারি কোণে চারিটি লোহিত প্রস্তরের স্তম্ভ—তদুপরি মর্ম্মর প্রস্তরের মন্দির। বেদির পশ্চিম পার্শ্বে শ্বেত মর্ম্মর খচিত, শ্বেত গম্বুজ-শোভিত লোহিত প্রস্তরময় মস্‌জিদ—ইহা তাজের ভজনালয় ; বেদির পূর্ব্ব পার্শ্বে "জও-য়াব মস্‌জিদ"। উত্তর দিকে বেদির পাদদেশ দিয়া যমুনা বহিয়া যাইতেছে।

তাজ মন্দির

এই বেদির উপরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন ৩১৩ ফুট সমচতুষ্কোণ আর একটি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের বিস্তৃত বেদি আনুমানিক ১৪। ১৫ ফুট উচ্চ। ইহার চারি কোণে চারিটি তুঙ্গ শ্বেত মর্ম্ম-রের মিনার বা স্তম্ভ—তদুপরি অষ্ট-স্তম্ভ-সমন্বিত মন্দির ; অভ্যন্তরস্থ শিঁড়ি দিয়া এখানে উঠিলে

চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক স্তম্ভ বেদির উপর হইতে ১৫০ ফুট উচ্চ। এই মর্ম্মর বেদির ঠিক্ মধ্যস্থলে স্বয়ং "তাজ" তাহার স্নিগ্ধ গম্ভীর রূপের আভা চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করিয়া দণ্ডায়মানা। ইহার আপাদমস্তক উৎকৃষ্টতম চিক্কণ জয়পুরী শ্বেত মর্ম্মরে নির্ম্মিত ; অদ্যাপি সেই গৌর কান্তিতে কিছুমাত্র কালিমা পড়ে নাই। চেতনাহীন প্রস্তর খণ্ড সকলে গ্রথিত অট্টালিকার এমন জীবন্ত ঢল ঢল অনবদ্য রূপ কখনও দেখি নাই—কল্পনাও করিতে পারি নাই। এতদিনে বুঝিলাম "তাজ"কে জগতে অতুলনীয়া বলে কেন।

তাজের নক্‌সা

তাজের ভিত্তির নক্‌সা অষ্টভুজ ক্ষেত্রের ন্যায় ; কোণের দিকের বাহুগুলি ক্ষুদ্রতর। অন্য চারি ধারের প্রত্যেকে ১২৩ ফুট দীর্ঘ ; ইহার ঠিক্ মধ্যভাগে দ্বারের খিলান প্রায় ছাদ স্পর্শ করিয়াছে। দক্ষিণ দিকের ভিন্ন অন্য তিন দিকের দ্বারই পরিপাটি জাফরি দ্বারা একেবারে রুদ্ধ। প্রত্যেক খিলানের উভয় পার্শ্বে এবং কোণের দিকে উপর্য্যুপরি স্থাপিত এক এক জোড়া কুলুঙ্গির ন্যায় ছোট খিলান—তাহাও জাফরি দ্বারা রুদ্ধ। বেদি হইতে ছাদ ৭০ ফুট উচ্চ ; ইহার প্রত্যেক কোণে

একটি শীর্ষাকৃতি স্তম্ভ। ছাদের মধ্যদেশ হইতে ৭০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি নির্দ্দোষগঠন গম্বুজ ১২০ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছে; গম্বুজের শিরোদেশস্থ গিল্টি করা চূড়ার অগ্রভাগ ভূমি হইতে ২৬০ ফুট উচ্চ। গম্বুজ বেষ্টন করিয়া চারি কোণের দিকে চারিটি মন্দির। বহিঃপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র যথোপযুক্ত স্থানে বিবিধ বর্ণের প্রস্তর খচিত করিয়া পুষ্প লতাদি রচিত হইয়াছে; চারি দিকের চারি খিলান পরিবেষ্টন করিয়া কৃষ্ণ প্রস্তরের অক্ষরে কোরাণের পদাবলি লেখা রহিয়াছে। তাজ আকারে অতি বৃহৎ হইলেও উহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরতিশয় সৌষ্ঠবসম্পন্ন এবং জাপান দেশীয় বাক্স প্রভৃতির ন্যায় সাবধানে ও নৈপুণ্য-সহকারে সুসজ্জিত; অথচ কুত্রাপি অতিস্থূল বা অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট নহে।

তাজের বিচিত্র প্রকোষ্ঠ

দক্ষিণ দিকস্থ (তাজদ্বার হইতে প্রস্তর পথের বরাবর) একমাত্র দ্বার দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথম কক্ষ অতিক্রম করত আমরা বৃহৎ গম্বুজের নিম্নস্থিত গোলাকৃতি বিচিত্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। ইহার চমৎকারিত্ব বর্ণনাতীত— ঠিক্ মধ্যস্থলে রাজমহিষী মমতাজ মহালের এবং

তৎপার্শ্বে সম্রাট্ সাহ জাহানের "জওয়াব" বা প্রকাশ্য কবর। মুসলমান প্রথানুসারে "জওয়াব" কবরকে প্রকাশ্য কবর করা হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাহার ঘটাই অধিকতর হয়। কবরদ্বয় নিখুঁত সুচিক্কণ শ্বেত মর্ম্মরে নির্ম্মিত এবং বূড ষ্টোন্, কর্ণেলিয়ান্, লেপিস্ লাজুলি, এগেট প্রভৃতি মহার্ঘ প্রস্তর খচিত করিয়া তদ্গাত্রে লতা কুসুমাদির আশ্চর্য্য অনুকরণ সম্পাদিত হইয়াছে। ভয়েসি সাহেব এসিয়াটিক রিসার্চ্চ পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে কোন কোন পুষ্পে ১০০ রকম প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্রাটের কবরের গাত্রস্থিত বহুমূল্য রত্নরাজি প্রায় সমস্তই অপহৃত হইয়াছে, তত্তৎ স্থান শূন্য হইয়া রহিয়াছে। কবরদ্বয় বেষ্টন করিয়া ৬ ফুট উচ্চ একটি অষ্টভুজ প্রস্তরাবরণ—ইহার এক এক দিক্ এক এক খণ্ড প্রস্তর ফলকে গঠিত; তাহাতে লিলি ও আইরিস্ পুষ্পপত্র-সমন্বিত অতিজড়ান লতার অনুকরণে চমৎকার নৈপুণ্য সহকারে জাফরি কাটা এবং রত্নমণ্ডিত; ইহাতে যোড় নাই, অস্ত্রের আঁচড়টি পর্য্যন্ত নাই। প্রাচীরের নিম্নভাগে বৃহৎ প্রস্তর ফলকে পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষশাখা খোদাই করিয়া তোলা; উর্দ্ধে

গম্বুজের নিম্নভাগ বেষ্টন করিয়া কোরাণের শ্লোক উদ্ধৃত আছে। কথিত আছে যে তাজ মন্দিরের প্রাচীরে সমস্ত কোরাণ বিন্যস্ত আছে। মধ্য প্রাচীরের ধারে ধারে রত্ন সন্নিবেশে পুষ্পলতা অনুকৃত হইয়াছে।

তাজ-গম্বুজের প্রতিধ্বনি

বিসপ হিবার বলেন "তাজের গম্বুজ যেরূপ প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করে তেমন নির্দ্দোষ সুমধুর বহুক্ষণস্থায়ী শব্দ ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর শব্দকারী পাইসা নগরীস্থ ব্যাপটিষ্ট্রীতেও হয় না।" যেমন স্থির জলে লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে ক্ষুব্ধ জলরাশির ঈষৎ কম্পমান হিল্লোল বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া পরে ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়, তেমনি এই বিচিত্র গৃহের গম্ভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে কোন সুরে টান দিলে সে স্বরের দীর্ঘ সুরস হিল্লোল কাঁপিতে কাঁপিতে ঊর্দ্ধদিকে প্রস্থান করে এবং এত ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায় যে নীরব হইবার পরেও খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ণে সে ধ্বনি বাজিতে থাকে। হিবার আরও বলিয়াছেন, "লাবণ্যময়ী মমতাজের উদ্দেশে তদীয় কবরপার্শ্বে বসিয়া কোন আরবীয় কিম্বা পারসীয় শোক-গাথা গীত হইলে কেমন শুনাইত মানসচিত্রে অঙ্কিত করি-

লাম। গীতের বিরাম সময়ে ঊর্দ্ধ হইতে যে প্রতিধ্বনি আসিত তাহা নিঃসন্দেহ স্বর্গীয় অপ্সরাগণের কণ্ঠস্বরের অনুরূপ হইত, যেন তাঁহারাও সে শোকব্যঞ্জক তানের সহিত আপনাদের সুমধুর কণ্ঠস্বর মিলাইয়া মমতাজের জন্য শোক করিতেছে। মহার্ঘ উপকরণে নির্ম্মিত এবং ততোধিক মহার্ঘ রত্নরাজি দ্বারা প্র ভূতপরিমাণে অলঙ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে সে গৃহের গাম্ভীর্য্য ও করুণভাব প্রাণে এক অননুভূতপূর্ব্ব প্রশান্তি আনয়ন করে, যেন তুমি কোন সুখময় মৃত্যুর চিন্তা করিতেছ। অনেক রুক্ষপ্রকৃতি ভাবুকতাবিবর্জ্জিত লোকও এ গৃহে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ চক্ষের জল মোচন করিয়াছে এমন জানা গিয়াছে; অথবা তাজ দেখিয়া যাহার শরীর রোমাঞ্চিত না হয় এবং চক্ষে জল না আইসে তাহার আত্মাতে সৌন্দর্য্যবোধশক্তিই নাই বলিতে হইবে।”

তাজ পরিপূর্ণযৌবনা অনবদ্যা রমণীললাম—লাবণ্যময়ী, রত্নালঙ্কারভূষিতা, সদ্গুণযুতা, সুমধুরভাষিণী, অবগুণ্ঠনবতী, সুন্দরী। মর্ম্মরের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তাহার কান্তি; বহির্গাত্রের রত্নসন্নিবেশ তাহার অঙ্গভূষণ, অভ্যন্তরের মহার্ঘ রত্নরাজি

তাহার সদ্গুণরাশি, গম্বুজের সুমধুর প্রতিধ্বনি তাহার ভাষ, দ্বার ও গবাক্ষের জাফরি তাহার-অবগুণ্ঠন। একি মহিমাময়ী মমতাজমহালের প্রতিচ্ছায়া!

আমরা এই প্রকোষ্ঠ হইতে নিক্রান্ত হইয়া একটি ঢালু পথ দিয়া নিম্নস্থিত কুঠরিতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। লক্ষ লক্ষ লোকের যাতায়াত নিবন্ধন হস্তপদের সঙ্ঘর্ষণে এই পথের উভয় পার্শ্বস্থ দেয়াল এবং মেজের মসৃণ প্রস্তর এত মসৃণতর হইয়াছে যে অতি সন্তর্পণে না চলিলে পড়িয়া যাইবারই অধিক সম্ভাবনা। একটি বিস্তৃত কুঠরির আমূলাগ্র মর্ম্মর প্রস্তরে মোড়ান; প্রবেশ-পথ ভিন্ন অভ্যন্তরে আলোক আসিবার অন্য দ্বিতীয় পথ নাই। কুঠরিটি ধূপ চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য পুড়াইয়া নিয়ত সুবাসিত রাখা হয়। মধ্যস্থলে রূপসী মমতাজ এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট্ সাহ জাহান কবরের নীচে চিরনিদ্রিত। উর্দ্ধছাদস্থিত "জওয়াব" আকার এবং গঠনে এই আসল কবরদ্বয়ের ঠিক্ অনুরূপই বটে, কিন্তু তাহাতে অলঙ্কার-পারিপাট্য অধিকতর। সম্রাটের কবরের শিরোদেশের ঠিক্

বিভিন্ন সময় তাজের কান্তি

মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এবং গভীরতর একটি গর্ত্ত আছে ; লোকে বলে, এই স্থানে এক খণ্ড বৃহৎ হীরক সন্নিবিষ্ট ছিল। এতদ্ভিন্ন কবর-গাত্রের সর্ব্বত্রই রত্নোৎপাটন চিহ্ন বিদ্যমান। দেখিলে এইরূপ বর্ব্বরতা ও কাপুরুষতার জন্য যুগপৎ রাগ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। যে রাজরাজেশ্বরী মমতাজকে স্পর্শ করা দূরের কথা নরচক্ষু দৃষ্টি দ্বারাও ম্লান করিতে পারে নাই, যে অখণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের ভ্রূভঙ্গিতে এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ টলমল করিত সেই সুখশায়িত চিরসুপ্ত দম্পতীর এমন অপরূপ কবরের যে এরূপ হীনদশা করিল তাহাকে বর্ব্বর ও কাপুরুষ ভিন্ন আর কি বলা যায় ?

একখানি পুরাতন পারস্য গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সময় এবং অবস্থায় তাজ কি প্রকার বিভিন্ন কান্তি ধারণ করে তদ্বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা আছে :—“প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাজের কান্তি ঈষৎ নীলাভ হয় ; যেমন সূর্য্য উঠিতে থাকে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গোলাপী এবং কখন কখন উজ্জ্বল পীতবর্ণ হয় ; আবার যখন ঝড়ের উপক্রম হয় এবং ঘন কৃষ্ণ মেঘরাজি ইহাকে আচ্ছন্ন করে, তখন নীল লোহিত বর্ণে পরিণত হয়। কিন্তু বোধ

হয়, চন্দ্রালোকেই ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখায়। তাজের নিম্ন দিয়া যে পথ বরাবর পশ্চিম দিকস্থ বহির্দ্বারের দিকে গিয়াছে সেই পথের চল্লিশ গজ ব্যবধানে তখন তাজ দেখিবার উৎকৃষ্টতম স্থান। সেখান হইতে তখন ইহাকে আকাশে ভাসমান প্রাসাদের মত দেখায়, এবং তুমি যতই অগ্রসর হইতে থাক ইহা যেন ততই পিছাইয়া যায়। চন্দ্রের মনোহারি অস্পষ্টালোকে তাজকে অত্যন্ত উচ্চ বলিয়া মনে হয় এবং কোন ব্যক্তি প্রথমে চন্দ্রালোকে ইহাকে দেখিয়া পরে দিবালোকে দেখিলে একটু নিরাশ হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু নিশ্চয়ই অধিক নিরাশ হয়েন না।" বস্তুতঃ যখন তাজদ্বারের ঊর্দ্ধ হইতে পৌর্ণমাসীর শুভ্র জ্যোৎস্না-ধারা তাজ, তাজ-উদ্যান, ও তন্মধ্যস্থ ক্রীড়নশীল উৎসধারার উপর ছড়াইয়া পড়িতে থাকে তখন তাজ-বাটিকা অপ্সরোভূমিতে পরিণত হয়। তাজ যে না দেখিয়াছে তাহার নিকট তাজের বর্ণনা অবাস্তব কল্পনা—কবিত্ব মাত্র।

তাজের ইতিহাস—তাজ-মন্দির সম্রাট্ সাহ জিহান কর্ত্তৃক তদীয় একমাত্র মহিষী অসামান্য রূপবতী মমতাজ মহালের কবর-হর্ম্ম্যরূপে নির্ম্মিত তাজের ইতিহাস

হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের মহিষী নুরজাহানের ভ্রাতা রাজমন্ত্রী আসফ খাঁর কন্যা কুমারী আর্জ্জমন্দ্ বানু-বেগমের অতুলনীয় রূপ এবং অত্যুজ্জল গৌর-কান্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে একমাত্র মহিষী করিয়া মমতাজমহাল উপাধি প্রদান করেন। ১৬২৯ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট্, খাঁ জাহাঁ লোদির বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধযাত্রা করিলে মহিষী তদনুগামিনী হন এবং বুরহানপুরে অষ্টম সন্তান প্রসবকালে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করেন। তথা হইতে তদীয় মৃতদেহ আনীত হইয়া কবর-হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের অপেক্ষায় দিল্লীর জামেমস্‌জিদের সমীপবর্ত্তী উদ্যানে ১৮ বৎসর কাল রক্ষিত হয়। অদ্যাপি লোকে ঐ স্থান নির্দ্দেশ করে বলিয়া শুনিয়াছি। ১৬৩০ খ্রীঃ অব্দে তাজ-বাটিকার কার্য্যারম্ভ হইয়া ৩০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ১৭ বৎসরে নির্ম্মাণ কার্য্য এক প্রকার শেষ হয়। টেভার্ণীয়ার ইহার কার্য্যারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছেন যে এই বাটিকা নির্ম্মাণার্থ বিশ সহস্র লোক বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিল। রাজমিস্ত্রীগণ ভিন্ন সকলেই যে পারিশ্রমিক বিনা খাটিয়াছে তাহার কোন সন্দেহই নাই; কারণ, মাসিক এক

মুদ্রা হারে প্রত্যেকের বেতন ধরিলে মোট ব্যয় ৫২ লক্ষ মুদ্রার অধিক হয়। তৎকালে এরূপ "বেকার" কাজ করাইবার রীতিই প্রচলিত ছিল। তদ্ভিন্ন অধিকাংশ মূল্যবান্ উপকরণ সম্রাট্ উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সম্রাটের কবরের পার্শ্বে এই রূপ লিখা আছে ঃ—" * * * * * *

তাজের-কারুকরগণ

"তাজ নির্ম্মাণের সাহায্যার্থ বিভিন্ন দেশ হইতে যে সকল কারুকর আসিয়াছিল তন্মধ্যে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ইসামহম্মদ, তাঁহার বেতন মাসিক সহস্র মুদ্রা; সিরাজনিবাসী চিত্রকর অমরনন্দ্ খাঁ, মাসিক বেতন সহস্র মুদ্রা; প্রধান রাজমিস্ত্রী বোগদাদবাসী মহম্মদ হানিফ্, মাসিক বেতন সহস্র মুদ্রা।

"বহুসংখ্যক কারুকর নিযুক্ত হইয়াছিল; ইহাদের অনেকে তুরুস্ক, পারস্য, দিল্লী, কটক, এবং পঞ্জাব হইতে আসিয়াছিল, এবং শত মুদ্রা হইতে পঞ্চ শত মুদ্রা পর্য্যন্ত নানাবিধ হারের মাসিক বেতন পাইত।

তাজের উপকরণ

"শ্বেত মর্ম্মর রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর হইতে; পীত মর্ম্মর নর্ম্মদা তীর হইতে—ইহার

প্রতি বর্গগজের মূল্য ৪০ টাকা; কৃষ্ণ মর্ম্মর চার্থ নামক স্থান হইতে—প্রতিবর্গগজের মূল্য ৯০ টাকা; ক্রীষ্টাল (Crystal) চীন হইতে—প্রতি বর্গগজের মূল্য ৫৭০ টাকা; জবরহদ (Jasper) পঞ্জাব হইতে; কর্ণেলীয়ান্ (Cornelian) বোগদাদ্ হইতে; ফেরোজ (Turquoises) তিব্বত হইতে; এসব (Agate) যেমান হইতে; সংসেতারা (Lapis lazuli) লঙ্কাদ্বীপ হইতে—প্রতি বর্গ গজের মূল্য ১১৫৬ টাকা; আরব্য ও লোহিত সাগর হইতে প্রবাল; বুন্দেলখণ্ড হইতে গার্ণেট (Garnet); বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত পান্না হইতে হীরক; যশল্মীর হইতে প্লম্‌পুডিং ষ্টোন্ (Plumpudding Stone); নর্ম্মদা হইতে রক্‌স্‌পার (Rockspar); গোয়ালিয়র হইতে লোড্‌ষ্টোন (Loadstone); পারস্য হইতে সুলেইমানি (Onyx); ভিনায়েৎ হইতে কেলসিডনি (Calcedony); পারস্য হইতে এমিথিষ্ট (Amethyst); লঙ্কা হইতে নীলকান্তমণি (Sapphires); ফতেপুর শিকরি হইতে ১১৪০০০ গাড়ী বোঝাই লোহিত প্রস্তর। এতদ্ভিন্ন পুষ্প-রচনার জন্য অনেকানেক রকমের প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহাদের নাম আমাদের (আরবীয়)

ভাষায় নাই। এই সকলের অধিকাংশই সাম্রাজ্যাধীন বিভিন্ন রাজ্য সমূহ হইতে করস্বরূপ অথবা রাজন্য ও নবাব বর্গের নিকট হইতে স্বেচ্ছা-প্রদত্ত বা অন্য প্রকারে উপঢৌকনস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।”

সাহ জিহানের কবর-হর্ম্মের সূচনা।

টেভার্ণীয়ার বলেন যে সম্রাট্ স্বীয় কবর মন্দির তাজের ঠিক্ বিপরীত দিকে যমুনার অপর কূলে নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং উভয় মন্দির রৌপ্যময় সেতু দ্বারা যুক্ত করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরে পুত্রগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আগ্রা দুর্গের এক প্রাসাদে বন্দী হইলেন। তথায় গবাক্ষের ধারে বসিয়া তিনি যৌবনকালের প্রেয়সী মমতাজ মহালের কবর-হর্ম্ম্যের দিকে চাহিয়া থাকিয়া দিন কাটাইতেন।

তাজের জীর্ণ সংস্কার

“তাজ” ব্রিটিস অধিকারে আসা অবধি গভর্ণমেণ্ট ইহার রক্ষার জন্য যথেষ্ট আয়াস ও ব্যয় স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দে লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে একটি তাজ-কমিটি গঠিত হয়; এবং তাঁহারা লেপ্টেনেণ্ট টেলরের উপর জীর্ণসংস্কার-ভার অর্পণ করিলে তিনি এক লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। ১৮১৬ খ্রীঃ

অব্দ হইতে তাজের কাদিমদিগের পেন্সন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় অট্টালিকাসমূহ ভগ্ন করতঃ মর্ম্মর প্রস্তরগুলি বিক্রয়ের প্রস্তাব হয়। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে হইতে তাজ-জায়গীরের উপস্বত্ব মাসিক ৪২০৲ টাকা রাজ ভাণ্ডারে যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাজের জীর্ণসংস্কার কার্য্য বন্ধ থাকে। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে লেপ্টেনেন্ট কোল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া তাজ, তাজ-দ্বার, তাজ মস্‌জিদ্‌ ও তাহার 'জওয়াব', তাজ-উদ্যান প্রভৃতি পরিপাটী রূপে পুনরুদ্ধার সাধন করাতে তাজের লুপ্তপ্রায় গৌরবের পুনরভ্যুদয় হইয়াছে। তদবধি উচ্চ বেতন ভোগী এক জন রাজকর্ম্মচারী তাজের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত আছেন। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ভিন্ন ভারতের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির নাম গন্ধ আজ কাল বর্ত্তমান থাকিত না।

ইতিমাদুদ্‌দৌলা

বৃহস্পতিবার (৮ই অক্টোবর)—বেলা ৮টার সময় আমরা "ইতিমাদুদ্‌দৌলা" দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। একটি পণ্টুন সেতুর উপর দিয়া যমুনা পার হইয়া কিয়দ্দূর

যাইলে ইতিমাদ্দৌলার কবর-বাটিকা। যমুনা পার হইতে গাড়ী প্রতি ॥০ অথবা জন প্রতি এক পয়সা করিয়া মাশুল দিতে হয়।

ইতিমাদুদ্দৌলার জীবনী; নুরজাহান

খাজা মহম্মদ সরিফ নামক উজবেক তাতার বংশীয় এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পারস্যাধিপতি তামাস্পের রাজত্ব কালে ইয়াজদের উজীর নিযুক্ত হন। যৎকালে হুমায়ুন পলায়ন করত তিহারাণে পারস্যরাজের আশ্রয় লন তখন তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার খাজার উপর ছিল। খাজার মৃত্যুর পর তদীয় দ্বিতীয় পুত্র মীর্জ্জা গিয়াসবেগ দরিদ্রদশায় পড়িয়া জীবিকা অর্জ্জনোদ্দেশে দুই পুত্র এবং এক কন্যা সহ সস্ত্রীক হিন্দুস্থানে আসিতেছিলেন। অবস্থার অতিহীনতানিবন্ধন পূর্ণগর্ভা পত্নীকে বলদের উপর আরোহণ করাইয়া অবশিষ্ট সকলে পদব্রজে চলিলেন। কান্দাহারের পথে মরুভূমির মধ্যে পত্নী এক কন্যা প্রসব করিলেন। যে হিন্দুস্থানে বিপন্ন পিতামাতা সামান্য জীবিকানির্ব্বাহের জন্য প্রস্থান করিতেছিলেন, কে জানিত এই নবজাত শিশুই বর্দ্ধিত হইয়া নুর জাহান উপাধি ধারণপূর্ব্বক সেই হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্ঞী হইবেন? সে যাহা হউক,

[অক্ষু ৬]

মীর্জ্জা খাদ্য দ্রব্য দ্বারা প্রসূতার পোষণে অসমর্থ হইয়া শিশুর জীবনসম্বন্ধে নিরাশ হইলেন এবং তাঁহার সকল সম্পদের মূল এবং ভাবী ভারতেশ্বরীকে পথের ধারে বৃক্ষতলে তৃণশয্যায় পরিত্যাগ করিলেন,—যদি কোন পথিক করুণাবশত ইহার জীবন রক্ষা করে। কিন্তু কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া মাতা শিশুর জন্য অধীরা হইয়া পড়িলেন, তখন মীর্জ্জা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আসিয়া দেখিলেন এক ভয়ঙ্কর সর্প শিশুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তখন তিনি সর্পকে কোন মতে নিধনকরত শিশুকে অধিকার করিয়া মাতাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সেই সময় মালিক মাসুদ নামে এক জন বণিক্ সেই পথ দিয়া হিন্দুস্থানে আসিতেছিলেন। তিনি মাতা ও শিশুর এতাদৃশ দুরবস্থা এবং শিশুর সৌন্দর্য্য দর্শনে করুণাপরবশ হইয়া এই নিরাশ্রয় পরিবারকে আশ্রয় দিলেন এবং রাজধানী ফতেপুর শিকরিতে পৌঁছিয়া শিশু মিহির-উল-নিছাকে আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, ও তাহার সুশিক্ষার বিধান করিলেন; এবং মীর্জ্জাকে সুশিক্ষিত ও অতি শিষ্ট লোক বলিয়া চিনিতে পারিয়া স্বীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিলেন। এই সদাশয় বণিকের সাহায্যে

তিনি সম্রাট্ আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইলেন। তখন তিনি, নির্ব্বাসনকালে তাঁহার পিতা সম্রাটের পিতাকে কেমন যত্নসহকারে তত্ত্বাবধান করিতেন তাহা নিবেদন করিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করাতে রাজ-সরকারে এক কর্ম্ম পাইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার শিষ্টাচার ও কার্য্যক্ষমতা দর্শনে সম্রাট্ নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ-পরিবারের ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া বহুসম্মানিত ইতিমাদুদ্ দৌলা উপাধি প্রদান করিলেন। ১৬২২ খ্রীঃ অব্দে ইতিমাদুদ্ দৌলার মৃত্যু হয়; তাহার অনেক পূর্ব্বে (১৬১১ খ্রীঃ) তদীয়া কন্যা মিহির-উল-নিছা ভারতেশ্বরী নুর জাহান হইয়াছেন। পিতৃভক্তিমতী নুরজাহান ১৬২৮ খ্রীঃ অব্দে এই বাটিকা ও হর্ম্ম্য তদীয় কবরোপরি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

ইতিমাদুদ্ দৌলার কবর হর্ম্ম্য

পথ হইতে কতকটুকু জমি পার হইয়া গেলে লোহিত প্রস্তরের বহির্দ্বার—ইহার গাত্রোপরি শ্বেত ও অন্যান্য রঙ্গের প্রস্তর খচিত করিয়া পেটারণ করা, উপরে একটি গম্বুজ। বহির্দ্বার অতিক্রম করিয়াই ৫৪০ ফুট সমচতুষ্কোণ একটি উদ্যান বিবিধ ফলপুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত; চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত প্রস্তর প্রাচীরের কোণের উপরে এক একটি মন্দির;

পশ্চিম দিকে যমুনার উপরে প্রধান বহির্দ্বারের "জওয়াব", অপর দুই ধারেও দুইটি ক্ষুদ্র বহির্দ্বার আছে। উদ্যানের ঠিক্ মধ্যস্থলে শ্বেত মর্ম্মর বেদির উপর দণ্ডায়মান আপাদশীর্ষ শ্বেত মর্ম্মরে গ্রথিত বিচিত্র কবর-হর্ম্ম্য দৃষ্ট হয়—৫০ ফুট সমচতুষ্কোণ; ছাদ ১২ ফুট উচ্চ। কোণে কোণে এক একটি অষ্টভুজ স্তম্ভ ছাদ ছাড়াইয়া আরও ২৮ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছে—তদুপরি একএকটি অষ্টস্তম্ভবিশিষ্ট শিরো মন্দির। ছাদের ঠিক্ মধ্যস্থলে একটি সমচতুষ্কোণ অনতিবৃহৎ গৃহ—ইহার ছাদের মধ্যভাগ প্রশস্ত এবং সমচতুষ্কোণ, এবং কোণে কোণে এক একটি গির্ল্টি করা চূড়া; তাহার পর ছাদ ঈষৎ ঢালু হইয়া দীর্ঘায়ত তরঙ্গভঙ্গীক্রমে প্রাচীরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই গৃহের এক এক দিক্ তিন ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক ভাগের নিম্নার্দ্ধ এক এক খণ্ড পরি-পাটী জাফরি দ্বারা রুদ্ধ। অভ্যন্তরে ইতিমাদুদ্ দৌলার দ্বিতীয় "জওয়াব" কবর; কার্ণিসে কোরাণের বয়েৎ খোদাই করিয়া তোলা। অট্টালিকার সমগ্র বহির্গাত্র নানা প্রকারের সুদৃশ্য পেটারণে বিবিধ বর্ণের প্রস্তর খচিত। নিম্নতলের মধ্যস্থিত প্রকোষ্ঠে ইতিমাদুদ্ দৌলা এবং তৎপত্নী নুরজাহানের মাতা

জহর বেগমের প্রথম "জওয়াব" কবর। প্রকোষ্ঠটি গোলাকার; শ্বেত মর্ম্মরের প্রাচীরের উপরে শ্বেত মর্ম্মরের খিলান করা ছাদ আরবীয় ধরণে খোদাই করিয়া তোলা অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যপূর্ণ। এই প্রকোষ্ঠতলস্থিত এক খানি বৃহৎ প্রস্তর ফলকের নিম্নে এক শ্রেণী সোপান আছে, তাহা দ্বারা মৃত্তিকা নিম্নস্থিত অন্ধকার কুঠরিতে পৌছিলে ইতিমাদুদ্ দৌলা ও তৎপত্নীর আসল কবর। প্রস্তর ফলক খানি এক্ষণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকোষ্ঠের চতুঃপার্শ্বস্থিত প্রকোষ্ঠসকলে পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ শায়িত আছেন। এই সকল প্রকোষ্ঠের ছাদগুলির কারুকার্য্য অতি চমৎকার। গৃহদ্বার-সমূহের উর্দ্ধস্থিত খিলানের নিম্নেও খোদাই করিয়া তোলা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য রহিয়াছে। হর্ম্ম্যের অভ্যন্তর ধূম্রকর্ত্তৃক বিশেষ পরিমাণে কালিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। নদীতীরস্থ "জওয়াব" বহির্দ্বারের ছাদতলের কার্য্যও অতি চমৎকার। নদীর দিকের প্রাচীরের বহির্দ্দেশে একটা শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের খুঁটা প্রোথিত আছে। শুনা যায়, উহা এলাহাবাদের সমতলে স্থাপিত। পূর্ব্বে ঐ নগর প্রায়শঃই জলপ্লাবিত হইত। আগ্রাবাসী বাদসাহ নগরের অবস্থা জ্ঞাত

হইবার জন্য এই খুঁটা স্থাপন করেন। এখন এলাহাবাদের চতুর্দ্দিকে বাঁধ প্রস্তুত করিয়া জলপ্লাবন নিরস্ত করা হইয়াছে।

রাম বাগ

এখান হইতে আমরা দুই মাইল দূরবর্ত্তী "রামবাগে" (প্রকৃত নাম "আরাম বাগ") উপনীত হইলাম। ইহা একটি প্রাচীন কালের প্রমোদোদ্যান। উদ্যানে সে কালের দুই চারিটি বৃক্ষ আছে। অট্টালিকা নদীর ধারে মৃত্তিকা নিম্নে অবস্থিত।

দুর্গ বা রাজ প্রাসাদ

অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় বাহির হইয়া আমরা আবার তাজ দেখিতে গেলাম। তৎপরে ৫ টার সময় দুর্গে প্রবেশ করিবার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। দর্শকদিগের জন্য প্রতিদিন ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত এক ঘণ্টা সময় নির্দ্ধারিত আছে। এই এক ঘণ্টায় অতি কষ্টে সৃষ্টে সমস্ত দুর্গ পরিদর্শন করিয়া লইতে হয়। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট্ বা দুর্গস্থিত ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের আফিসে আবেদন করিয়া দুর্গ-প্রবেশের "পাশ" লইতে হয়। অন্যান্য স্থানের মাজিষ্ট্রেটদিগের স্বাক্ষরিত "পাশ" দ্বারাও দুর্গ পরিদর্শন করা যাইতে পারে।

দুর্গের প্রাকার ও পরিখা

দুর্গ নদী-তীরে অবস্থিত এবং অসমান ভুজ-

বিশিষ্ট ; পরিধি দেড় মাইল ; তিন দিকে ৬০ ফুট উচ্চ লোহিত প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত, অবশিষ্ট দিকে যমুনা প্রবাহিত। দুর্গের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া যে বহিঃপরিখা ছিল তাহা এখন আর নাই, কিন্তু ৩০ফুট প্রশস্ত প্রস্তর মণ্ডিত অভ্যন্তর-পরিখা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সম্রাট্-শিরোমণি আকবর সাহ এই সুদৃঢ় দুর্গ এবং তন্মধ্যস্থিত লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদরাজি নির্ম্মাণ করান। পরে বিলাস পরায়ণ সম্রাট্ সাহ জাহান যে সকল প্রাসাদ দ্বারা ইহাকে সুশোভিত করিয়াছিলেন তাহাই সবিশেষ দর্শনীয়। তন্মধ্যে "দিওয়ানে খাস" (মন্ত্র-গৃহ), "সম্মন বুরুজ" (প্রমোদ-মণ্ডপ), "খাস মহাল" (শয়ন-মন্দির), "শিশ মহাল" (স্নানাগার) প্রধান। আকবরের অন্তঃপুর জাহাঙ্গীর মহাল জীর্ণাবস্থায় পড়িয়াছে, সাহ জাহানের অন্তঃপুর খাস মহালেরই এখন আদর।

দুর্গদ্বার

দুর্গের দুইটি বহির্দ্বার ; প্রধান দ্বারের নাম " দিল্লী-দরওয়াজা ", অপরটি " অমরসিংহ-দর-ওয়াজা "—সম্রাট্ সাহ জিহানের দুর্দ্দান্ত হিন্দু সেনা-পতি অমরসিংহ রাঠোরের নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে। আমরা অমরসিংহ-দরওয়াজা দিয়া

দুর্গে প্রবেশ করিলাম। দুর্গের যে দিকে আকবরের অন্তঃপুর জীর্ণাবস্থায় রহিয়াছে, এই দরওয়াজা সেই দিকে। আমরা একটি ঢালু লম্বভাবে স্থাপিত প্রস্তর দ্বারা বাঁধান পথ দিয়া এক বিশাল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। ইহাই বহিঃপ্রাঙ্গণ—দৈর্ঘ্য ৫০০ ফুট এবং প্রস্থ ৩৭০ ফুট। প্রাঙ্গণের এক দিকে আকবর-নির্ম্মিত "দিওয়ানে আম" বা বিচারালয়। ইহা লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত—দৈর্ঘ্য ৪০০ ফুট, প্রস্থ ৬০ ফুট। তিন শ্রেণী স্তম্ভের উপর ছাদ রহিয়াছে; স্তম্ভগুলি মুসলমানি ধরণের সুন্দর খিলান দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। এই গৃহের তিন দিক্‌ই খোলা, কেবল পশ্চাদ্দিক্ অন্তঃপুরের প্রাসাদ-গাত্রের সহিত সংলগ্ন। দ্বিতলস্থিত একটি প্রকোষ্ঠ দিওয়ানে আমের দিকে খোলা রহিয়াছে। ইহার শ্বেত মর্ম্মরের প্রাচীর-গাত্রে বিবিধ বর্ণের প্রস্তর-খচিত করিয়া পত্রপুষ্পাদি রচিত হইয়াছে। অতি বিচিত্র কারুকার্য্য নিষ্পন্ন তিন খানি মর্ম্মরাসন এখানে অবস্থিত থাকিত। জীর্ণ হওয়াতে ইহাদিগকে পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে রাখা হইয়াছে। অন্তঃপুরিকা মহিলাদিগের যাঁহার ইচ্ছা হইত ইহাতে উপবিষ্ট হইয়া রাজ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ

দিওয়ানে আম

করিতেন। এই প্রকোষ্ঠের ঠিক্ নীচেই দিওয়ানে আমের মেজের উপর শ্বেত মর্ম্মরের এক খানি বৃহৎ "তক্ত"; এক খণ্ড সমগ্র প্রস্তর কাটিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে স্বয়ং সম্রাট্ অধিরূঢ় হইয়া রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই রাজ-তক্তের ঠিক্ সম্মুখে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন আর একখানি তক্ত আছে। তাহাতে প্রধান মন্ত্রী উপবিষ্ট থাকিয়া সম্রাটের আদেশ তামিল করিতেন। দিওয়ানে আম অনেক দিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অস্ত্রাগাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল; তখনই বোধ হয় ইহাতে চূণকাম করা হইয়াছিল। দিও-য়ানে আম হইতে একটি ক্ষুদ্র পথ দিয়া পশ্চাদ্দিকস্থ লোহিত প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্বিতলে আরোহণ করিলে একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের তিন দিকস্থ বারান্দায় উপনীত হওয়া যায়। এই প্রাঙ্গণটি বহিঃপ্রাঙ্গণ ও অন্তঃপুরের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া আমরা ইহাকে মধ্য-প্রাঙ্গণ বলিতে পারি। কিন্তু বাস্তবিক ইহা প্রাঙ্গণই নয়—জলাশয় মাত্র; ইহাতে বিবিধ মৎস্য চরিয়া বেড়াইত, এবং খেয়াল হইলে বেগমগণ এখানে মাছ ধরিতেন, তজ্জন্য এই খণ্ডের নাম "মচ্ছি-ভওয়ান" অর্থাৎ মৎস্য-ভবন। ইহার এক ধারের মচ্ছিভবন

বারান্দার সম্মুখে শ্বেত মর্ম্মরের অতি বিচিত্র খোদাই করা মণ্ডপ—উহাতে বসিয়াই মাছ ধরা হইত। বারান্দার এক কোণের দিকের ছাদে একটি ক্ষুদ্রায়তন অথচ পরিপাটী শ্বেত মর্ম্মরের মস্‌জিদ্ ইহাতে অন্তঃপুরিকাগণ নমাজ পড়িতেন। মস্‌জিদের সম্মুখভাগে গোলাপ জলের উৎস, তৎসমীপে ঢালু প্রাচীর গড়াইয়া জল আসিয়া পড়িত। নমাজ "খুলিবার" পূর্ব্বে এই স্থানে তাঁহারা হস্তপদ প্রক্ষালন করিতেন। এই মস্‌জিদের ক্ষুদ্র শ্বেতপ্রস্তরময় গৃহে সম্রাট্ সাহ জিহান পুত্রগণকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন এই রূপ কথিত আছে; কিন্তু এ কথা তত বিশ্বাসযোগ্য নয়। মস্‌জিদের সম্মুখভাগে জাফরি দ্বারা আবৃত একটি অনতিপ্রশস্ত বারান্দা আছে। তন্নিম্নে একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ ঘেরিয়া ছোট ছোট কুঠরি আছে। ইহা দুর্গের বাজার ছিল। দুর্গবাসীদিগের ক্রয়োপযোগী দ্রব্যজাত এখানে বিক্রয় হইত। বেগমগণ এই বারান্দা হইতে জিনিস পছন্দ করিতেন। এই প্রাঙ্গণের এক কোণে ভূতলের নিম্নে এক পথ আছে। ঐ পথ তাজমহাল পর্য্যন্ত গিয়াছে এই রূপ প্রবাদ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন পথই আবিষ্কৃত হয় নাই।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের আদেশে পথের মুখ ইষ্টক দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মচ্ছি ভওয়ানের যে দিকে যমুনা সেই দিকের খোলা ছাদে অত্যুজ্জ্বল কৃষ্ণ মর্ম্মরের এক খানি বৃহৎ তক্ত, তাহার ঠিক বিপরীত দিকে আর এক খানি ক্ষুদ্র তক্ত রহিয়াছে। রাজকার্য্যে পরিশ্রান্ত সম্রাট্ যখন পারিষদ পরিবৃত হইয়া চিত্ত বিনোদনার্থ ঐ তক্তে উপবিষ্ট হইতেন তখন রাজ-বিদূষক অপর তক্তে উপবেশনকরত স্বভাব সিদ্ধ পরিহাস-চপলতা দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জন করিত। বিদূষক জিনিষটি রাজোপকরণ বিশেষ মাত্র; রাজার সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ। তক্ত খানি ফাটিয়া গিয়াছে। প্রবাদ এই যে, ভরত পুরের মহারাজা বাদসাহের এই তক্তে উপবেশন করিতে উদ্যত হওয়াতে ইহা আপনা আপনি ফাটিয়া অভ্যন্তর হইতে রক্ত উদ্গীর্ণ হইয়াছিল। তক্তের উপরিভাগস্থ ২।৩ স্থানের এক প্রকার দাগকে লোকেরা রক্ত-চিহ্ন বলিয়া দেখাইয়া থাকে; দাগ গুলি দেখিতেও তদ্রূপই বটে। এই ছাদের পশ্চাদ্দিকে নীচে ভূমিতলে মদমত্ত হস্তীদিগের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইত।

দিওয়ানে খাস

এই ছাদেরই এক পার্শ্বে সাহ জিহান নির্ম্মিত মনোহর শ্বেতমর্ম্মরময় অনতিবৃহৎ দিওয়ানে খাস বা মন্ত্রগৃহ। ইহারও তিন দিক্ খোলা, চতুর্থদিকে "সম্মন বুরুজের" প্রাচীর। তাজের ন্যায় এই গৃহের প্রাচীর-গাত্র বিবিধ রত্নখচিত কারুকার্য্য দ্বারা ভূষিত। সম্রাট্ সাহ জিহান এখানে বসিয়া রাজমন্ত্রী এবং ওমরাহবর্গের সহিত রাজ্যসম্পর্কীয় গুপ্ত মন্ত্রণাদি করিতেন। অধীন নরপতিগণের সহিত সাক্ষাৎও এখানেই হইত।

সম্মন বুরুজ

পশ্চাদ্দিকস্থ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে শ্বেত মর্ম্মরময় ক্ষুদ্রায়তন বিচিত্র প্রকোষ্ঠ—নাম "সম্মন বুরুজ" বা প্রমোদ-ভবন (প্রকৃত নাম, "মসম্মন বুরুজ" অর্থাৎ অষ্টভুজ মন্দির)। প্রকোষ্ঠটি পূর্ব্ববৎ রত্ন সন্নিবেশে অতি সুসজ্জিত ; চারি দিকে খোলা বারান্দা। পশ্চাদ্দিকের বারান্দা যমুনার দিকে। সেখানে বসিলে যমুনা, যমুনার অপর কূল, এবং তাজের শোভা নেত্রগোচর হয়। সম্মুখের দিকের বারান্দার মধ্যস্থলে গোলাপ জলের উৎস এবং ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের মর্ম্মরতলের উপর "পাঁচিশি ঘর" কৃষ্ণপ্রস্তর বিন্যস্ত করিয়া অঙ্কিত।

পাঁচিশি ঘর

মেয়েদের "দশ পঁচিশ" খেলার ঘরের ন্যায় ইহারও

চারি দিকে চারিটি শাখা আছে, প্রত্যেক শাখাতে ৬টি করিয়া ২৪টি এবং মধ্যস্থলে একটি, একুনে ২৫টি ঘর আছে। বাদসাহ যখন কোন বেগমের সহিত এই ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেন তখন গজ-দন্ত-বিনির্ম্মিত রঙ্গীন্ গুটিকার পরিবর্ত্তে পৃথক্ বর্ণ বিশিষ্ট অনুরূপবেশধারিণী সুন্দরীগণ চাল অনুসারে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে টুক্ টুক্ করিয়া ঘুড়িয়া বেড়াইতেন। এতদনুকরণেই বোধ হয় সে দিন আমাদের টাউন্ হলে স্যর হেনরি হ্যারিসন্ প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ জীবন্ত গুটিকা লইয়া দাবা খেলিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এসিয়াটিক মিউজিয়ামের প্রাঙ্গণেও একবার ঐরূপ এক অভিনয় হইয়াছিল। এই প্রাঙ্গণের উত্তর পার্শ্ব মর্ম্মর প্রস্তরের জাফরি দ্বারা আবৃত। ইহাদের একটিতে একটি গোল ভগ্নচিহ্ন রহিয়াছে। ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে মাধোজি সিন্ধিয়া প্রভূতপরাক্রমশালী হইয়া রাজ্য-বৃদ্ধি এবং সৈন্যবৃদ্ধি কার্য্যে লিপ্ত হওয়াতে ইংরাজদিগের নিরতিশয় ভয়ের কারণ হন। তৎকালে তিনি আগ্রা নগর হস্তগত করিয়া দুর্গমধ্যে তাঁহার প্রধান কামান ও অস্ত্রশস্ত্রাগার স্থাপন

করেন। ১৮০৩ খ্রীঃ দাক্ষিণাত্যে আসাই যুদ্ধক্ষেত্রে স্যর আর্থার ওয়েলেস্‌লি (পরে জগদ্বিখ্যাত ওয়াটালু বিজেতা ডিউক্‌ অব্‌ ওয়েলিংটন) সিন্ধিয়ার উন্নত মস্তক খর্ব্ব করিয়া দেন। এ দিকে লর্ড লেক্‌ আগ্রা দুর্গ হস্তগত করেন। এই অবরোধ কালে লর্ড লেকের কামানের এক গোলা জাফরির এই স্থান বিদ্ধ করিয়া ইহার বিপরীত দিকের জাফরি ভেদ করত খাস মহলের দিকে চলিয়া যায়। সম্মন বুরুজ গৃহের ছাদের উপরে একটি মনোহর অষ্টভুজ মন্দির; তদুপরিস্থ গিল্টি করা তাম্রপাতমণ্ডিত অষ্টধার গম্বুজ যমুনা-তীর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমরা তাড়াতাড়িতে এখানে উঠিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অন্তঃপুরের এই অংশটি আজ কাল যতটা খোলা বলিয়া মনে হয়, পূর্ব্বে অবশ্যই ততটা ছিল না। পশ্চাদ্দিকের বারান্দার খিলানের ধারে ধারে বৃহৎ কড়া সংলগ্ন রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ সকল হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিক ঝুলাইয়া দিয়া আলোকপ্রাচুর্য্য নিবারণ বা লোক চক্ষুর অন্তরাল করা হইত। তদ্ভিন্ন ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে তখন দিবসের যে ভাগে বেগমগণ এই প্রকোষ্ঠে বিচরণ করিতেন সেই

সময় যমুনার ঐ অংশ দিয়া নৌকা যাতায়াত করিতে পাইত না।

অঙ্গুরী বাগ

এই খণ্ড পার হইলেই অন্তঃপুরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ—দৈর্ঘ্যে ২৩৫ ফুট এবং প্রস্থে ১৭০ ফুট। প্রাঙ্গণ জুড়িয়া একটি অতি অপূর্ব্ব উদ্যান অদ্যাপি বিবিধ বহুমূল্য পুষ্পবৃক্ষ দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এই প্রাঙ্গণ বা উদ্যানের নাম 'অঙ্গুরী বাগ'; উদ্যানের পক্ষে ইহা ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয় এই নাম হইয়াছে। অঙ্গুরী বাগের পূর্ব্ব দিক্ জুড়িয়া বিখ্যাত খাস মহাল বা শয়নাগার; তৎপশ্চাতে ৬০ ফুট নিম্নে যমুনা বহিতেছে। সমগ্র খাস মহাল মর্ম্মর প্রস্তরময় এবং তিন ভাগে বিভক্ত; মধ্যভাগে একটি অতি রমনীয় অট্টালিকা; দুই পার্শ্বের দুই ভাগে দুইটি অনুরূপ অট্টালিকা এবং তাহাদের সম্মুখে চতুর্দ্দিক্ মর্ম্মর পর্দ্দাবৃত মর্ম্মর মণ্ডিত ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। মধ্যস্থিত অট্টালিকাতে একটি বিস্তৃত সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ এবং সম্মুখে একটি বিস্তৃত বারান্দা আছে। এই অট্টালিকার ছাদতলের অপূর্ব্ব সোণালী ও অন্যান্য কারুকার্য্য ম্লান হইয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ইংলণ্ডের যুবরাজকে দেখাইবার জন্য ছাদতলের উত্তরপূর্ব্ব কোণে পূর্ব্ব

খাস মহাল

অনুকরণে কতকটুক স্থান পুনরুদ্ধার করিবার ব্যয় তিন সহস্র মুদ্রা লাগিয়াছিল। পার্শ্বস্থিত অট্টালিকার প্রত্যেকটিতে তিনটি করিয়া গৃহ আছে। ইহাদের ছাদগুলির গঠন অতি অপূর্ব্ব এবং গিল্টি করা তাম্রপাত মণ্ডিত। মধ্যভাগে বাদসাহের শয়ন-গৃহ এবং দুই পার্শ্বের অট্টালিকা দুই প্রিয়তমা বেগমের জন্য নিরূপিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

শয়ন-গৃহের সম্মুখভাগে অনাবৃতস্থানে একটি শ্বেত মর্ম্মরের বিচিত্র বৃহৎ জলাধার—ইহার চতুর্দ্দিকে জলের মধ্যে বসিবার আসন আছে। তদ্ভিন্ন জলাধারের মধ্যভাগে একটি আসন ও তৎচতুর্দ্দিকে কয়েকটি উৎস আছে। প্রত্যেক আসনের উভয় পার্শ্বেও এক একটি করিয়া উৎস নিবিষ্ট আছে। খেয়াল হইলে বাদসাহ এখানে রমণীপরিবৃত হইয়া জল ক্রীড়া করিতেন। তখন উভয় পার্শ্ব হইতে উৎসদ্বয় আসনাধিকারিণীর মস্তকোপরি জলধারা বর্ষণ করিত। জাহাঙ্গীর মহালের কোন অট্টালিকার ছাদোপরি রক্ষিত চৌবাচ্ছা হইতে জল আসিয়া এই সকল উৎস ক্রীড়মান করিত। অঙ্গুরীবাগের অপর তিনদিকের সৌধরাজিতে অন্তঃপুরিকাগণ অবস্থিতি করিতেন।

অঙ্গুরীবাগের উত্তরপূর্ব্ব কোণে বিখ্যাত শিশ মহাল (কাচ গৃহ) বা স্নানাগার। এই অপূর্ব্ব গৃহের প্রাচীর-গাত্র এবং ছাদতলের সমগ্র অংশে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য দর্পণখণ্ড অতি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সহিত বিনিবেশিত হইয়াছে। যে কোন স্থানে দৃষ্টিপাত কর, তোমার মুখের শত শত ছবি ফুটিয়াছে, দেখিতে পাইবে। একটি লতার পেটারণ এই অসংখ্য কাচখণ্ডের অসংখ্য সন্ধিসকল সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। যেমন পর্ব্বতোৎপন্না ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী নিম্ন ভূমিতে প্রপতনানন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমীপবর্ত্তী হ্রদে পতিত হয়, তদ্রূপ এক সময়ে এই প্রাচীর-গাত্রস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম নির্ঝরিণী-সকল প্রবাহিকার ভঙ্গীক্রমে খোদকারিতে পরিব্যাপ্ত মর্ম্মর প্রস্তরের মেজের উপর প্রপতিত হইয়া ঐ সকল কৃত্রিম প্রবাহিকার ভিতর দিয়া গৃহ মধ্যবর্ত্তী গভীর মর্ম্মর জলাধারে যাইয়া পড়িত। জলাধারের তলদেশ আবার এমত বিচিত্ররূপে খোদাই করা যে তথায় জলের সঞ্চালনে মৎস্যাকার উৎপন্ন হইত। প্রবেশ পথ ভিন্ন শিশমহালে বাহির হইতে আলোক প্রবেশের দ্বিতীয় পথ নাই। অভ্যা-

জ্জ্বল দীপালোক জল প্রপতন স্থানের এবং উৎসাদির তলে তলে স্থকৌশলে সংস্থাপিত করিয়া প্রপতিত জলধারাকে গলন্ত রজতধারাবৎ প্রতীয়মান করান হইত। পরিদর্শন করিবার পূর্ব্বে মনে করিতাম এরূপ গৃহ স্বপ্নে বা আরব্যোপন্যাসেই সম্ভবিত হইতে পারে। শিশমহাল হইতে যমুনায় নামিবার জন্য একটি গুপ্ত পথ আছে।

গুপ্ত কূপ

খাসমহালের সম্মুখভাগে উদ্যানে নামিবার জন্য দক্ষিণদিক্ দিয়া যে সোপান আছে তাহার তলে একটি ক্ষুদ্র দ্বারদিয়া অবতরণকরত মৃত্তিকানিম্নস্থিত পথ দিয়া কতকটা চলিয়া গেলে একটি বৃহৎ কূপ পাওয়া যায় তাহাতে জল পর্য্যন্ত পৌছিবার জন্য শিড়িও আছে। রাজপ্রাসাদস্থ স্ত্রীলোকেরা এই কূপের জল নিঃসন্দেহ ব্যবহার করিত। কেহ কেহ বলেন দুশ্চরিত্রা অন্তঃপুরিকাগণ এই কূপে নিক্ষিপ্ত হইত। সম্ভবতঃ এই কূপ আকবর সাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সোমনাথ মন্দিরের দ্বার

খাসমহালের দক্ষিণদিকের এক বারান্দাতে লোহার গরাদে বেষ্টিত স্থানে অতি প্রাচীন সোমনাথ মন্দিরের চন্দন কাষ্ঠের দ্বার রক্ষিত হইয়াছে। এই দ্বার পূর্ব্বে গুর্জ্জরাষ্ট্রের সোমনাথ মন্দিরে অব-

স্থিত ছিল, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দিতে ভারতাক্রমণ কারী সুলতানমামুদ সোমনাথ জয় করিয়া লুণ্ঠন দ্রব্যস্বরূপ এই দ্বার স্বীয় রাজধানী গজনবী নগরে লইয়া যান। জঙ্গিস খাঁর আফগানিস্থান আক্রমণ কালে ইহাকে স্থানচ্যুত করিয়া মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। আক্রমণশেষে আবার যথাস্থানে স্থাপিত করা হয়। আফগান যুদ্ধের সময় লর্ড এলেনবরা সোমনাথ মন্দিরে প্রত্যার্পণ করিবার মানস করিয়া ইহাকে ভারত-বর্ষে লইয়া আইসেন; কিন্তু তাহা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তদবধি ইহা অনেক দিন পর্য্যন্ত দিওয়ানে আমের এক কোণে অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছিল। এখন ইহাকে পরিষ্কৃত করিয়া এই স্থানে রক্ষা করা হইয়াছে। এই দ্বার অনুমানিক ১২ ফুট উচ্চ এবং ৮ ফুট প্রশস্ত; সর্ব্বত্র খোদকারি পরিব্যাপ্ত। একখানি পেনেলে ধাতুমিশ্রিত তিনটি পিণ্ড বদ্ধ আছে; উহারা মামুদের বিজয়ী ঢাল হইতে উত্তোলিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়।

ফ্রেমের উপর কুফি অক্ষরে এইরূপ খোদিত আছে:—প্রভূত দয়াসম্পন্ন ঈশ্বরের নামে, পরা-

ক্রান্ত ভূপতি মহান্ আমিরের জন্য ঈশ্বরের নিকট হইতে ক্ষমা, যিনি রাজ্যের প্রভু এবং ধর্ম্মের প্রভু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সবক্তগিনের পুত্র, আবুল কাসিম মামুদ, ঈশ্বরের দয়া তাহার উপর হউক।" এই লিখা এবং খোদকারির মধ্যে মুসলমানী ধরণদৃষ্টে অনেকে মনে করেন যে মামুদ ইহার প্রাচীন কাজ তুলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার জাতীয় ধরণে খোদাই করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীর মহাল ও যোধ বাই মহাল

খাস মহাল এবং অঙ্গুরীবাগের পর জাহাঙ্গীর মহাল। ইহার অধিকাংশ প্রাসাদই আকবর সাহের নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয়। সোমনাথ দ্বারের পর কুঠরি সকলের মধ্যদিয়া কতক দূর গেলে 'যোধবাই মহালে' উপনীত হওয়া যায়। যোধবাই যোধপুর রাজবংশীয় রায়সিংহের কন্যা এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী ছিলেন।

বাদসাহ দিগের রাজপুত কুমারী পরিণয়

মুসলমান সম্রাট্দিগের হিন্দু রাজকুমারী বিবাহের প্রথা জাহাঙ্গীরের পিতা সম্রাট্ আকবর সাহ প্রবর্ত্তিত করেন। এতদ্বারা বিজিত রাজপুত রাজন্য বর্গকে আত্মীয়তা এবং সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া স্বীয় সাম্রাজ্যের একীকরণ এবং তদুপরি একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভ করিয়া রাজ্যে শান্তিস্থাপনই বিচক্ষণ

সম্রাটের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাসের পাঠক-পাঠিকাগণ জানেন যে তাঁহার এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে জয়পুরাধিপতি মহারাজা পুরণ মল্ল সম্রাট্‌কে আপন কন্যা সম্প্রদান করেন; সম্রাট্‌ পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে এবং তৎপুত্র রাজা ভগবান দাসকে অভিজাতবর্গের সর্ব্বোচ্চ পদবীতে নিয়োগ করেন। এই কার্য্য দ্বারা জয়পুরপতির প্রথম প্রথম বিলক্ষণ সামাজিক নিন্দা হইয়াছিল বটে; কিন্তু অচিরে রাজপুতগণ বাদসাহের হস্তে কন্যা সম্প্রদান শ্লাঘার বিষয় মনে করিতে লাগিলেন। কেবল চিতোরপতি মহারাণা উদয় সিংহ আকবরের সর্ব্ববিধ প্রস্তাবে বধির থাকিয়া স্বীয় সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিলেন। চিতোর আক্রান্ত হইল; আক্রমণের প্রারম্ভেই উদয় সিংহ পলায়ন করিয়া আরাবল্লীর পার্ব্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিলেন। কিন্তু জয়মল্ল ও পত্ত নামা দুই জন যোদ্ধা অদম্য পরাক্রমের সহিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। আকবর ইঁহাদের পরাক্রম দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এক দিন রাত্রিতে জয়মল্ল মশাল সাহায্যে দুর্গাভ্যন্তর্বর্ত্তী কোন ভগ্ন স্থানের পুনঃসংস্কারের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন; আকবরও ঠিক সেই সময়ে

চিতোর বীর জয়মল্ল ও পত্ত

পরিখাদি পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি জয়মল্লকে চিনিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছাড়িলেন, সন্ধান ব্যর্থ হইল না। জয়মল্লের মৃত্যুতে রাজপুতগণ জয়াশা পরিত্যাগ করিলেন। বীর নারীগণ "জহর" করিয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিলেন; বীর পুরুষগণ শোকবেশ ধারণ করত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। আকবর আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চিতোরগৌরব জয়মল্ল ও পত্তের দুই গজারোহী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া দুর্গদ্বারে স্থাপন করিলেন। নির্ব্বাসিত উদয় সিংহ ব্রত গ্রহণ করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত চিতোরের পুনরুদ্ধার সাধন না হইবে সে পর্য্যন্ত তিনি বা তাঁহার বংশধরেরা শ্মশ্রু উন্টাইবেন না, স্বর্ণ বা রৌপ্যময় পাত্রে ভোজন করিবেন না, তৃণশয্যা ভিন্ন অন্যত্র শয়ন করিবেন না। নয় বৎসর পরে তৎপুত্র রাণা প্রতাপ সিংহ বহুবার ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পর স্বীয় রাজ্যের অধিকাংশ পুনরুদ্ধার করিয়া নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠাকরত পিতার নামানুসারে উহার উদয়পুর নাম রাখেন। কিন্তু চিতোর আর হস্তগত হইল না। অদ্যাপি উদয়পুরের রাণা ব্রতপ্রতিপালনার্থ শ্মশ্রু উন্টান

না ও স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে ভোজন করিলেও তাহার তলে পত্র এবং সুখকর শয্যায় শয়ন করিলেও খট্টাতলে তৃণ আস্তৃত থাকে। রাজপুতদিগের মধ্যে উদয়পুরের রাজবংশই মুসলমান বাদসাহদিগের হস্তে কদাচ কন্যা সম্প্রদান করেন নাই। যে সকল রাজকুমারীর সম্রাট্ পরিবারে বিবাহ হইত, তাঁহাদিগকে বিবাহ কালে "আল্লা ভিন্ন দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই, মহম্মদ আল্লার প্রেরিত মহাপুরুষ" এই বচন আওড়াইতে হইলেও অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহারা ইচ্ছামত হিন্দু আচরণ করিতেন; ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকাইয়া পৌত্তলিক অনুষ্ঠান উৎসবাদি নির্ব্বাহ করাইতেন। রূপমুগ্ধ বাদসাহগণ স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ এই সকল কার্য্যে বাধা দিতে সাহস করিতেন না, অথবা আবশ্যক মনে করিতেন না। যোধবাই এই মহালে রাসলীলাদি উৎসব করিতেন; মহালের প্রাচীরে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। যোধবাই মহাল জাহাঙ্গীর মহালেরই অন্তঃবর্ত্তী। জাহাঙ্গীর মহালের প্রাসাদগুলি অতি জীর্ণাবস্থায় আছে; দর্শকগণ এদিকে বড় একটা আসেন না। সাহজিহানের বিচিত্র বিচিত্র মর্ম্মর প্রস্তরের হর্ম্ম্য-

রাজি পরিদর্শনান্তে লোহিত প্রস্তরময় প্রাচীনতর জীর্ণ অট্টালিকা পরিদর্শনের স্পৃহা অল্প লোকেরই থাকিতে পারে; তাহাতে আবার এক ঘণ্টা কালের মধ্যে এই বিস্তৃত রাজভবনের সমগ্র অংশ দেখিয়া লইতে হইবে।

লুকোচুরি খেলার স্থান

ফিরিয়া আসিবার কালে মৃত্তিকানিম্নস্থিত যে স্থানে বাদসাহ এবং দিগ্বসনা বেগমগণ "লুকোচুরি" খেলিতেন, ক্ষণে ক্ষণে ঝাঁপাইয়া সমীপবর্ত্তী জলাধারে পড়িতেন, এবং উল্লাসধ্বনিদ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী যমুনাবাহী নাবিককে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেন, সেই স্থান অবলোকন করিলাম; কিন্তু বেলাবসান নিবন্ধন ঐ সকল স্থান তত স্পষ্ট নেত্রগোচর হইল না। ত্রস্ততা নিবন্ধন স্থানটি নির্দ্দেশ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্গস্থিত প্রহরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহারা দেখাইয়া দিয়া থাকে।

মতি মসজিদ

সেখান হইতে আমরা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথে প্রত্যাবর্ত্তন করত বহিঃপ্রাঙ্গণ ছাড়াইয়া উত্তর দিকে একটু অগ্রসর হইয়া পথের বামপার্শ্বে অবস্থিত ভুবনবিদিত "মতি মসজিদের" সম্মুখ ভাগে উপনীত হইলাম। রত্নবৃন্দের মধ্যে যেমন মতি, ভজনালয় সমূহের মধ্যে তেমন মতি মসজিদ। মতি

মস্‌জিদ্ জগতে অতুলনীয় ভজনালয়। ইহা একটি উচ্চ লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাঙ্গণের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। পূর্ব্বদিকের কতকগুলি শিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আমরা এই প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত রত্নাদিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনলঙ্কৃত, নির্দ্দোষগঠন মতি মস্‌জিদ্ দণ্ডায়মান। দৈর্ঘ্যে ১৪২ ফুট এবং প্রস্থে ৫৬ ফুট। মুসলমানী ধরণের খিলান দ্বারা পরস্পর সংযোজিত তিন শ্রেণী সমচতুষ্কোণ স্তম্ভ এবং পশ্চাদ্দিকস্থ প্রাচীর দ্বারা সমগ্র গৃহটি দৈর্ঘ্যের দিকে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ছাদের উপর গিল্টি করা চূড়া শোভিত তিনটি অনতিবৃহৎ গম্বুজ। কোন আমেরিকান্ খ্রীষ্টীয়ান্ পরিব্রাজক বলেন "মতি মস্‌জিদের সহিত মদ্দৃষ্ট কোন হর্ম্ম্যের তুলনা হইতে পারে না। আমার চক্ষে ইহার গঠন সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতীত হয়। এই মন্দিরটি এমন পবিত্র এবং নিষ্কলঙ্ক এবং প্রাণে আরাধ্য দেবতার অর্চ্চনার এমন গম্ভীরভাব উদ্দীপ্ত করে যে যখন আমি মনে করি ইহারা ঈশ্বর এবং মহম্মদের উদ্দেশে যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে আমাদের সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বী

শিল্পীদিগকে উদ্দীপ্ত করিতে পারিল না তখন যেন মরমে মরিয়া যাই।” মস্‌জিদের শিরোদেশের এক স্থানে ১৬৫৬ খ্রীঃ সাহজিহান কর্ত্তৃক রচিত হইল বলিয়া লিখা আছে। ইহাতে ৬০০ পূজকের আসন আছে। স্বয়ং সম্রাট্, তৎপরিবারস্থ পুরুষ রমণীগণ, এবং রাজ্যের অভিজাত বর্গের ব্যবহারের জন্য এই রাজকীয় ভজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। সাধারণ প্রজাপুঞ্জের জন্য দুর্গের বাহিরে দিল্লী দরওয়াজার সন্নিকটে বৃহৎ জামে মস্‌জিদ্ প্রস্তুত হয়। প্রাঙ্গণের অপর তিন দিক্ ঘেরিয়া স্তম্ভ-শ্রেণী শোভিত বারান্দা রহিয়াছে।

দিল্লীর দরওয়াজা

অতঃপর আমরা দিল্লী-দরওয়াজা দিয়া দুর্গের বাহিরে আসিলাম। এই দরওয়াজার এক খানি প্রস্তরের উপর এইরূপ লিপি খোদিত আছে :—“আমাদের সম্রাট্ জাহাঙ্গীর পৃথিবীর সম্রাট্ হউন।—হিঃ ১০১৪ (খ্রীঃ অব্দ ১৬০৫)”। উক্ত সম্রাটের রাজ্যাভিষেক কালে এই লিপি খোদিত হইয়াছিল।

এতক্ষণ সোৎসুক ভাবে অভিনব বিচিত্র বস্তু সকল স্বপ্নবৎ দেখিয়া কোন প্রকার চিন্তারই অবসর হয় নাই। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দুই

বস্তু সকল যতই স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল দেহমন যেন ততই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; তদুপরি মৃত্যুর ছায়া পড়িয়া আরও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। ছেলেবেলা বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মুখে রাক্ষসনিপীড়িত শূন্য সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ, তন্মধ্যে মন্ত্রসুপ্ত রূপসী বালা, ইত্যাদির গল্প শুনিয়া বাল-স্বভাবসুলভ কত না অশ্রুজল ফেলিয়াছি। আর আজ স্বচক্ষে যমনিগৃহীত সুসজ্জিত শূন্য রাজ-প্রাসাদ এবং তন্মধ্যে এক স্থলে রূপসী মম-তাজ চিরসুপ্ত ইত্যাদি সত্য ঘটনা দর্শন করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক সুতরাং কিয়ৎপরিমাণে সংসারাভিজ্ঞ হইয়াও চক্ষের জল নিরোধ করিতে পারিলাম না। আমরা যখন ভগ্নপ্রাচীর কুটীর খানির, তন্মধ্যস্থ জীর্ণ মৃদ্‌ভাণ্ডের, এবং যৎ-সামান্য আহার্য্য ও পরিধানের মমতা ত্যাগ করিতে এত কষ্ট অনুভব করি, তখন এই সকল বিলাসোপকরণের মমতা ত্যাগ করিয়া যাইতে ইহা-দের কত না যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল?

বাদসাহের দৈনিক জীবন

যাহা হউক, দুর্গপ্রাসাদস্থ সৌধরাজির শৃঙ্খলা নিবিষ্ট চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিলে মোগল বাদসাহ্‌-দিগের দৈনিক জীবন যাপনের প্রণালী বেশ হৃদয়-

গম হয়। নৈশ আমোদ প্রমোদ অন্তে প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইতে কিছু বেলা হইত। তখন শয়ন-গৃহের পশ্চাদ্দিকস্থ "ঝরকা"র (জানালার) নীচে রাজ সন্দর্শনার্থ সমবেত প্রজামণ্ডলীকে ঝরকার মধ্যদিয়া দর্শন দিতেন। অপরাহ্নে দেওয়ানে আমের দরবারে উপবিষ্ট হইয়া আবেদন পত্রাদি গ্রহণ ও বিচার করিতেন এবং রাজা, আমীর ও বিদেশীয় রাজদূতদিগকে অভ্যর্থনা করিতেন। এই দরবার এবং ঝরকাতে রাজসভার সমস্ত অভিজাতবর্গকে উপস্থিত থাকিতে হইত। সায়ংকালে দেওয়ানে খাসে দরবার বসিত। রাজমন্ত্রী এবং বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত অভিজাতবর্গ ভিন্ন এখানে অপরের প্রবেশাধিকার ছিল না। তখন কোন সময় গুপ্ত মন্ত্রণাদি, কোন সময় সকলে মিলিয়া হাস্য পরিহাসাদি চলিত। রাজবিদূষকের অভিনয়ই এ দরবারের প্রধান অঙ্গ ছিল।

জামে মস্‌জিদ্

নানা কারণে জামে মস্‌জিদের অভ্যন্তর পরিদর্শনের সুবিধা ঘটিল না। ইহা লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত; দৈর্ঘ্য ১২০ ফুট; উপরে শ্বেত কৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা রেখা টানা তিনটি বৃহৎ গম্বুজ;

ছাদের ধারে ধারে ছোট ছোট অনেক গুলি মন্দির। মস্‌জিদের সম্মুখ ভাগের মধ্যবর্ত্তী খিলান প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ। গৃহের মেজে শ্বেত মর্ম্মর মণ্ডিত।

শুক্রবার (৯ই অক্টোবর ১৮৯১)— অদ্য প্রাতে আমরা আকবর সাহের সমাধি-মন্দির দর্শনার্থ সেকেন্দরা যাত্রা করিলাম। সেকেন্দরা পল্লী সহর হইতে ৬ মাইল দূরে। পথে আকবরাবাদের দিল্লী দরওয়াজার ভগ্নাবশেষ এবং তৎসংলগ্ন প্রাচীরের কিয়দংশ রহিয়াছে।

সেকেন্দরা বা আকবরের সমাধি

আকবরের সমাধি বাটিকার চারিদিকে চারিটি লোহিত প্রস্তরের বিশালায়তন বহির্দ্বার। প্রধান বহির্দ্বার ৭০ ফুট উচ্চ; ছাদের চারি কোণে চারিটি অনত্যুচ্চ মর্ম্মরের মিনার—ইহাদের ঊর্দ্ধভাগ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। এই বহির্দ্বারের সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ রঙ্গের প্রস্তর খচিত বিচিত্র কাজ। সমাধি-বাটিকার উদ্যান ২৪৫ বিঘা স্থান ব্যাপিয়া বিবিধ ফলপুষ্প বৃক্ষদ্বারা সমাচ্ছন্ন। প্রত্যেক বহির্দ্বার হইতে এক একটি অতি সুপ্রশস্ত লোহিত প্রস্তর ফলকমণ্ডিত পথ উদ্যানের মধ্যভাগস্থিত সমাধি-মন্দির পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ৪০০ ফুট সমচতুষ্কোণ

লোহিত প্রস্তরময় অনুচ্চ বেদির উপরে বিশাল সমাধি-হর্ম্ম্য দণ্ডায়মান। ইহা ৩০০ ফুট সমচতুষ্কোণ, পঞ্চতল এবং আনুমানিক ১০০ ফুট উচ্চ। উর্দ্ধতন তল তদধস্তন তল অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন। সর্ব্বোপরিস্থ তল ভিন্ন অন্যান্য তল লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত এবং ধারে ধারে স্তম্ভাশ্রিত মর্ম্মর গম্বুজ-বিশিষ্ট ছোট ছোট মন্দির দ্বারা সুশোভিত। সর্ব্বোপরিস্থ তল শ্বেত মর্ম্মর রচিত ছাদহীন জাফরিকাটা প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণ মাত্র। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সম্রাটের প্রকাশ্য কবর। ইহা একখণ্ড আদৎ মর্ম্মর ফলক; ইহার গাত্রের সর্ব্বত্র খোদাই করিয়া আল্লার (ঈশ্বরের) একোনশত নামাবলী লিখিত হইয়াছে।

প্রথমতলের প্রধান প্রবেশ দ্বার পার হইলেই একটি বিচিত্র কক্ষ। ইহার ছাদতল এবং প্রাচীর গাত্রের সর্ব্বত্র অতি বিচিত্র রূপে সোণালী করা। ইহা কালবশে অনেক ম্লান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহার কতক কতক পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। এই কক্ষ হইতে একটি দীর্ঘ নিম্নগামী পথ ধরিয়া গেলে মৃত্তিকা নিম্নের একটি কক্ষে উপনীত হওয়া যায়। এই কক্ষের ঠিক্ মধ্যস্থলে আড়ম্বর

হীন অনলঙ্কৃত একটি কবর। কবরের নিম্নে সম্রাট্‌-কুলরত্ন আকবর সমাহিত হইয়াছেন। সেকেন্দরা নির্ম্মাণ সম্রাট্‌ আকবর সাহ আরম্ভ করেন; পরি-শেষে তৎপুত্র জাহাঙ্গীর তাহার পরিসমাপ্তি করেন।

সেকেন্দরা অর্ফেনেজ

এই সমাধি বাটিকার দক্ষিণ দিকে যোধ বাইএর কাচ মহাল। এখান হইতে আমরা সমীপবর্ত্তী সেকেন্দরা অর্ফেনেজে গেলাম। নিত্যপরহিত-ব্রতধারিণী কয়েক-জন খ্রীষ্টীয় রমণী নিঃসহায়, পিতৃমাতৃহীন, অনাথ প্রভৃতিকে আশ্রয় প্রদা-নার্থ এই পবিত্র নিভৃত আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই আশ্রমবাটিকার মধ্যে সেকেন্দর সাহ (১৪৯৫ খ্রীঃ অব্দে) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি বারদ্বারি অট্টালিকা আছে। তন্মধ্যে আকবরের খ্রীষ্টীয় বেগম মিরিয়াম সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। এই আশ্রমে আর একটি দর্শনীয় বিচিত্র পদার্থ আছে। আমাদের গাড়ী থামিবামাত্র আনুমানিক ২৫।৩০ বর্ষ বয়স্ক একটি লোক আসিয়া বিবিধ ভঙ্গীক্রমে আমাদের নিকট চুরট বা চুরট ক্রয়ের পয়সা প্রাপ্তির অভিলাষ ইঙ্গিতে জানাইল। ঐ ব্যক্তি নিরেট কালা এবং বোবা। প্রবাদ এই যে, অনেক দিন হইল শৈশবা-বস্থায় ইহাকে ব্যাঘ্রের গুহাতে পাওয়া যায়। উদ্ধা-

ব্যাঘ্র গুহায় প্রাপ্ত মানুষ

রের পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত কাঁচা মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিত; সূর্য্যের আলোক একেবারেই সহ্য করিতে পারিত না। এখন সেরূপ আহার্য্য ত্যাগ করিয়াছে; মিটি মিটি চাহিতেও পারে, এবং এক জন বদ্ধ গুড়ুকখোর হইয়াছে। তাৎকালিক সংবাদ পত্রে ইহার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল।

সেকেন্দর লোদির সমাধি হর্ম্ম্য

সেকেন্দরার সন্নিকটে পঞ্চ গুম্বুজবিশিষ্ট লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত আর একটি বৃহৎ হর্ম্ম্য আছে। ১৫১৭ খ্রীঃ অব্দে পাঠান বাদসাহ সেকেন্দর লোদির আগ্রা নগরে মৃত্যু হইলে তিনি প্রথমতঃ এই স্থানে সমাহিত হন। তাঁহার দেহাবশেষ পরে দিল্লী নগরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তাঁহার নামানুসারেই এই পল্লীর নাম সেকেন্দরা হইয়াছে। মুসলমান বাদসাহগণ সময়ে সময়ে বাস করিবার জন্য আগ্রার মধ্যে এই স্থানটিকেই সর্ব্ব প্রথম মনোনীত করেন। পরে আকবর সাহ আগ্রাতে রাজধানী স্থাপন করিয়া "আকবরাবাদ" নাম রাখেন। আমরা এখান হইতে অন্য পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোম্পানী বাগান ও তাজগঞ্জ হইয়া বাসায় ফিরিলাম।

পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকা সকল পরিদর্শন করিয়া আগ্রার পরিদর্শক সাধারণতঃ এত ক্লান্ত হইয়া পড়েন যে, যাহা অন্যত্র হইলে মহাসমাদৃত হয় এমন অনেক অট্টালিকা দর্শনেরও আর স্পৃহা থাকে না। ইহাদের মধ্যে আগ্রা হইতে গোয়ালিয়রের পথে তৃতীয় মাইল-প্রস্তরের অপর পার্শ্বে আকবরের সভাসদ্ ফিরোজ খাঁর সমাধি-হর্ম্ম্য প্রধান। ইহা অতি উচ্চ চৌবুতরা অর্থাৎ বেদির উপর নির্ম্মিত; আকৃতিতে অষ্টভুজ ক্ষেত্রের ন্যায়; পূর্ব্বদিকের সুদৃঢ় প্রবেশ দ্বার সুন্দর খোদকারী পরিব্যাপ্ত। গম্বুজ এবং হর্ম্ম্যের অনেক স্থানে রঞ্জিত টালি বসান; প্রাচীর গাত্রের সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট খোদকারী বিরাজমান।

৪

ফতেপুর শিকরি।

নগরের ইতিহাস আগ্রা হইতে অনেকেই ফতেপুর শিকরি পরিদর্শন করিতে গিয়া থাকেন। ফতেপুর শিকরি নগর আগ্রা হইতে ২৩ মাইল দূরে একটি লোহিত প্রস্তরের পাহাড় শ্রেণীর উপরে স্থিত। আকবর সাহ এই নগর নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু অচিরেই উহা পরিত্যক্ত হয়। এই নগরের নির্ম্মাণ ও পরিত্যাগ সম্বন্ধে দুইটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রথমটি এইরূপঃ—আকবর সাহ বহু দিন পর্য্যন্ত অপুত্রক থাকেন। সেখ সলিম চিস্তি (জন্ম ১৪৭৮, মৃত্যু ১৫৭১ খ্রীঃ অব্দ) নামে এক জন ফকির তৎকালে ফতেপুর শিকরির নিভৃত পর্ব্বতগহ্বরে কালাতিপাত করিতেন। এই ফকিরের বরে

আকবর এক পুত্র-রত্ন লাভ করেন। কৃতার্থ সম্রাট্ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই ফকিরের নামানুসারে স্বীয় পুত্রের নাম 'সলিম' রাখিয়াছিলেন। এই যুবরাজ সলিমই পরে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর নামে খ্যাত হন। আকবর ক্রমে ক্রমে এই ফকিরের প্রতি এত অনুরক্ত ও ভক্তিমান্ হইয়া পড়েন যে তিনি সাধু ফকিরকে তাঁহার তদানীন্তন রাজধানী দিল্লীতে আসিয়া বাস করিতে নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করেন। কিন্তু ফকির কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। এ দিকে ফতেপুরের অবস্থান-সৌন্দর্য্য আকবরের মনঃপুত হইল। তিনি উক্ত স্থানে রাজধানী স্থাপনের অভিলাষ করিয়া অচিরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। ইচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রাজপ্রাসাদ দ্বারা নগরীকে রমণীয় করিয়া সাজাইলেন। জলহীন পর্ব্বতশীর্ষকে নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া সজল করিলেন। ফকিরের ক্ষুদ্র নির্জ্জন মস্‌জিদের সন্নিকটে তৎপরিবর্ত্তে বিশালায়তন সৌষ্ঠবসম্পন্ন দরগা এবং মস্‌জিদ্ রচনা করাইলেন। বাদসাহের সঙ্গে সঙ্গে আমির, ওমরাহ, বণিক্, সৈন্য সামন্ত, অনুচর প্রভৃতির সমাগমে নগরী জনাকীর্ণ ও

কোলাহলময় হইয়া উঠিল। কিন্তু অধিক দিন গত হইতে না হইতেই সদানিভৃতসেবী তপোরত ফকিরের সে কোলাহল দারুণ অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি সম্রাট্‌কে বলিলেন, "আমি বিশ বার পদব্রজে মক্কা যাত্রা করিয়াছি; কিন্তু আমার চিত্তে শান্তির এমন ব্যাঘাত কদাচ হয় নাই। আমাদের দু'জনের এক স্থানে বাস সম্ভবপর হইতে পারে না। হয় আমাকে, না হয় তোমাকে এ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।" নিষ্ঠাবান্ উদারপ্রকৃতি সম্রাট্ উত্তর করিলেন, "যদি ভবদীয় অভিপ্রায় এইরূপ হয় যে একজনকে এস্থান পরিত্যাগ করিতেই হইবে, তবে গোলামই তাহা করুক।" তৎপরে তিনি সাধের রাজভবন সুরম্য স্থান সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আগ্রাতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। কেহ কেহ আবার বলেন যে এত কৌশলেও প্রচুর পরিমাণে জল আহরণ করা গেল না; এই জল কষ্টই নগর পরিত্যক্ত হওয়ার প্রধান কারণ। দ্বিতীয় প্রবাদ এইরূপঃ—দিল্লী নগর আকবর বড় একটা পছন্দ করিতেন না। আগ্রাতেও সন্তানাদির মৃত্যু হইতে লাগিল; এই জন্য তিনি ফতেপুর শিকরির পাহাড় শ্রেণীর সুখসেব্য-মারুত-হিল্লোলিত শীর্ষ-

দেশে লোহিত প্রস্তরের সুদৃশ্য প্রাসাদ শ্রেণী নির্ম্মাণ করত নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ফতেপুর শিকরি যে আকবরের চিরপ্রিয় নিকেতন ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরিদর্শনের উপায়

ফতেপুর যাইতে হইলে মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নের আহারীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া অতি প্রত্যুষে ঘোড়ার গাড়ীতে যাত্রা করিতে হয়। পূর্ব্ব দিন বন্দোবস্ত করিলে গাড়োয়ানেরা ঘোড়ার ডাক বসাইবার সুযোগ পায়। ১০।১১ টার সময় সেখানে পৌছিয়া আহারাদি করত ৩।৪ ঘণ্টা পরিদর্শন করিয়া ৪ টার সময় কিছু জলযোগ করিয়া বাহির হইলেই ৮।৯ টার সময় আগ্রা পৌছান যায়। তথায় যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াও ঘটনা-বশতঃ আর যাওয়া হইল না।

দ্রষ্টব্য বস্তু

ফতেপুর শিকরির প্রধান দ্রষ্টব্য এই :—(১) নগর বেষ্টন করিয়া সাত মাইল দীর্ঘ উচ্চলোহিত প্রস্তরের প্রাচীর। (২) সুবিখ্যাত দরগার বিশাল বিচিত্র বহির্দ্বার—নাম বুলন্দ দরওয়াজা, ঊর্দ্ধে ১২০ ফুট। (৩) বুলন্দ দরওয়াজা পার হইলে এক প্রকাণ্ড মর্ম্মর প্রস্তর মণ্ডিত প্রাঙ্গণ—দৈর্ঘ্যে ৪৩৩ ফুট এবং প্রস্থে ৩৬৬ ফুট, এবং তিনদিকে ৫০

ফুট উচ্চ সুশোভন স্তম্ভশ্রেণীযুক্ত বারান্দা। (৪) প্রাঙ্গণের চতুর্থ দিকে বিচিত্র প্রবেশদ্বার সমন্বিত লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড মস্‌জিদ্‌, তদুপরি মর্ম্মর প্রস্তরের তিনটি অপূর্ব্বদর্শন গম্বুজ। (৫) বুলন্দ দরওয়াজার বিপরীত দিকে মর্ম্মরনির্ম্মিত চমৎকার কারুকার্য্য সম্পন্ন ফকির সলিম চিস্তির সমাধি-হর্ম্ম্য। সম্রাট্ আকবর সাহের ব্যয়ে ১৫৭১খ্রীঃ অব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৫৮১ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। ঐতিহাসিক আবুল ফাজল বলেন, "এই কার্য্যের জন্য সম্রাট্ পারস্যের অন্তর্গত তাব্রিজ ও সিরাজ হইতে কারুকর আনাইয়াছিলেন।" (৬) প্রস্তর নির্ম্মিত অতি গভীর চতুষ্কোণ কূপ। এই কূপ হইতে জল উত্তোলন করত পয়ঃ-প্রণালীযোগে সমস্ত নগরে প্রেরিত হইত। (৭) রাজভবনের প্রাসাদ সমূহ—নহবৎ খানা, টাকশাল, দিওয়ানে আম, দিওয়ানে খাস, দপ্তরখানা, খোয়াব ঘর (বা শয়ন কক্ষ), কনষ্টাণ্টিনোপলের সুলতানার মহাল, পর্ত্তুগীজ বেগম মিরিয়ামের মহাল, যোধ-বাই মহাল, পাঁচ মহাল, (বা প্রমোদ গৃহ, ইহা পঞ্চতল), আঁখমিচোমি (বা লুকোচুরি খেলার দালান), পাঁচিশি খেলার প্রাঙ্গণ (যেমন আগ্রা

প্রাসাদে আছে)। (৮) মন্ত্রী বীরব'লের কন্যার প্রাসাদ, (৯) হিরণ মিনার ;—বাদসাহের এক প্রিয় হস্তীর কবরের উপর এই স্তম্ভ উত্থাপিত হইয়াছে। গাত্রে হস্তী শুণ্ডের অনুকরণ করিয়া প্রস্তর ফলক প্রোথিত আছে।

শনিবার (১০ই অক্টোবর, ১৮৯১)—

আমরা অদ্য বৃন্দাবন যাত্রা করিবার জন্য প্রত্যুষে কাণপুর-আচিনারা রেলওয়ের আগ্রাফোর্ট ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। এই ষ্টেসন ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের আগ্রাফোর্ট ষ্টেসনের বিপরীত দিকে অবস্থিত। গাড়োয়ান মুটেরা পূর্ব্বোক্ত ষ্টেসনকে সাধারণতঃ 'মথুরা ষ্টেসন' (অর্থাৎ মথুরা যাওয়ার ষ্টেসন) বলে। মথুরাই যাও আর বৃন্দাবনই যাও, তোমাকে মথুরা কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেসন পর্য্যন্ত টিকেট লইতে হইবে, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। ঐ ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া বৃন্দাবন যাইতে হইলে স্বতন্ত্র টিকিট লইয়া স্বতন্ত্র গাড়ীতে উঠিতে হয়। মথুরা ষ্টেসন বৃন্দাবনের রেলপথের মধ্যে অবস্থিত, মথুরাবাসী ভিন্ন অপর লোক এখানে অতি অল্পই অবতরণ করিয়া থাকে। আগ্রা হইতে দুই ষ্টেসনের পর আচিনারা ষ্টেসন ; এখান হইতে রেলপথ

বিভক্ত হইয়া এক শাখা ভরতপুর, জয়পুর প্রভৃতির দিকে, দ্বিতীয় শাখা মথুরা কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেসন ও হাট্রাস রোড জংসন হইয়া কাণপুরের দিকে গিয়াছে। প্রত্যুষে ৭টার সময় আগ্রা হইতে যে গাড়ী ছাড়ে তাহা একেবারে মথুরা হইয়া কাণপুরের দিকে চলিয়া যায়; অন্য সময়ের গাড়ীতে চড়িলে এ পথের যাত্রিগণকে আচিনারা ষ্টেসনে নামিয়া অন্য গাড়ীতে উঠিতে হয়। মথুরা কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেসন আচিনারা হইতে দুই ষ্টেসন পরে। আমরা বেলা ১০টার সময় মথুরা কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনে নামিয়া ১০ টা ১৫ মিনিটের ট্রেণে বেলা ১২টার সময় বৃন্দাবনে পৌছিলাম। এক জন 'ব্রজবাসীর' (এখানকার পাণ্ডাদিগকে ব্রজবাসী বলে) সাহায্যে এক পরিচ্ছন্ন 'কুঞ্জে' (বৈষ্ণবভাষায় বাড়ীকে কুঞ্জ বলে) বাসা লইলাম।

৫

বৃন্দাবন।

কলিকাতা হইতে ৮৭৭ মাইল।

পূর্ব্বে ইহা শষ্পবহুল বৃক্ষগুল্মাদিশোভিত কোকিলকুজিত, ময়ূরনর্ত্তিত, ভ্রমরগুঞ্জিত পরমরমণীয় বন ছিল। যখন শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে নন্দ গ্রামস্থ নন্দঘোষ ও তদীয় পত্নী যশোদার গৃহে পুত্র গোপাল রূপে প্রতিপালিত হইতেছিলেন, তখন তিনি দাদা বলরাম, এবং শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতি প্রিয় রাখালগণসহ এই বৃন্দাবনের বনে বনে গোচারণ এবং বংশীবাদন করিতেন। দাদা বলরাম গোচারণ করিতে করিতে বনান্তরে চলিয়া গেলেই গোপাল নিকটে শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতি যাহাকে পাইতেন তাহারই উপর স্বীয় গোরুগুলির ভার দিয়া বনফল খাইতে যাওয়ার ছলে পথচারিণী গোপিনীগণের প্রথম প্রথম মাখন চুরি পরে মন

ইতিহাস

ও মান চুরি করিয়া বেড়াইতেন। শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের পর এই বৃন্দাবনে মদনমোহন, গোপীনাথ ও রাধাগোবিন্দজির আদি মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপিত হয়। ১০১৭ খ্রীঃ অব্দে গজনীর সুলতান মামুদ মথুরা নগরী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে মণি মাণিক্য যুক্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত আদি বিগ্রহাদি লুণ্ঠিত এবং মন্দিরগুলি অপবিত্র করা হয়। এই দুরবস্থার পরেও ঘোরীবংশীয় মুসমান নরপতিগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত হিন্দুগণ বৃন্দাবনে পূর্ব্ববৎ তীর্থ যাত্রা করিয়া আসিতেছিলেন। চৈতন্যের অভ্যুদয়ের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মুসলমানগণ মন্দিরগুলিও ভূমিসাৎ করিয়া দেয়। যখন চৈতন্য এবং তদীয় শিষ্য পরম বৈষ্ণব গোস্বামীশিরোমণি রূপ ও সনাতন এই সকল মন্দিরের কতক কতক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন, তখন পর্য্যন্ত লোকেরা পূর্ব্ব মন্দিরের অবস্থান একেবারে ভুলিয়া যায় নাই; সুতরাং সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মদনমোহন ও গোপীনাথের মন্দির পূর্ব্ব স্থানেই নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গোবিন্দজির মন্দির ইঁহাদের রচিত নহে এবং পূর্ব্ব স্থানেও অবস্থিত নহে। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের

রাজত্ব কালে বৃন্দাবনে আবার দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়। কাফেরদিগের পৌত্তলিক মূর্ত্তির মন্দির সনাতন মুসলমান ধর্ম্মের মস্‌জিদ অপেক্ষা কখনই উচ্চতর হইতে দেওয়া হইবে না, এইজন্য মানসিংহরচিত রাধাগোবিন্দজির সপ্ততল মন্দিরের উর্দ্ধতন চারিতল বাদসাহের আদেশে ভগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। জয়পুরপতি মহারাজা জয়সিংহ বিগ্রহের অবমাননা আশঙ্কা করিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনের প্রধান প্রধান বিগ্রহ সকল স্বরাজধনীতে লইয়া যান। বৃন্দাবনে এখন মদনমোহন, গোপীনাথ এবং রাধাগোবিন্দজির যে মূর্ত্তি আছে তাহা গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়-স্থাপিত আদি মূর্ত্তি নহে। যাহা হউক, তদবধি শত শত দেব-মন্দির ও ঘাট দ্বারা বৃন্দাবন এবং যমুনা-তীর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বৃন্দাবনের অধিবাসীদিগকে প্রধানতঃ পঞ্চ সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—ব্রজবাসী, বানর, বৈরাগী, কুঞ্জবাসী, এবং কচ্ছপ। সকল সম্প্রদায়েই প্রাণীসংখ্যা অসংখ্য। ইহারা সকলেই ভরণ-পোষণের জন্য তীর্থযাত্রীদিগের উপর নির্ভর করে—এজন্য ইহাদের উপর সকল সম্প্রদায়েরই তীব্র দৃষ্টি রহিয়াছে, তবে প্রথমোক্ত তিন সম্প্রদায়ের

অধিবাসী

জুলুমের মাত্রাটা বিরক্তিকররূপে অতিরিক্ত, শেষোক্ত দুই সম্প্রদায় যে কারণেই হউক তত বিরক্ত করে না। ব্রজবাসিগণ যাত্রী ধরিবার আশায় প্রত্যহ মথুরা কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনে আসিয়া প্রতীক্ষা করে এবং গাড়ী থামিলেই "তোমারা ব্রজবাসী কোন্ হ্যায়" অথবা "তোমার ব্রজবাসী কে ?" প্রশ্ন হিন্দিবঙ্গ ভাষায় জিজ্ঞাসা করে। যদি তোমার বংশের কোন বাঁধা ব্রজবাসী থাকে তবেই মঙ্গল, নচেৎ কিছু লাঞ্ছনাভোগ আশা করিও। যাহা হউক, এক পরিবারকে ব্রজবাসী স্বীকার করিলে তাহারা তোমাকে কুঞ্জ ঠিক্ করিয়া দিবে, যাহা যাহা দেখিতে চাও, করিতে চাও, দেখাইবে করাইবে। তারপর বিদায়কালে!—তোমার সর্ব্বস্ব দাও, তবুও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। তখন হয় হাতে পায়ে ধরিয়া নিজের অসামর্থ্য প্রমাণ করিয়া নিষ্কৃতি পাও, নচেৎ একখানি টাকার খত লিখিয়া দাও, নচেৎ পুলিষের সাহায্য লও। বলা বাহুল্য যে, ইহারা পুলিষকে বড়ই ভয় করে; কিন্তু যাত্রীরা কেহই অতদূর যায় না।

(১) ব্রজবাসী

ব্রজবাসীদের মুখে "আমরা সাড়ে তিন ভাই" "আমরা সাড়ে চারি ভাই" ইত্যাদি নূতন ধর-

"অৰ্দ্ধ ভাই"

ণের অবোধ্য কথা সচরাচরই শুনিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীযাত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কেহ বলে "ভুলিও না মায়ী, শ্যামসুন্দর সাড়ে তিন ভাই।" শুনিয়াছিলাম কোন পাণ্ডার কাণের উপর লাড়ুর আকৃতিবিশিষ্ট একটি কর্ণমূল ছিল, তাঁহার লোকেরা বলিত "ভুলিও না মায়ী, কাণমে লাড়ু সাড়ে সাত ভাই।" অংশ ভাগ করিবার সময় অবিবাহিত ভ্রাতারা অর্দ্ধ ভাগ করিয়া পাইয়া থাকে বলিয়া তাহাদিগকে সাধারণ কথায় 'অর্দ্ধ ভাই' বলা হয়।

(২) বানর

বানর সম্প্রদায়ের অত্যাচার ব্রজবাসীদের পরেই। ইহাদের দৌরাত্ম্যে গৃহের দ্বার খুলিয়া রাখিবার যো নাই, রিক্ত হস্তে পথে বাহির হইবার যো নাই। দ্বার খুলিয়া রাখ ঘটি, বাটি, জুতা বুচ্‌কি যাহা পাইবে লইয়া পলাইয়া যাইবে এবং খাবার জিনিষ দিয়া পরিতুষ্ট না করিলে জিনিষ প্রত্যর্পণ করিবে না। পথে বাহির হও, খাবার না দিলে তোমার গায়ের কাপড় টানিয়া লইয়া যাইবে, অথবা তাহা না পারিলে তোমাকে অনাবৃত করিয়া লণ্ডভণ্ড করিবে। এইজন্য বৃন্দাবনের যাবতীয় কুঞ্জের উঠানের ঊর্দ্ধদেশে এবং জানালাতে লোহার জাল থাকে, বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিবার

উপায় থাকে। ইহাদের অনেক দল আছে, এক এক দলে প্রাণী সংখ্যা ২০০ হইতে ৫০০।

(৩) বৈরাগী

বৈরাগী ও ব্রজমায়ী অর্থাৎ বৈরাগী ও ব্রজমায়ী।—ইহারা বৃন্দাবনের পথে ঘাটে দেবালয়ে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যাত্রিগণের নিকট পয়সা চাহিয়া না পাইলে বিলক্ষণরূপে গালাগালি দিয়া আপনাদের নৈরাশ্যবেদনার কথঞ্চিৎ প্রশমন করে, কিন্তু অপর দিকে একটী পাই পয়সা বা দুই চারিটি কড়ি দিলেও সন্তুষ্ট হয়। প্রকৃত প্রেমিক বৈষ্ণব যাঁহারা তাঁহাদের সহিত সাধারণের বড় সংস্রব নাই। তাঁহারা প্রতিনিয়ত নিভৃতে ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত আছেন।

আহারীয় দ্রব্য এবং থাকিবার স্থান।

এখানে অতি উত্তম অকৃত্রিম আহারীয় দ্রব্য—উত্তম আতপ চাউল, খাটি ঘৃত, খাটি সরিষার তৈল, প্রভৃতি—সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। জলখাবার জিনিষের মধ্যে রাবড়ী, পেরা, খুরচুণ প্রভৃতি দুগ্ধজাত বস্তু এবং ছোলাভাজা বিখ্যাত। কূপোদক বেশ স্বাস্থ্যকর। এখানকার পিত্তলের লোটা, নামছাপ, ছাপা কাপড়, চুনড়ি প্রসিদ্ধ। থাকিবার জন্য পরিষ্কার স্বাস্থ্যকর কুঞ্জও পাওয়া যায়। আমরা যে কুঞ্জে ছিলাম তাহার নাম তীর্থ মুনির কুঞ্জ; উহা লোই বাজারের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দ বাগে অব-

স্থিত। বৃন্দাবনে গাড়ীর চলাচল নাই। দুই এক খানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আছে। বৃন্দাবন হইতে মথুরা পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ীতে যাইবার ভাড়া ১৲।

রবিবার (১১ই অক্টোবর ১৮৯১)—অদ্য প্রত্যূষে একজন ব্রজবাসীকে সঙ্গে করিয়া পরিদর্শনে বাহির হইলাম। বৃন্দাবনের পথ ঘাট অতি জটিল; পথ হারাইলে খুঁজিয়া পাওয়া কষ্টকর। দেবালয় প্রভৃতি দর্শন করিতে হইলে ব্রজবাসীদের কাহাকেও সঙ্গে লইতেই হইবে। উহারা কখনও প্রশস্ত পথ কখনও ক্ষুদ্র গলি, কখনও বা লোকের বাড়ীর উপর দিয়া যাত্রীদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। আমরা ভোলানাথ মল্লিকের ধর্ম্মশালার নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া চলিলাম, কিছু দূর অগ্রসর হইলে ব্রজবাসী নন্দগ্রাম ও বর্ষাণার পথ দেখাইল। যখন গোপিনীগণ দধি দুগ্ধ মাখন প্রভৃতি লইয়া নন্দগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে এই পথ দিয়া মথুরায় যাইত, তখন গোপাল তাহাদের অপেক্ষায় বৃক্ষাদির অন্তরালে লুকায়িত থাকিতেন এবং আগমন মাত্র ইহাদিগকে নানা প্রকারে লাঞ্ছনা করিয়া মাখন অপহরণ করিতেন। তৎপরে আমরা কালীয়দমন ঘাটে উপনীত হইলাম। ঘাটের উপরে একটি

পরিদর্শন

প্রাচীন কেলীকদম্ব বৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে। এই ঘাটের অনতিদূরে আদি মদনমোহনের মন্দির; সনাতন গোস্বামী এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তৎপরে সূর্য্য ঘাট—এখানে শীতার্ত্ত কৃষ্ণ কালীয় হ্রদ হইতে উত্থান পূর্ব্বক রৌদ্র পোহাইয়াছিলেন; তৎপরে বিশ্রাম ঘাট—এখানে বসিয়া শেষে শ্রমাপনোদন করিয়াছিলেন; তৎপরে কুঞ্জগলি—এই ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত গলিতে কৃষ্ণ পথচারিণী গোপিনীগণের সহিত প্রেমালাপ করিতেন; তৎপরে নিকুঞ্জ বন—এখানে কৃষ্ণ গোপিনীগণকে সঙ্গোপনে লইয়া আসিতেন। ইহা অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ বৃক্ষাচ্ছাদিত, ময়ূরনর্ত্তিত, কোকিলকূজিত, ভ্রমরগুঞ্জিত। তৎপরে সাহজির মন্দির—বৃন্দাবনের মধ্যে ইহা একটি দর্শনীয় বস্তু। ছাদের ধারে ধারে গোপিনীগণের শ্বেত মর্ম্মরময় মূর্ত্তি। শ্বেতমর্ম্মররচিত বারান্দার মেজেতে মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা সাহজি এবং তৎপরিবারের প্রতিমূর্ত্তি কৃষ্ণপ্রস্তর খচিত করিয়া রচিত হইয়াছে। তৎপরে বৃক্ষশোভিত রমণীয় নিধুবন—হরিদাস ও তদীয় শিষ্য সুবিখ্যাত গায়ক তানসেন এই বনে বসিয়া মনোমুগ্ধকর কৃষ্ণলীলা গান করিতেন। পরে সম্রাট্ আকবর সাহ

তানসেনের অপূর্ব্ব স্বরে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন সভায় লইয়া যান। তৎপরে গোপীনাথের বাজার; শেঠজির পুরাতন মন্দির; ধীর সমীর ঘাট; বংশী ঘাট; গোপীশ্বর মহাদেব; গোয়ালিয়রের মন্দির; লালাবাবুর মন্দিরদ্বয়—ইহারা উভয়েই শোভাময়, একটির চূড়াতে স্বুবর্ণময় কলস এবং স্বুবর্ণময় পতাকা রহিয়াছে। তার পরে, শেঠজির নূতন অপূর্ব্ব প্রস্তর মন্দির। মথুরার ধনকুবের লছমী চাঁদ শেঠজি ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই মন্দিরে অসংখ্য দেব দেবীর প্রাত্যহিক পূজা হইয়া থাকে। অষ্টমূর্ত্তির মন্দিরের সম্মুখে স্বর্ণপাতমণ্ডিত আনুমানিক ৩০ ফুট উচ্চ এবং দেড় ফুট ব্যাসবিশিষ্ট তাল বৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে। বলাবাহুল্য যে, এই মন্দির নির্ম্মাণে বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে দোলযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর এক মহামেলা ২০ দিন ধরিয়া হয় এবং এতদুপলক্ষে শেঠজি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। তার পরে, রাধাগোবিন্দজির স্ববিস্তৃত ত্রিতল লোহিত প্রস্তর রচিত কারুকার্য্যযুক্ত মন্দির। প্রবাদ এই, ইহা রাজা মানসিংহ নির্ম্মাণ করেন।

শেঠজির মন্দির

স্বর্ণময় তালবৃক্ষ

পূর্ব্বে ইহা সপ্ততল ছিল; কিন্তু তাহা বাদসাহের কোপের কারণ হওয়াতে ঊর্দ্ধতন চারি তল ভগ্ন করিয়া ফেলা হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহা পূর্ব্বে একটি জৈন মন্দির ছিল এবং ইহার নির্ম্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। পরে আকবরের সময়ে রাজা মানসিংহ ইহার পুনঃসংস্কার করিয়া এখানে উক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা প্রায় দশ বিঘা স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বৃন্দাবন ও চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান।

বৃন্দাবনের বহির্ভাগের শোভাও নয়নমনোহারী। তৃণবহুল প্রস্তরগুটিকাদিহীন ভূভাগ এখন ও গোপাল শ্রীদাম সুবলের গোচারণ স্মৃতিপথে আনয়ন করে। পুরাণে একটী পদ্ম অঙ্কিত করিয়া বৃন্দাবন এবং চতুঃপার্শ্বস্থ প্রধান প্রধান স্থান গুলি উহার দলে দলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা, পদ্মের কর্ণিকায় অর্থাৎ কেন্দ্র ভাগে গোকুল, দক্ষিণে প্রথম দলে মহাপীঠ, অগ্নিকোণে দ্বিতীয় দলে নিকুঞ্জক কুটি এবং বীর কুটীর, পূর্ব্ব দিকে তৃতীয় দলে গঙ্গাদি সর্ব্ব তীর্থের শত গুণ তীর্থ, ঈশানে চতুর্থদলে বস্ত্রালঙ্কার হরণ, উত্তরে পঞ্চম দলে দ্বাদশাদিত্য স্থান, বায়ুতে ষষ্ঠ দলে কালীয় হ্রদ, পশ্চিমে সপ্তম দলে অঘাসুর নির্ব্বাণ ও ব্রহ্মমোহন,

এবং নৈঋতে অষ্টম দলে শঙ্খচূড়বধ স্থান এবং যমুনা-প্রদক্ষিণীকৃত গোপীশ্বর-শিবাধিষ্ঠিত বৃন্দাবন। এই অষ্ট দলের বহিঃপার্শ্বস্থ ষোড়শ দলের প্রথম দলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মধুবন, দ্বিতীয়ে খদিরারণ্য, তৃতীয়ে গোবর্দ্ধন, চতুর্থে কদম্বখণ্ডী, পঞ্চমে নন্দের বাসভবন নন্দীশ্বর, ষষ্ঠে নন্দবন, সপ্তমে বকুলারণ্য, অষ্টমে তাল বন এবং ধেনু বধ স্থান, নবমে কুমুদ বন, দশমে কাম্যবন, একাদশে সেতুবন্ধনির্ম্মাণ, দ্বাদশে ভাণ্ডীর বন, ত্রয়োদশে ভদ্রবন, চতুর্দ্দশে শ্রীবন, পঞ্চদশে লোহবন, এবং ষোড়শে মহাবন—এখানে পূতনা বধ এবং যমলার্জ্জুনভঞ্জন হয়। ইহাদের মধ্যে দ্বাদশটি প্রধান বন, যথা—

"ভদ্র-শ্রী-লোহ-ভাণ্ডীর-মহা-তাল-খদিরকাঃ।
বকুলং কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা॥"

ইতি পদ্মপুরাণম্।

ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটি যমুনার পূর্ব্ব কূলে এবং শেষোক্ত সাতটি পশ্চিম কূলে অবস্থিত।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বত

গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বৃন্দাবন হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহাও বৈষ্ণবদিগের একটি প্রধান তীর্থ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দতা প্রাপ্ত হন।

এখানে মহারাজা রণজিৎ সিংহের সুশোভন কবর-হর্ম্ম্য রহিয়াছে। হর্ম্ম্যের দুই পার্শ্বে দুইটি সরোবর—ইহার একটি জলে পরিপূর্ণ, অপরটি গভীরতর হইয়াও জলহীন। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণের সহিত নৃত্য করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত হওয়াতে এক টানে ইহার সমস্ত জল পান করিয়াছিলেন। তদবধি আর উহাতে জল হয় নাই। সরোবরের এক তীরে মহারাজা বলবান্ সিংহ নির্ম্মিত একটি চমৎকার প্রাসাদ—ইহার গঠন অতি রমণীয় এবং প্রস্তরের কারুকার্য্য বিলক্ষণ শ্রীসম্পন্ন।

আমরা অপরাহ্ন ১—৪৫ মিনিটের ট্রেণে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরা কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। ষ্টেসনের অনতিদূরেই মথুরা নগরী।

৬

মথুরা।

কলিকাতা হইতে ৮৭১ মাইল।

পূর্ব্বে এই স্থানকে মধুবন বলিত। মধু নামে এক দৈত্য এই বনে বাস করিত বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছিল। কথিত আছে, ধ্রুব এই বনে কিছু-দিন তপস্যা করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্ন মধুকে বধ করিয়া মথুরা নগর স্থাপন করেন। মধুবন বা মধু দৈত্য হইতে মথুরার অপর নাম মধুপুরী হইয়াছে। কালে উগ্রসেন নামে একজন নৃপতি মথুরার সিংহাসনে আরূঢ় হন। এই উগ্রসেন কে, তাহা আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। চন্দ্রবংশীয় নরপতি পরীক্ষিতের উগ্রসেন নামে এক পুত্র ছিলেন সত্য, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি এই উগ্রসেন নহেন। যাহা হউক, উগ্রসেনের মহিষীকে দ্রুমিল নামে এক দৈত্য উগ্রসেনের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করে, তাহাতে

ইতিহাস

রাজা কংশ

কংশ দৈত্যের জন্ম হয়। কংশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনারোহণ করে। বসুদেব নামে এক জন ক্ষত্রিয় উগ্রসেনের দুহিতা দৈবকীর পাণিগ্রহণ করেন। কংশকে কোন জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে দৈবকীর গর্ভজাত অষ্টম সন্তানের হস্তে সে নিশ্চিত নিহত হইবে। তজ্জন্য কংশ একে একে দৈবকীর সপ্ত সন্তানকে নিধন করে। সুতরাং যখন দৈবকী পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইলেন, তখন বসুদেব অতি সতর্কের সহিত এ সংবাদ গোপন করিলেন এবং অষ্টম শিশু প্রসবমাত্র তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া নন্দীশ্বরের নন্দঘোষ ও তৎপত্নী যশোদার গৃহে গোপনে রক্ষা করিয়া আসিলেন। তথায় শিশু গোপাল নামে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং যথাকালে তাহার উপর নন্দের গোরক্ষণের ভার পড়িল। এই সময় তিনি অন্যান্য রাখালগণের সঙ্গে বৃন্দাবনের বনে বনে গোচারণ করিয়া বেড়াইতেন। এই গোপালই শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন কৃষ্ণের বাল্যকালের এসব ঘটনা এবং কৃষ্ণে অবতারত্ব আরোপ অনেকটা আধুনিক। অতি প্রাচীনতর

সংস্কৃত গ্রন্থেও কৃষ্ণের নামোল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু এ সকলের উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিবরণের সহিত যীশু-খ্রীষ্টের জন্ম বিবরণের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। ভাগবতের সহিতও বাইবেলের সাদৃশ্য আছে। এই কারণে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত অনুমান করেন যে হিন্দুগণ বাইবেলের ঘটনা ও ভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নূতন ভাবে সাজাইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান আণ্টিকোয়ারি নামক পত্রিকায় এ বিষয়ে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বাদানুবাদ চলে। ১৮৭৯ সালে ডাক্তার লরিসনার হিন্দুরাই এ বিষয়ে ঋণী বলিয়া উল্লেখ করেন। বোম্বাইর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলঙ্গ এবং হিডেলবর্গনিবাসী অধ্যাপক উইনডিক এ রূপ প্রতিপাদন অস্বীকার করিয়াছেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকর খ্রীষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত মহাভাষ্য গ্রন্থ হইতে কৃষ্ণের দেবত্বনির্ণায়ক পদ সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। অধ্যাপক ওয়েবার ডাক্তার লরিসনারের প্রতিপাদন অতিমাত্র বলিয়া মনে করেন।

বৌদ্ধ স্থান

মথুরা বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। কংশের দুর্গের এক মাইল পশ্চিমে কাঠরা এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বৌদ্ধদিগের অনেক মন্দির

এবং বিহার ছিল। ৪০০ খ্রীঃ অব্দে চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ান এখানে ২৫টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম বা বিহার এবং ৩০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু দর্শন করেন। ৬২৯-৬৪৫ খ্রীঃ অব্দে ভারত পরিদর্শন সময়ে চীন পরিব্রাজক হিউয়েনসঙ্গ্ ও এখানে ২০টি সঙ্ঘারাম এবং ২০০০ ভিক্ষু এবং ৭টা বৌদ্ধ মন্দির দেখিয়া যান।

মামুদের মথুরা আক্রমণ

১০১৭ খ্রীঃ অব্দে গজনীর সুলতান মামুদ মথুরা আক্রমণ করেন এবং বিশ দিন পর্য্যন্ত নগর লুণ্ঠন করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যময় বিগ্রহাদি অপহরণ এবং মন্দিরাদি অপবিত্র করিয়া দেন বটে, কিন্তু ভগ্ন করেন নাই। এই সকল বিগ্রহের মধ্যে পাঁচটি স্বর্ণ মুর্ত্তির রত্ন-রচিত চক্ষু ছিল, একটির মুকুটে এবং গাত্রে মহার্ঘ রত্ন সকল সন্নিবিষ্ট ছিল; কেবল মাত্র নীলকান্ত মণিখণ্ড সকলের ওজনই ১৮ সের হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ১০৮টি রৌপ্য মূর্ত্তিতে ১০৮টি উষ্ট্র বোঝাই হইয়াছিল। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন মন্দিরাদি অতি সুদৃঢ় বলিয়াই মামুদ উহাদিগকে ভূমিসাৎ করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু আবার অপরাপর মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, তিনি অট্টালিকা সকলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভগ্ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক না কেন, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে মামুদ মথুরার মন্দিরাদির স্থপতি কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে মামুদ গজনীর শাসনকর্ত্তার নিকট এই রূপ পত্র লিখিয়াছিলেন:—"এখানে অসংখ্য মন্দির ছাড়াও বিশ্বাসীদিগের (মুসলমানদিগের) ধর্ম্মের ন্যায় সুদৃঢ় সহস্র সহস্র হর্ম্ম্য রহিয়াছে, ইহাদের অধিকাংশই মর্ম্মর রচিত। বহু বহু কোটি দিনার (পারস্য মুদ্রা) ব্যয় না করিয়া নগরী যে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে পারিয়াছে এমন সম্ভব নহে; এবং দুই শতাব্দীর ন্যূন সময়ে এই রূপ দ্বিতীয় নগরী নির্ম্মিত হইতে পারে না।"

ঘোরী বংশীয় নরপতিগণের পরে এবং আকবরের রাজত্ব কালের পূর্ব্বে কোন সময়ে মুসলমানেরা মথুরা ও বৃন্দাবনের মন্দির সকল চূর্ণীকৃত করিয়া দেয়। হিন্দুদ্বেষী সম্রাট্ আওরঙ্গজেব স্বীয় রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে কাঠরার কেশব রায়ের মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করিয়া গাত্রে আপন নাম এবং বৎসর খোদিত করেন।

আহারীয় দ্রব্য—বৃন্দাবনের ন্যায় এখানে সমস্ত জিনিষই সুলভ ও অকৃত্রিম।

হার্ডিঞ্জ দ্বার

অপরাহ্ণে আমরা পদব্রজে নগর পরিদর্শনে বাহির হইলাম। নগর প্রবেশের পথে প্রস্তরময় হার্ডিঞ্জ দ্বার ; খিলানের ঊর্দ্ধদেশে একটি ঘড়ী রহিয়াছে। দ্বার পার হইলেই দীর্ঘ প্রস্তরফলক-মণ্ডিত পথ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা নগরীর যে কয়টি পথ ও গলি দেখিলাম সমস্তই ঐরূপ প্রস্তর মণ্ডিত। আগ্রার কেনারি বাজারের পথও এই রূপ প্রস্তরমণ্ডিত দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

বিশ্রাম ঘাটে দীপারতি

এখানকার প্রধান বিগ্রহ মথুরানাথ। এখানকার সায়ংকালের আরতি মনোমুগ্ধকর। বিশ্রাম ঘাটেও নিত্য আরতি হইয়া থাকে। এক জন বলিষ্ঠ পুরোহিত বহুসংখ্যক দীপযুক্ত দীপাধার হস্তে লইয়া নানা কৌশলে আরতি করিতে থাকে। এখানে পুষ্পমালা ও প্রজ্বলিত প্রদীপ বিক্রয় হইয়া থাকে। রমণীগণ প্রদীপ ক্রয় করিয়া প্রিয়জনের মঙ্গলোদ্দেশে তাহা যমুনাবক্ষে ভাসাইয়া দিয়া উহা ভাসিতে ভাসিতে দূরে অদৃশ্য হইয়া যায়, না দৃষ্টির মধ্যেই ডুবিয়া যায় দেখিবার জন্য সোৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে থাকেন ; এবং যদি প্রদীপ ডুবিয়া যায় তবে যাঁহার মঙ্গলোদ্দেশে প্রদীপ ভাসান হইয়াছিল তাঁহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ম্রিয়মাণা ;

হন। যমুনাবক্ষে এই অসংখ্য দীপমালা, তীরে দীপালোকে আরতি ও জনতার কোলাহল, জলে নির্ভীক বৃহৎকায় কচ্ছপগণের ব্যগ্রভাবে আহারের প্রতীক্ষা—ইহাদের সমবেত চিত্তহারী শোভা দর্শনযোগ্য।

মান-মন্দির

কাশী ও দিল্লীর ন্যায় জয়পুরের মহারাজা জয় সিংহ এখানে যে মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান, কিন্তু তন্মধ্যস্থ ক্রান্তিবৃত্ত (The Ecliptic), যাম্যোত্তর বৃত্ত (Meridian), নাড়ী (The Celestial Equator) প্রভৃতি ভগ্ন হইয়াছে।

কংশের দুর্গ

মথুরা হইতে ট্রেণে বৃন্দাবন যাইবার পথে কংশ রাজার দুর্গের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মভাবে অবলোকন করিলে ভগ্নাবস্থায়ও ইহার লুপ্ত পূর্ব্বসৌন্দর্য্য ও গৌরব অনুমিত হইতে পারে। ইহাকে সাধারণতঃ 'কংশ খেড়া' বলে। এই ভগ্ন স্তূপের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মন্দির সুরক্ষিত হইয়াছে; ইহার নাম "সতীমঠ।" কংশের মৃত্যুর পর তদীয়া মহিষী এই স্থানে ভর্ত্তার সহগামিনী হইয়াছিলেন অথবা এখানে দম্পতীর ভস্ম স্থাপন করিয়া তদুপরি এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

লোকে বলে, মথুরার বহির্ভাগে বৌদ্ধস্তূপ আনন্দ টিল্লা ও বিনায়ক টিল্লার কিছু কিছু চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কথা সত্য কি না, তথায় যাইয়া পরীক্ষা করিবার অবকাশ আমাদের হয় নাই।

রাত্রি ১০-১২ মিনিটের সময় আমরা কানপুর আচিনারা রেলওয়ের ট্রেণে উঠিয়া রাত্রি ১২-৪৫ মিনিটের সময় হাট্রাসরোড্ জংকৃসনে পৌঁছিলাম। এই ষ্টেসনকে সাধারণতঃ "হাট্রাস জংকৃসন" এবং "মেরু" বলে। এই ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া অনেকে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ট্রেণে দিল্লীর বা কলিকাতার দিকে আসিয়া থাকেন। এইরূপ যাত্রীদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক যে তাঁহারা যেন ভুলক্রমে এই ষ্টেসনের পূর্ব্ববর্ত্তী "হাট্রাস সিটি ষ্টেসনে" অবতরণ করিয়া না বসেন। এই হাট্রাস জংকসন ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া অদূরস্থিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ষ্টেসনে যাইতে হয়। রাত্রিকালে ঠিক্ করা তত সহজ নয় বটে, কিন্তু যেমন সকল স্থানে তেমনি এস্থানেও মুটেরাই পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। আমরা এই ষ্টেসনে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রাত্রি প্রায় ২ টার

সময় দিল্লীগামী ডাক গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ভোরে ৪-৩০ মিনিটের সময় দিল্লী পৌ-ছিলাম।

৭

দিল্লী।

কলিকাতা হইতে ৯৪৫ মাইল।

নগরের ইতিহাস ইহা অতি প্রাচীন নগর। কালক্রমে ইহার অনেক বার স্থান পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই নগর স্থাপন করেন, তখন ইহার নাম ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। সে আজ তিন সহস্র বৎসরের কথা। আধুনিক দিল্লীর দুই মাইল দক্ষিণস্থ "পুরাণ কেল্লা" নামক স্থানকে অদ্যাপি সাধারণতঃ লোকে 'ইন্দ্রপৎ' বলিয়া থাকে। যখন পরিদর্শনে বাহির হইয়া এই স্থানে উপনীত হইয়াছিলাম তখন গাড়োয়ান এই নামে ঐ স্থানের পরিচয় দিয়াছিল। সম্ভবতঃ ৫৭ খ্রীঃ পূর্ব্ব অব্দ হইতে এই নগর দিল্লী বলিয়া আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে, দিল্লী নামক এক জন সামান্ত রাজা উজ্জয়িনীর খ্যাতাপন্ন মহারাজা বিক্র-

মাদিত্যের করদ ছিলেন। তাঁহার নাম হইতে দিল্লী নাম হইয়াছে। এই নগর পুরাণ কেল্লা বা ইন্দ্রপত্ হইতে ৮।৯ মাইল পশ্চিমে বর্ত্তমান কুতব মিনারের উত্তরপশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর তদানীন্তন নৃপতি রায়-পিথোরা বা পৃথ্বীরায় মুসলমানকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তদবধি সপ্তবার স্থান পরিবর্ত্তন হইয়া হইয়া আধুনিক দিল্লী কুতব মিনার হইতে ১০ মাইল উত্তরে সরিয়া আসিয়াছে। এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী ৪৫ বর্গ মাইল ভুভাগ নানা কালের নানা প্রকার গঠনের ভগ্নাবশেষে পরি-ব্যাপ্ত। ইহা ৭টি নগরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমিত হয়—(১) দিল্লী লালকোট্, (২) দিল্লী রায়পিথরা, (৩) দিল্লী সিরি, (৪) দিল্লী তোগলকা-বাদ, (৫) দিল্লী ফিরোজাবাদ, (৫) দিল্লী আদিলা-বাদ, (৭) দিল্লী জাহান পানা। কেহ কেহ এইরূপ পরিবর্ত্তনের নিম্নলিখিত কারণ অনুমান করেন। কখন বৈদেশিক আক্রমণাদি দ্বারা প্রাচীন নগরী বিনাশ প্রাপ্ত হইলে দগ্ধাবশেষপূর্ণ স্থান ফেলিয়া সমীপবর্ত্তী পরিষ্কৃত স্থানে নগরী-নির্ম্মাণ। কখন কখন পুরাতন রাজভবন নব

ভূপতির মনোনীত না হইলে স্বতন্ত্র স্থানে রাজভবন নির্ম্মাণ। যেখানে নরপতি বাস করিতেন অভিজাতবর্গ ও রাজকর্ম্মচারীদিগকেও তৎসন্নিধানে বাস স্থাপন করিতে হইত। প্রজাবর্গও বাণিজ্যার্থ অথবা অপহরণাদি হইতে সুরক্ষিত থাকিবার জন্য তদনুবর্ত্তী হইত। অষ্টম বা আধুনিক দিল্লী সম্রাট্ সাহাবুদ্দিন সাহ জিহান কর্ত্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপিত এবং সাজেহানাবাদ (সাজিহানের নগর) নাম হয়। ইহা ৫॥ মাইল পরিধি বিশিষ্ট এবং চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। নগর প্রবেশের জন্য দ্বাদশটি পুরদ্বার আছে, তন্মধ্যে কলিকাতা, কাশ্মীরি, মোরি, লাহোরী ও দিল্লী দরওয়াজা বৃহদায়তন। এই পুরদ্বারগুলি অতি দৃঢ় এবং অতিরিক্ত প্রাচীর পরিখাদি দ্বারা এবং বহির্দ্দিকে দ্বার-রক্ষী সৈন্য সংস্থান দ্বারা সুরক্ষিত ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ দ্বারের এই সকল অনাবশ্যক বোধে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে, কেবল আজমীরি দরওয়াজা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

নগর-প্রাচীর

সম্রাট্ সাহ জিহান হিজরি ১০৫৮ অব্দে (খ্রীঃ ১৬৪৯) নগর-প্রাচীরের নির্ম্মাণভার দুর্গনির্ম্মাতা

মোকর্ম্মৎ খাঁর উপর অর্পণ করেন। প্রথমতঃ উহা দেড় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তর ও কর্দ্দমে গ্রথিত হয়; কিন্তু বন্যার জলে স্থানে স্থানে ভগ্ন হওয়ায় প্রাচীর একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চূণ যোগে গ্রথিত করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হয়। এই বার সাড়ে তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় পড়ে। প্রাচীরের উচ্চতা ২৭ ফুট, বেধ ১২ ফুট। পূর্ব্বে একাদশটি পুরদ্বার ছিল, পরে একটি নির্ম্মিত হয়। ইহাদের নাম—১ দিল্লী, ২ রাজঘাট, ৩ মোরি, ৪ নগমেস্থ, ৫ দুর্গঘাট, ৬ লাল বা কাশ্মীরি বা বদর্রো, ৭ কাবেলি, ৮ পাথর ঘাট, ৯ লাহোরি, ১০ আজমিরি, ১১ তুর্ক মান, ১২ কলিকাতা দরওয়াজা।

থাকিবার স্থান ইত্যাদি

এলাহাবাদ ও আগ্রার ন্যায় এখানেও সরাই-ওয়ালারা ষ্টেসনে লোকের সন্ধানে আসে। এতদ্ভিন্ন ছন্নামল শেঠজির ধর্ম্মশালাতে যাইয়াও অবস্থান করা যাইতে পারে। তথায় আহারাদির বন্দোবস্ত অবশ্যই নিজেদের করিয়া লইতে হয়। ধর্ম্মশালা কুইন্‌স্ গার্ডেনের পশ্চাতের গলিতে ষ্টেসনের সন্নিকটে অবস্থিত। বিলাতী হোটেল—ইউনাইটেড, সর্ব্বিস, ষ্টার, নর্থব্রুক, গ্রেট ওয়েষ্টারণ হোটেল।

সোমবার (১২ই অক্টোবর ১৮৯১)—অদ্য বন্দোবস্ত করিয়া আহারাদি করিতেই সময় গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে পরিদর্শন সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য একবার বাহির হইলাম। তাহা এই—দরিয়াগঞ্জস্থিত ষ্টেসন ষ্টাফ অফিসারের আফিস হইতে কোর্ট প্রবেশের পাশ লইতে হয়। প্রতি গাড়ী বা প্রতি লোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে কিছু ফীস জমা দিয়া আবেদন করিলেই পাশ পাওয়া যায়। জামে মস্‌জিদ দেখিবার জন্য খাঁ বাহাদুর মেহেবুব বক্‌স্ (ঠিকানা হরি বাউরি, তায়সিল কাচারি) সাহেবের নিকট আবেদন করিলেই পাশ পাওয়া যায়; কোন ফীস লাগে না। উক্ত খাঁ সাহেব ভিন্ন আরও তিন জন ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছেন; তাঁহাদের কাহারও অনুমতি লইলেও হয়। এই কার্য্যে যাওয়ার সময় দিল্লীর প্রসিদ্ধ রাজ পথ অতিবাহন করিয়া চলিলাম—ইহার নাম চাঁদনি চৌক। এই পথ কোর্টের লাহোরি দরওয়াজা হইতে আরম্ভ করিয়া নগরের লাহোরি দরওয়াজা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য ১ মাইল, প্রস্থ ১২০ ফুট; মধ্য দিয়া উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী-শোভিত একটি

চাঁদনি চৌক

সুপ্রশস্ত ফুটপথ গিয়াছে; পথের দুইধারে প্রসিদ্ধ বণিকদিগের কুঠি এবং বিবিধ পণ্য দ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপণি। এক স্থানে ফুটপাথের উপর গথিক ধরণে নির্ম্মিত ঘড়ী-ঘর। এই ঘড়ী ঘরের বিপরীত দিকে রাস্তার ধারে কুইন্‌স্ গার্ডেন। ইহার প্রাচীন নাম 'বেগম বাগ' (১৬৫০ খ্রীঃ অব্দ); গভর্ণমেণ্ট নূতন ধরণে পুনঃপ্রস্তুত করিয়া নূতন নামকরণ করিয়াছেন। উদ্যানের এক ভাগে একটি ক্ষুদ্র চিড়িয়াখানা আছে। আগ্রা দুর্গ দ্বারস্থিত জয়মল্ল ও পত্তের প্রস্তরময় গজারূঢ় প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় সম্রাট্ সাহ জিহান দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিয়া দুর্গের দিল্লী-দরওয়াজার-দুই পার্শ্বে স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্রাট্ আওরঙ্গজেব পৌত্তলিক চিহ্ন বিবেচনায় ইহাদিগকে স্থানচ্যুত করেন। ইহাদের একটি গজ উদ্যানের এক স্থলে এবং প্রতিমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ উদ্যান মধ্যস্থিত মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে লোহিত প্রস্তরে গ্রথিত এই যাদুঘর বড়ই মনোহর হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, আকবর সাহ লোহিত প্রস্তর বড় ভাল বাসিতেন, এজন্য তন্নির্ম্মিত যাবদীয় সৌধই এই প্রস্তর দ্বারা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কালবশে গাত্রের মসৃণতা

ঘড়ী-ঘর ও কুইন্‌স্ গার্ডেন

যাদুঘর

বিলুপ্ত হওয়ায় ইহাদের সৌন্দর্য্য তত হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; এক্ষণে এই নবরচিত গৃহ দৃষ্টে সে সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার সুযোগ পাইলাম। এই গৃহে অনেকানেক প্রাচীন ও আধুনিক বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য বস্তু সকল সংগৃহীত আছে। চাঁদনি

কোতোয়ালি

চৌকের এক পার্শ্বে কোতোয়ালি। মুসলমানেরা টাউন ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে কোতোয়াল এবং তদীয় বিচারালয়কে কোতোয়ালি বলিত। ১৬৭৫ খ্রীঃ অব্দে দুর্দ্দান্ত সম্রাট্‌ আওরঙ্গজেবের উৎপীড়নে কাতর হইয়া নবম শিখগুরু টেগবাহাদুর এই কোতোয়ালির সম্মুখীন ভূখণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। * এই ঘটনার ১৮২ বৎসর পরে

টেগ বাহাদুরের আত্ম-বিসর্জ্জন

* টেগবাহাদুর ধৃত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে আওরঙ্গজেব বলিলেন "তুমি যদি যথার্থই গুরু হও তবে আমাদিগকে প্রমাণস্বরূপ কোন অলৌকিক ব্যাপার দেখাও, আর যদি তাহা না পার তবে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ কর।" শিখগুরু এই দুয়ের একটি দ্বারাও সম্রাটের সন্তুষ্টিসাধনে অসমর্থ হওয়ায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে পুনঃ পুনঃ অসম্মত হওয়ায় প্রহরিগণ তাঁহাকে দারুণ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। অবশেষে, আর সহ্য করিতে না পারিয়া সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে বাদসাহ যখন কিছুতেই ছাড়িলেন না, তখন তিনি অলৌকিককার্য্যসম্পাদন দ্বারা আপনার মহাজনত্ব প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে ওমরাহ-অমাত্যবর্গ-বেষ্টিত সম্রাটের সম্মুখে

(১৮৫৭ খ্রীঃ) প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ বালক স্ত্রীলোকদিগকে এস্থানে নিধন করা হয়। বিদ্রোহ দমনের পর বিদ্রোহীদিগকে এই স্থানে ফাঁশি দেওয়া হইয়াছিল। তৎকালে কাপ্তেন হডসন কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত টাইমুর বংশীয় রাজ কুমারদিগের মৃতদেহ এই স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিজয়ী ইংরাজ ও শিখ সেনানীর উপহাসের এবং প্রতিহিংসা-পরিতৃপ্তির পাত্রীভূত হইয়াছিল।

সোণেরি মস্জিদ

কোতোয়ালির সন্নিকটে সোণেরি মস্জিদ বা রৌসন-উদ্দৌল্লা মস্জিদ (১৭২১ খ্রীঃ অব্দে নির্ম্মিত।।

টেগবাহাদুর আনীত হইলে তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "প্রভুর নিকট প্রার্থনা করাই মনুষ্যের করণীয়; কিন্তু যখন জাঁহাপনা আমাকে কোন অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতে আদেশ করিয়াছেন, তখন আমি আদেশ প্রতিপালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি।" তখন তিনি একখানি কাগজে কয়েকটি অক্ষর লিখিয়া উল্টাইয়া আপনার গলায় বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন "এই কাগজ আমি মহামন্ত্রপূত করিলাম, ইহার প্রভাবে আমার গলা এখন তরবারির আঘাত বহন করিতে সমর্থ।" পরীক্ষা করিবার জন্য জল্লাদ (ঘাতক) আহূত হইল। আঘাত করিবামাত্র ছিন্নশির টেগ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। কাগজ খণ্ড তখন পঠিত হইল; তাহাতে এই মহামন্ত্র লিখা ছিল "শির্ দিয়া সার্ না দিয়া" অর্থাৎ মস্তক দিয়াছি সার (ধর্ম্ম) দিই নাই। টেগের এই মহাবাক্য অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ শিখগুরু গুরুগোবিন্দ সিংহ টেগবাহাদুরের পুত্র।

১৭৩৯ খ্রীঃ এই নবরচিত মস্‌জিদে বসিয়া দিল্লী-বিজেতা রোষপ্রদীপ্ত নির্ম্মম নাদিরসাহ দিল্লীবাসি-দিগের বধাজ্ঞা প্রদান করেন এবং অনন্নুতপ্তহৃদয়ে বয়স বা পুংস্ত্রী নির্ব্বিশেষে ন্যূনকল্পে দেড় লক্ষ প্রাণী বলি দিয়া দারুণ রোষের পর্য্যাপ্তপরিতৃপ্তি জন্মান। *

নাদির সাহের দিল্লী ধ্বংশ

* ১৭৩৯খ্রীঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারি কর্ণালের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদসাহ আক্রমণকারী পারস্য রাজ নাদিরসাহের শরণাপন্ন হন। নাদিরসাহ তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা পূর্ব্বক প্রকাশ করিলেন যে তৈমুর বংশীয়েরা পারস্যরাজের নিকট কোন বিষয়ে অপরাধী হয় নাই। ভারতবর্ষকে পারস্য রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করিয়া লওয়া তাঁহার অভিপ্রায় নহে। তবে যুদ্ধের ব্যয় হিসাবে হিন্দুস্থানের বাদসাহকে পঞ্চবিংশতি ক্রোড় মুদ্রা দিতে হইবে এবং যত দিন পর্য্যন্ত সমস্ত অর্থ সংগৃহীত না হয় ততদিন পারস্য সেনানী যুদ্ধশ্রান্তি দূর করিবার জন্য দিল্লী নগরে অধিষ্ঠান করিবে। তৎপর নাদির সাহ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া উপনগরস্থিত সুশোভন শালিমার উদ্যানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই উদ্যান সাহজিহান কর্ত্তৃক এক ক্রোড় মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়; ইহার পরিধি এক মাইল ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহার কোন চিহ্নই বিদ্যমান নাই। মহম্মদ সাহ রাজপ্রাসাদে সাহের অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি লইয়া দুর্গে চলিয়া গেলেন। এ দিকে নাদির সাহ নগর এবং দুর্গের সমস্ত অংশে পারস্য সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন; পুরদ্বার এবং দুর্গদ্বার পারস্য সৈন্যেরা রক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে

গাড়ীর অসদ্ভাব প্রযুক্ত অপরাহ্নে বিশেষ পরিদর্শনে বাহির হওয়া গেল না। সে দিন রামলীলার শেষ দিনের উৎসব ছিল। আমাদের দেশে দুর্গোৎসব যেমন পর্ব্ব, পশ্চিমাঞ্চলে রামলীলা তেমনি পর্ব্ব। এতদুপলক্ষে নগরের প্রশস্ততর

সম্রাটের প্রজাগণের উপর কোন প্রকার উপদ্রব না হয় তদ্বিষয়ে কঠোর আদেশ দিলেন। পর দিন তিনি দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে নগরের জনশূন্য রাজপথ বাহিয়া দুর্গ বা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তখন সম্রাট্ রাজকোষ শূন্য করিয়া বহুকাল হইতে সঞ্চিত রত্নরাশি বিজেতার চরণতলে অঞ্জলি দিলেন; স্তূপাকার স্বর্ণ এবং রজত মুদ্রা এবং পিণ্ড,হীরক প্রভৃতি বহুমূল্য রত্নখচিত বিবিধ তৈজস দ্রব্যজাত, সাহ্ জিহানের জগদ্বিখ্যাত ময়ূরাসনএবং অন্যান্য বহুমূল্য আসন, গৃহসজ্জোপকরণ প্রভৃতি—সমস্তই তৎসকাশে উপস্থিত করিলেন। ওমরাহ বর্গকে বহু ক্রোড় মুদ্রা উপহার দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে হইল। এ পর্য্যন্ত একরূপ ভালয় ভালয় গেল। অকস্মাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। ইদের পর দিন অপরাহ্নে জনৈক পারস্য সৈনিক কোন বিক্রেতার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কয়েকটা পারাবত লইয়া যায়। বিক্রেতা বুঝিল নাদির সাহের আদেশ ভিন্ন সৈনিকের এরূপ সাহস হইতে পারে না; সুতরাং সে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে নাদির সাহ দিল্লীলুণ্ঠনের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই এক কথায় দিল্লীবাসিদিগের প্রধূমিত রোষবহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। কতকগুলি লোক উত্তেজিত হইয়া যেখানে পারস্যদিগকে পাইল সেখানেই তাহাদিগকে নিধন করিতে লাগিল। আবার ওদিকে কেহ কেহ নগর মধ্যে রটনা করিয়া দিল যে নাদির সাহ দুর্গমধ্যে নিহত হইয়াছেন।

স্থানে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত করা হয় এবং তথায় সহরের লোক জড় হইয়া থাকে। অগত্যা পদব্রজেই রামলীলা দেখিতে গেলাম। পথে চাঁদনি চৌকের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ফতে-পুরী মস্‌জিদ দর্শন করিলাম। ১৬৪০ খ্রীঃ সাহ-জিহানের এক বেগম এই মস্‌জিদ প্রস্তত করাইয়া

তখন সমগ্র নগরবাসী যেমন করিয়া ২০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র সৈন্যদিগকে হত্যা করিয়াছিল তেমনি করিয়া পারস্য সৈন্য-দিগকে হত্যা করিতে লাগিল। অর্দ্ধরাত্রিতে নিদ্রিত নাদির সাহের নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া এই দুঃসংবাদ দেওয়া হইলে তিনি নিদ্রার ব্যাঘাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আমার লোকেরা বিদ্বেষবশতঃ দিল্লীবাসিদিগের উপর দোষারোপ করিতেছে এবং আমাকর্ত্তৃক তাহাদের নিধন এবং নগর লুণ্ঠনার্থ আদেশ প্রদান কামনা করিতেছে।" দ্বিতীয়বার নির্ব্বন্ধসহকারে জ্ঞাত করাইলে তিনি হুকুম দিলেন, "প্রভাত পর্য্যন্ত আমার সৈন্যেরা কাহাকে আক্রমণ না করিয়া কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করুক।" প্রত্যুষে নাদির সাহ অশ্বারোহণে চাঁদনি চৌকের রাস্তায় উপনীত হইয়া ইতস্ততঃ পারস্য সৈনিকদিগের মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তবুও তিনি কথঞ্চিৎ আত্মসংযম করিয়া এক দল সৈন্যের উপর গোলযোগ দমনের ভার দিয়া তথ্য নির্ণয়ার্থে নিকটবর্ত্তী নব-রচিত রোসন উদ্দৌল্লা মস্‌জিদে প্রস্থান করিলেন। অকস্মাৎ নিকটবর্ত্তী কোন গৃহের ছাদ হইতে একটি গোলা আসিয়া সাহের পার্শ্ববর্ত্তী অনেক অনুচরকে ভূশায়ী করিল। গোলা যে নাদির সাহকে লক্ষ্য করিয়া ছাড়া হইয়াছিল তদ্বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ রহিল না।

ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল ইহার জীর্ণসংস্কার হওয়াতে লুপ্তপ্রায় কারুকার্য্যের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। তৎপরে আমরা আজমীরি দরওয়াজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া রামলীলার মাঠে উপনীত হইলাম। রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতির বড় বড় কাগজের

তখন নাদিরের রোষ আর রাশ মানিল না; অসি নিষ্কোষিত করিয়া তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বজ্রস্বরে হতভাগ্য দিল্লীবাসীদিগের হত্যার আদেশ প্রদান করিলেন। তারপর যাহা ঘটিল স্মরণ করিলে অদ্যাপি হৃৎকম্প হয়; আধুনিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা এমন করিয়া দুইবার কলঙ্কিত হয় নাই। কোর্টের সম্মুখীন সরাফা আর্দ্ধুই হইতে তিন ক্রোশ ব্যবহিত ইদগা মসজিদ পর্য্যন্ত, এবং চিতলি কবর হইতে পুল মিঠাই পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান ব্যাপিয়া এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হইল। প্রতিহিংসোন্মত্ত পারস্য সৈন্যগণ গৃহাদি ভঙ্গ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুণ্ঠন, এবং আর আর যত প্রকারের অত্যাচার অনাচার দানবভাবাপন্ন মানবকর্ত্তৃক সম্ভব হইতে পারে সমস্তই করিয়া নগরবাসীদিগকে ছারখার করিয়া দিল। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি রমণী কেহই নিষ্কৃতি পাইল না। সহস্র সহস্র লোক সহস্তে স্ত্রীকন্যাকে নিধন করিয়া নিজে আত্মহত্যা করিল। স্ত্রীলোকেরা কূপে পড়িয়া বা যে যেরূপে পারিল আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অকলঙ্ক নাম রক্ষা করিল। চাঁদনি চৌক, ফলের বাজার, জামে মসজিদের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান ভস্মীকৃত হইল; পথের উপর দিয়া শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। নির্দ্দয় পারস্য সৈনিকের জয়োল্লাসধ্বনি, দিল্লীবাসীর আর্ত্তনাদ, ও পতনোন্মুখ অট্টালিকার কড় কড় শব্দে নগর কম্পিত হইতে লাগিল। বেলা ৮টা হইতে আরম্ভ করিয়া ৩টার মধ্যে অন্যূন লক্ষ লোক নিহত হইয়াছিল। এই সমস্ত সময়

মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন স্থানে বাজিকর বাজি দেখাইতেছে, কোন স্থানে সাপুড়ে সাপ খেলাইতেছে, কোন থানে সঙ নাচিতেছে, ইত্যাদি।

সিপাহী যুদ্ধের সূচনা।

মঙ্গলবার (১৩ই অক্টোবর ১৮৯১)— এ স্থলে প্রথমেই দিল্লীর সিপাহীবিদ্রোহসংক্রান্ত ঐতিহাসিক ঘটনা-সমূহ বলিয়া না লইলে অদ্যকার পরি-

নাদির সাহ সেই মসজিদে নির্বিঘ্ন মনে বসিয়া আছেন ; চক্ষুর উপরে লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া এক গাছি কেশ নড়িতেছে না, এক গাছি গ্রন্থি শিথিল হইতেছে না ; বড় বড় চক্ষু রোষ ভরে জ্বলিতেছে ; কেহই নিকটে যাইতে সাহসী হইতেছে না। এমন সময় হতভাগ্য সম্রাট্ অমাত্যবর্গসহ সাহের সকাশে উপস্থিত হইয়া গলদশ্রুলোচনে প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। সাহ তাঁহারা কি চাহেন জিজ্ঞাসা করায় অমাত্যবর্গ নতজানু হইয়া কম্পিত স্বরে নিবেদন করিল "জাঁহাপনার প্রতিহিংসোদ্দীপ্ত তরবারির নিকটে একটি প্রাণীও পরিত্রাণ পায় নাই ; যদি এই হত্যাকাণ্ড আরও চালাইবার জন্য ভবদীয় অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে অগ্রে মৃতদেহে জীবনসঞ্চার করুন, পশ্চাৎ বধকার্য্য পুনরারম্ভ করিবেন।" নাদির সাহের প্রাণ একটু ভিজিল ; তিনি উন্মুক্ত তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া হত্যা নিবৃত্তির আদেশ দিলেন, তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালিত হইল। পারস্য দূতেরা নগর মধ্যে শান্তির সংবাদ প্রচার করিল। নাদির সাহ তৎপরে দুর্গে চলিয়া গেলেন। যে সকল ওমরাহ বিদ্রোহে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া সাহের সন্দেহ জন্মিয়াছিল তদীয় আদেশে তাঁহাদের শিরশ্ছেদ করা হইল। তথাপি কিছুতেই যেন তাঁহার দারুণ বধতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হইল না। সামান্য কারণ উপলক্ষ-

দর্শনের অনেক স্থান দর্শকের পক্ষে নীরস লাগিতে পারে আশঙ্কা করিয়া অতি সংক্ষেপে তাহা বলিয়া লইতেছি। যাঁহারা বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ অংশ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় সৈন্য দলে এনফিল্ড রাইফল নামক বন্দুক প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করেন। এই সকল বন্দুকে যেরূপ টোটা ব্যবহৃত হয় তাহার উপরিভাগ তেলা করা আবশ্যক। ইংলণ্ডে গো এবং শূকরের চর্ব্বি দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হইত। অনবধানতাবশত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দমদমার প্রস্তুত টোটাও ঐ প্রকারেই তেলা করা হইতেছিল; গভর্ণমেণ্টের মনে হয় নাই যে উক্ত উভয়

করিয়া তিনি মোগলপুর প্রভৃতি দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের সহস্র সহস্র লোককে বধ করিলেন; বাদসাহ মুণ্ডির সাত শত লোকের নাক কাণ কাটিয়া অঙ্গহীন করিলেন। এ দিকে রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া গুপ্ত দুষ্প্রাপ্য রত্নাদি আহরণ করিলেন, নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিয়া ওমরাহ এবং ঐশ্বর্য্যশালী নগরবাসীদিগের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন; প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ আদায় করিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন নাদির সাহ কোহিনুর হীরক, ময়ূরাসন, রত্ন, রাজোপকরণ, গৃহসজ্জোপকরণ প্রভৃতি ভিন্নও নগদ প্রায় ত্রিশ ক্রোড় মুদ্রা ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যান।

প্রকার পদার্থই হিন্দুর এবং শেষোক্ত পদার্থ মুসলমানের অস্পৃশ্য। টোটা ঐ রূপে প্রস্তুত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু টোটার ব্যবহার তখনও আরম্ভ হয় নাই। সে যাহা হউক, ব্যারাকপুরে এক দিন নীচ লস্কর জাতীয় একটা লোক এক ব্রাহ্মণ সিপাহীর লোটাতে জল পান করিতে চায়। লোটা নষ্ট হইবে বলিয়া সিপাহী তাহা দিতে অস্বীকার করে। লস্কর তখন উপহাস করিয়া বলিল যে, যখন তাহাকে চর্ব্বি মাখা টোটা কামড়াইয়া বন্দুক ছাড়িতে হয় তখন আবার তাহার জাতি আছে কেমন করিয়া? সম্ভবতঃ এই লোকটা টোটা প্রস্তুতের কলে কাজ করিত। ব্যারাকপুরে সিপাহীদের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যথা কালে এই সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া দানাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী, মিরাট প্রভৃতি স্থানের সিপাহীদের মধ্যে রাষ্ট্র হইল। মিরাট প্রভৃতি অঞ্চলে এমন কথাও প্রচারিত হইল যে গভর্ণমেণ্ট কূপোদকে অস্থিচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট যদি সিপাহীদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে চর্ব্বি মাখা টোটা আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই এবং কূপোদকে অস্থিচূর্ণ নিক্ষেপের জনরব

সৰ্ব্বৈব মিথ্যা, তবে হয়ত বিদ্রোহাগ্নি প্রধূমিত অবস্থাতেই নিবিয়া যাইত। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকিলেন, বিদ্রোহাদির কথায় আদৌ কর্ণপাতই করিলেন না। এইরূপ তুচ্ছ বিষয় হইতে যে এমন বৃহৎ ব্যাপার ঘটিবে তাহা তাঁহারা মনেই করিতে পারেন নাই। তুচ্ছ ষ্টাম্প ডিউটি হইতে আমেরিকায় মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল; তুচ্ছ বাণিজ্য হইতে ইংরেজ কর্ত্তৃক ভারতাধিকার সমাহিত হইল; ইংরাজেরা কি এত শীঘ্রই এ শিক্ষা ভুলিলেন? যাহা হউক, ওদিকে ধর্ম্মলোপ আশঙ্কা করিয়া হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ১০ই মে রবিবার মধ্যাহ্নকালে যখন ইংরাজেরা গির্জ্জায় তখন মিরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজদিগের যাহাকে পাইল বধ করিল, তাহাদের আবাস গৃহে আগুন ধরাইয়া দিল, পরে দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিল। দিল্লীর সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার গ্রেভস্ তারযোগে এই সংবাদ পাইবামাত্র ইউরোপীয় অধিবাসীদিগকে নগরের অনতিদূরে ফতেগড় (Ridge) পাহাড়ের উপরিস্থিত নিশান-ঘরে (Flag Staff Tower) প্রস্থান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং যাহাতে

মিরাটে বিদ্রোহ

বিদ্রোহিগণ নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইয়া একদল সিপাহী কাশ্মীরি দরওয়াজার সম্মুখে স্থাপিত করিলেন। নগর-প্রাচীরের মধ্যস্থিত বারুদ-গৃহ রক্ষার ভার লেপ্টেনেণ্ট উইলোবি এবং তাঁহার আট জন সহচরের উপর অর্পিত হইল। সোমবার বিদ্রোহিগণ দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল। ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষেরা স্বদলের সিপাহীদিগকে গুলি ছাড়িতে আদেশ করিলেন কিন্তু তাহারা শূন্যে গুলি ছাড়িয়া আদেশ মান্য করিল এবং অচিরেই দলাধ্যক্ষদিগকে বধ করিয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিল। তখন সমগ্র দিল্লী নগর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

দিল্লীতে বিদ্রোহ

গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী দিল্লীর নামমাত্র বাদসাহ বৃদ্ধ বাহাদুর সাহ সিংহাসনারূঢ় হইয়া রাজকীয় আজ্ঞা প্রদান করিতে লাগিলেন। বখত খাঁ নামে এক জন সুবাদার যুবরাজ মীর্জ্জা মোগলের অধীনে প্রধান সেনানায়ক হইলেন।

উইলোবির বারুদ-গৃহ রক্ষা এবং আত্ম বিসর্জ্জন

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় হঠাৎ চতুর্দ্দিক-বিকম্পিত করিয়া নগর মধ্যে এক মহাশব্দ হইল এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যাপ্ত ধূমরাশি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। উইলোবি এবং তাঁহার সহচরেরা বিরাট

হইতে ইউরোপীয় সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা এবং আশা করিয়া যতক্ষণ পারিলেন বারুদ-গৃহ রক্ষা করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই দ্বার সকল সুদৃঢ়রূপে অর্গলবদ্ধ এবং প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখে এক একটি কামান স্থাপন করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিলেন। দূত সকল আসিয়া বাহাদুর সাহের নামে বারুদ-গৃহ চাহিলে কোন উত্তর পাইল না; তখন অসংখ্য বিদ্রোহী বারুদ-গৃহ আক্রমণ করিল; কিন্তু কামানের গোলার আঘাতে দলে দলে ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। অবশেষে গোলা বারুদ ফুরাইয়া গেল; অথচ কাহারও কামান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার উপায় নাই। তখন বীর উইলোবি বারুদ-গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে সঙ্কেত করিলেন। স্কালি নামক সহচর আগুণ ধরাইয়া দিল; অমনি পঞ্চদশ শত বিদ্রোহী সহিত বারুদ-গৃহ আকাশে উড়িয়া গেল। উইলোবি প্রভৃতি বীর নয় জনের কেহই বাঁচিবার আশা করেন নাই। উইলোবি এবং তিন জন সহচর দগ্ধ, খঞ্জ, ছিন্ন এবং অচৈতন্যপ্রায় অবস্থায় বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু স্কালি এবং অন্য চারি জনকে আর পাওয়া গেল না। উইলোবিও ছয় সপ্তাহ পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। ভারত ও

ইংলণ্ডের প্রতি মুখে তাঁহার নাম ও কীর্ত্তি ঘোষিত হইতে লাগিল।

দুর্গের মধ্যে হত্যা

ওদিকে দুর্গ মধ্যে হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল। কমিস্যনর ফ্রেজার সাহেব, কালেক্টর হাচিসন সাহেব, দুর্গ নায়ক কাপ্তান ডগলাস প্রভৃতি অনেকে নিহত হইলেন। ১১ই মে ফতেগড়স্থ গ্রেভ্‌স ও অন্যান্য সৈনিক কর্ম্মচারিগণ এবং নিশান-ঘরে আশ্রয়প্রাপ্ত ইউরোপীয় পুরুষরমণীগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রায় এক মাস পরে, ৮ই জুন প্রধান সেনা-নায়ক স্যর হেনরি বার্ণার্ড দিল্লী হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী আলিপুর নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করিয়া ফতেগড়ের পরিত্যক্ত সেনাবাস পুনরধিকার করিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরেজ সৈন্য নগরাবরোধ কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে নাই; বরং তাহারা বিদ্রোহিদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ২৩এ জুন পলা-শীর যুদ্ধের শততম সাম্বৎসরিক দিন। এই দিন সিপাহীগণ ইংরেজ সৈন্যদিগকে স্থানচ্যুত করিবার জন্য গুরুতর উদ্যম করিল। ফতেগড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে মোরি দরওয়াজার সম্মুখে উচ্চতর স্থানে

ইংরেজদিগের এক শ্রেণী কামান স্থাপিত হইয়াছিল। ইতিহাসে ইহা "মাউণ্ড ব্যাটারি" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মাউণ্ড ব্যাটারির ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে "সবজি মুণ্ডি" বা শাক তরকারি বিক্রয়ের বাজার। এই স্থান কতকগুলি প্রাচীন গৃহ, উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বৃক্ষবাটিকা এবং অপ্রশস্ত গলি দ্বারা ব্যাপৃত ছিল। [সবজি মুণ্ডি পরে সমস্ত আবর্জ্জনা জীর্ণ গৃহাদি দূরীভূত করিয়া পরিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে ১ লা জানুয়ারির দিল্লী দরবারের সময় এই স্থানেই রাজপ্রতিনিধির পটমণ্ডপ সকল সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল]। সিপাহিগণ মাউণ্ড ব্যাটারি অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে এই স্থান হইতে আক্রমণ আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া হাতাহাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমস্ত দিন ভীষণ যুদ্ধের পর দিবাবসানে যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল। এইরূপ যুদ্ধ প্রায় প্রতি নিয়তই ঘটিতে লাগিল। আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন নিকলসন পঞ্জাব হইতে এক দল গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া আসিয়া পৌছিলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ফিরোজপুর হইতে আর এক দল গোলন্দাজ সৈন্য আসিলে নগরাবরোধ

নগর পুনরধিকার

কার্য্য আরম্ভ হইল। ৮ই হইতে ১২ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৪ শ্রেণী কামান কাশ্মীরি দরওয়াজা এবং তৎপার্শ্বস্থ বেষ্টিয়ন এবং প্রাচীরের দিকে অনবরত গোলা চালাইতে লাগিল। ১৩ই তারিখে ভগ্ন স্থান সকল প্রবেশলাভের উপযুক্ত হইল। ১৪ই তিন দল সৈন্য ভগ্ন স্থান দিয়া নগরে প্রবেশ করিল। তখন পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকা সকল হইতে ইহাদিগের উপর অবিরত গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। কাবেলি দরওয়াজার নিকটবর্ত্তী একটি অপ্রশস্ত পথ অধিকার করিতে গিয়া নগরবিজেতা বীর নিকলসন হঠাৎ সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। ৬ দিন পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল। ২০এ সেপ্টেম্বর ব্রিটিস সৈন্য দুর্গদ্বার ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু রাজপরিবার ইতিপূর্ব্বে পলায়ন করিয়া হুমায়ুনের সমাধি-বাটিকায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। ২১এ সেপ্টেম্বর কাপ্তান হড্‌সন বৃদ্ধ বাদসাহকে ধৃত করিয়া দিল্লীতে আনয়ন করিলেন, এবং পরদিন ১০০ জন অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে বহুসংখ্যক সশস্ত্র অনুচরবর্গের মধ্য হইতে রাজকুমার মীর্জ্জা কুরেশ সুলতান, এবং যুবরাজ কুমার মীর্জ্জা আবু বাকরকে ধৃত করিয়া

এক থানি একাতে চড়াইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া একা ঘেরিয়া ফেলিল। হডসন ইহাদিগের দ্বারা বলপূর্ব্বক রাজ কুমারদিগের উদ্ধারের আশঙ্কা করিয়া স্বহস্তে পিস্তল দ্বারা রাজকুমারদিগকে নিধন করিয়া মৃতদেহ কোতোয়ালির সম্মুখীন ভূখণ্ডে সাধারণের দর্শনার্থ স্থাপন করিতে আদেশ দিলেন। (১০৯ পৃষ্ঠা দেখ)। সামরিক বিচারালয়ে বাদ-সাহের দুষ্কার্য্যের বিচার হইয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। কিন্তু সদাশয় গবর্ণরজেনারল লর্ড ক্যানিং প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া বাহাদুর সাহকে তাঁহার স্ত্রী জিনাৎ মহল এবং পুত্র জওয়ান বখত সমভি-ব্যাহারে রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত করিলেন। বাবরের পরাক্রান্ত ঐশ্বর্য্যশালী বংশ এই প্রকারে শেষ হইয়া গেল। চারি সহস্র ব্রিটিশ সৈন্য দিল্লীর রণক্ষেত্রে নিহত হয়।

কাশ্মীরি দর ওয়াজা

অদ্য প্রত্যূষে আমরা মোরি দরওয়াজা দিয়া বাহির হইয়া নগরের বাহিরের পথ দিয়া কাশ্মীরি দরওয়াজায় উপনীত হইলাম। তোপের মুখে যে যে স্থান উড়িয়া গিয়াছিল তাহা স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ তদবস্থায়ই রক্ষিত হইয়াছে। দ্বিমুখ দরওয়াজার

মধ্যবর্ত্তী বহিঃপ্রাচীরে ঠেশ দিয়া এক খণ্ড প্রস্তর ফলক রক্ষিত আছে। ইহাতে নগরাবরোধকালে নিহত সৈনিকদিগের নাম অঙ্কিত আছে। এখান হইতে আমরা ফতেগড় (The Ridge) অভিমুখে চলিলাম। একটু অগ্রসর হইলেই বাম দিকে কবর-ভূমি—ইহার মধ্যে দিল্লীবিজেতা নিকলসনের সমাধি রহিয়াছে। কবর-ভূমি অতিক্রম করিলেই লাডলো ক্যাসল (Ludlow Castle)—নগরাবরোধকালে এই বাটীর সম্মুখে ২নং কামানশ্রেণী সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। আরও উর্দ্ধে উঠিয়া বাম দিকের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে পথের বাম পার্শ্বে নিশান-ঘর (Flag Staff Tower) আর একটু অগ্রসর হইলে পাহাড়ের উচ্চতম স্থানে গ্রহবেধের (Observatory) ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান। সমীপে হিন্দুরাওর ভবন; নগরাবরোধ কালে ইহাই সেনাপতি বার্ণার্ডের প্রধান আড্ডা হইয়াছিল। হিন্দুরাও দৌলতরাও সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী উচ্চপদার্থিনী বাইজা বাইর ভ্রাতা। হিন্দুরাও গোয়ালিয়রের সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন; কিন্তু সুচতুরা সহোদরার সহিত কৌশলে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া বার্ষিক লক্ষ মুদ্রা বৃত্তি স্বীকার

ফতেগড় (Ridge)

নিকলসনের সমাধি

Ludlow Castle

Flag Staff Tower

হিন্দু রাওর ভবন

করিয়া ফতেগড়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যশোবন্ত রাও হলকারের ন্যায় ইনিও অতিরিক্ত চেরি মদ্যপান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই গৃহ আজ কাল পীড়িত সৈন্যদিগের স্বাস্থ্যনিবাস রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এখানে দাঁড়াইলে সম্মুখে অনতিদূরে দিল্লী নগর, বামদিকে দূরে যমুনা, দক্ষিণপার্শ্বে সবজি-মুণ্ডি, পশ্চাতে হিন্দন নদী পরিলক্ষিত হয়। এই স্থান হইতে দক্ষিণ দিকের পথ ধরিয়া একটু অবতরণ করিলে পথের বাম পার্শ্বে পঞ্চ-চির-বিশিষ্ট একটি "অশোক-স্তম্ভ" (১৬ পৃষ্ঠা)। ভিত্তিমূলে ইংরাজী ভাষায় এই রূপ লেখা আছে :— "এই স্তম্ভ সর্ব্বপ্রথম খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রাজা অশোক কর্ত্তৃক মিরাট নগরে প্রোথিত হয়। ১৩৬৬ খ্রীঃ অব্দে বাদসাহ ফিরোজ সাহ ইহাকে তথা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া সমীপবর্ত্তী "কশুক শিকার" প্রাসাদে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৭১৩-১৯ খ্রীঃ প্রাসাদস্থিত বারুদ-গৃহে অগ্নি লাগাতে ইহা পড়িয়া গিয়া পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে।"

ফতেগড়ের অশোক-স্তম্ভ

Memorial Tower

অশোক-স্তম্ভ হইতে আর একটু অগ্রসর হইলে একটি সুন্দর স্মৃতি-স্তম্ভ। ইহার এক পার্শ্বে এই রূপ লিখিত আছে ঃ—"১৮৬৭ সনের ৩০এ মে হইতে ২০এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দিল্লীর যুদ্ধ সেনার মধ্যে যে সকল সৈনিক এবং সৈনিক কর্ম্মচারী যুদ্ধে নিহত বা আঘাতে এবং রোগে মৃত হইয়াছেন তাঁহাদের স্মরণার্থ তাঁহাদের সঙ্গিগণ এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই স্মৃতি চিহ্ন স্থাপিত হইল।" ইহার উপরে আরোহণার্থ শিঁড়ি আছে।

জামে মস্‌জিদ

তৎপরে ফতেগড় হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আমরা সবজি মুণ্ডির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া নগর মধ্যস্থ বিখ্যাত জাহাঁনুমা বা জামে মস্‌জিদের দক্ষিণ বহির্দ্বারের নিম্নে উপস্থিত হইলাম। ইহা একটি ক্ষুদ্রায়তন পাহাড়ের উচ্চভাগে অবস্থিত; এমন ভাবে রচিত হইয়াছে যে চতুঃপার্শ্বস্থ ঢালু ভূমি ভিন্ন পাহাড় উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। দক্ষিণ, পূর্ব্ব, ও উত্তরদিকে তিনটি অতি শোভনীয় বহির্দ্বার। পূর্ব্ব দিকেরটি প্রধান দ্বার; ইহা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে। ঐ দ্বার দিয়া সম্রাট্ সাহ জিহান এবং পরিবারবর্গ সমীপবর্ত্তী দুর্গ হইতে মস্‌জিদে প্রবেশ করিতেন। প্রায় ৫০। ৬০ টা

শিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দক্ষিণ বহির্দ্বারের মধ্য দিয়া প্রাঙ্গণে আরোহণ করিলাম। ইহা ৪৫০ ফুট সম-চতুষ্কোণ, লোহিত প্রস্তরে মণ্ডিত। প্রাঙ্গণের ঠিক্ মধ্যভাগে পাহাড়ের প্রস্তরময় দেহ বিদ্ধ করিয়া একটি কূপ খনিত হইয়াছে। তৎপার্শ্বে একটি মর্ম্মর প্রস্তরের জলাধার। প্রাঙ্গণের তিনধার বেরিয়া লোহিত প্রস্তরের স্তম্ভ শ্রেণী সজ্জিত বারান্দা; কোণে কোণে ছাদের উপর এক একটি অষ্টভুজ শিরোগৃহ। পশ্চিম ধারে লোহিত প্রস্তরময় প্রকাণ্ড ভজনালয়—দৈর্ঘ্যে ২০০ ফুট এবং প্রস্থে ১২০ ফুট। ছাদের উপর মর্ম্মর প্রস্তরে তিনটি বৃহৎ সুশোভন গম্বুজ, তদুপরি উৎকৃষ্ট রূপে গিল্টি করা তাম্রচূড়া। দুই ধারে দুইটি অনতিস্থূল ত্রিতল মিনার; প্রত্যেকে ১৩০ফুট উচ্চ; এবং গাত্রে লম্বভাবে ক্রমান্বয়ে শ্বেত ও রক্ত প্রস্তরে মোটা রেখা টানা। ইহাদের উপরে আরোহণ করিবার জন্য মধ্য দিয়া শিঁড়ি আছে। ভজনালয়ের মেজে ৩ফুট দীর্ঘ এবং দেড় ফুট প্রশস্ত মর্ম্মর ফলক দ্বারা আবৃত; এক এক খানি মর্ম্মর ফলকে এক এক খানি স্বতন্ত্র আসন হইয়াছে। আসন গুলি পর-স্পর হইতে পৃথক্ করিবার জন্য প্রত্যেক ফলকের

চতুর্ধারে কৃষ্ণ মর্ম্মরের রেখা খচিত হইয়াছে। এই রূপ কিঞ্চিদধিক ৯০০ আসন আছে। ঠিক্ মধ্য আসনে কিবলার * সম্মুখে স্বয়ং বাদসাহ উপবিষ্ট হইতেন। মস্‌জিদেব শিরোদেশে মর্ম্মর প্রস্তর ফলকে কৃষ্ণ প্রস্তর খচিত করিয়া মস্‌জিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে :—পত্তনের তারিখ —হিজরি ১০৬০ (১৬৫১ খ্রীঃ অব্দ) ; নির্ম্মাতার নাম—সাহ্ জিহান ; ব্যয়—১০ লক্ষ মুদ্রা ; নির্ম্মান কাল—১০ বৎসর।

তৎপর আমরা ফোর্টের পাশ লইতে দরিয়া গঞ্জ ষ্টেসন ষ্টাফ অফিসারের আফিসে (কেণ্টনমেণ্ট মেজিষ্ট্রেটের আফিস ও এই বাটিতেই অবস্থিত) গেলাম। ৫।৭ মিনিট পরেই লোক 'পাশ' লইয়া আসিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 'পাশ' লইতে কিছু ফিস দিতে হয়।

. দরিয়াগঞ্জ হইতে আমরা দুর্গের দিল্লী-দরওয়াজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই দ্বারের সম্মুখে উভয় পার্শ্বে জয়মল ও পত্তের প্রস্তর মূর্ত্তি-

* মস্‌জিদের যে দিক্ মক্কার দিকে থাকে সেই দিকের দেয়ালে অর্দ্ধ বৃত্তাকার একটি তাক্ প্রস্তুত করা হয় ; ইহাকে কিব্‌লা বলে।

দ্বয় স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু আরঙ্গজেব এরূপ কার্য্য পৌত্তলিকতাদুষ্ট মনে করিয়া উহাদিগকে ফেলিয়া দিতে আদেশ প্রদান করেন। দুর্গের জেল খানা এই দ্বার সংলগ্ন।

দিল্লী দুর্গ

দুর্গের পরিধি প্রায় ২ মাইল। ইহার তিন দিক্ ৪২ ফুট উচ্চ লোহিত প্রস্তরের প্রাকার এবং ৭৫ ফুট প্রশস্ত ও ৩০ ফুট গভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। চতুর্থ অর্থাৎ পূর্ব্ব দিক্ দিয়া যমুনা প্রবাহিত। প্রাকারের উপর স্থানে স্থানে রমণীয় বুরুজ (মন্দির), নির্ম্মিত হইয়াছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে দুইটি অপরূপ তুঙ্গ বহির্দ্বার—প্রথমটির নাম 'লাহোরি দরওয়াজা', দ্বিতীয়টির নাম 'দিল্লী দরওয়াজা'। একটি অপ্রশস্ত আধুনিক সেতু দ্বারা উত্তর দিকের প্রশস্ত পরিখার অপর পারস্থিত 'সলিম গড়' নামক দুর্গে যাওয়া যায়।

সলিম গড় দুর্গ

এই দুর্গ ১৫৪৪ খ্রীঃ অব্দে (৯৫৩ হিজরি) পাঠান বাদসাহ শের সাহার পুত্র ইশলাম সাহা ওরফে সলিম সাহা নির্ম্মাণ করেন। তৈমুর বংশীয়েরা ইহাকে 'নূরগড়' বলিত, ইহা একটি প্রাকার বেষ্টিত সুরক্ষিত স্থান মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে গাজিয়াবাদ হইতে রেলপথ যমুনা পার হইয়া ইহার উপর দিয়া

দিল্লী নগরে প্রবেশ করিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের পরে দুর্গান্তবর্ত্তী রাজভবনের অধিকাংশ অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বৃহৎ বৃহৎ সেনাবাস গ্রথিত হইয়াছে। কেবল প্রধান প্রধান কয়েকটি অট্টালিকা রক্ষিত হইয়াছে।

নক্কার খানা

আমরা দিল্লী দরওয়াজা দিয়া মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ লোহিত প্রস্তরের দ্বিতল নক্কার খানা (নহবৎখানা) পরিদর্শন করিলাম। নক্কার খানার সম্মুখ দিয়া একটি পথ দিল্লী দরওয়াজা হইতে বরাবর দুর্গের উত্তর প্রান্তস্থিত হায়াৎবক্স বাগের দিকে গিয়াছে। নক্কার খানার পশ্চাতে একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের অপরদিকে "দিওয়ানে আম।" ইহা আগ্রার দুর্গ মধ্যস্থিত ঐ নামের প্রাসাদ সদৃশ। পশ্চাদ্দিকস্থ প্রাচীর গাত্রে একটি সিঁড়ি আছে। তদ্দ্বারা একটি খোলা প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ এবং গৃহের মধ্যভাগে অবস্থিত সিংহাসনে আরোহণ করা যাইত। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকোষ্ঠের প্রাচীরগাত্রে কৃষ্ণ মর্ম্মরের উপর বহু মূল্য প্রস্তর সকল খচিত করিয়া লতা, পুষ্প, ফল, পশু, পক্ষী অঙ্কিত হইয়াছে। দ্বারে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের উপর, পুষ্পিত লতা খচিত

দিওয়ানে আম

ছিল। অষ্টিন ডি বোর্দ্দো নামক এক জন ফরাসী শিল্পীর তত্ত্বাবধানে এই সকল রচিত হয়। এই শিল্পকার্য্য পূর্ব্বেই অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হয়; পরে ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্স্ ১১ খানি কৃষ্ণ মর্ম্মর ফলক স্থানান্তরিত করাতে ইহা আরও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। উক্ত প্রস্তর ফলক গুলি লণ্ডন নগরস্থিত সাউথ কেন্সিংটনের ইণ্ডিয়ান্ মিউজি-য়মে (যাদুঘরে) রক্ষিত আছে—ইহার মধ্যে এক খানিতে অরফিউস * বংশী বাজাইতেছেন, বন্য জন্তুগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, এই চিত্র অঙ্কিত আছে। সম্প্রতি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহার কতক কতক পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। সিংহাসন খানি ১০ ফুট উচ্চ, উপরে এক খানি মর্ম্মর টোপর মর্ম্মর স্তম্ভের উপর রক্ষিত,—সর্ব্বত্র বিচিত্র কারুকার্য্য সম্পন্ন এবং মহার্ঘ রত্ন খচিত।

দিওয়ানে আমের পশ্চাদ্দিকস্থ প্রাঙ্গণ অতিক্রম　দিওয়ানে খাস

* অর্ফিউস্ নামে এক রাখাল গ্রীক দেবতা এপলোর নিকট হইতে এক বীণা প্রাপ্ত হন। এই বীণা তিনি এমন অমানুষিক প্রতিভা সহকারে বাজাইতেন যে সে সুমধুর বাদ্য শুনিয়া অতি দ্রুতগামী নদীসমূহ স্থির হইয়া যাইত; বন্য পশুগণ বিমুগ্ধ হইয়া স্বীয় হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া যাইত, এবং গিরিকুল স্বস্থান হইতে বাদ্য শ্রবণার্থ আগমন করিত।

করিলে পূর্ব্বদিকে বিখ্যাত সাঁ মহল বা দিওয়ানে থাস। ২৪০ ফুট দীর্ঘ ৭৮ ফুট প্রস্থ এবং প্রায় ৫ ফুট উচ্চ একটি প্রকাণ্ড মর্ম্মর বেদির উপরে ঠিক্ মধ্য দিয়া ১২ ফুট প্রশস্ত একটি অগভীর নহর বা খাল মর্ম্মর শয্যার উপর দিয়া বেদির উত্তর পার্শ্বস্থিত 'হাম্মামের' দিক্ হইতে আসিয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত 'সমন বুরুজ' এবং 'রঙ্গ মহাল' পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। এই বেদির ঠিক্ মধ্যস্থলে দিওয়ানে থাসের মর্ম্মর প্রস্তরময় বিচিত্র সৌধ দণ্ডায়মান। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০২ ফুট এবং প্রস্থে বেদির প্রস্থের সমান। বেদির পূর্ব্বদিকে নীচে সম্প্রতি বিগতযৌবনা যমুনা শুষ্ক হৃদয়ে ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হইতেছে; পশ্চিম দিকে এক সময়ের কুসুমিত প্রাঙ্গণ এখন শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে। শ্রেণীবদ্ধ স্থূল সমচতুষ্কোণ পরিপাটি স্তম্ভোপরি ছাদ রক্ষিত। ছাদের উপরে কোণে কোণে এক একটি গম্বুজ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র মর্ম্মর শিরোগৃহ। এই সকল গম্বুজের উপরিভাগ পূর্ব্বে গিল্টিকরা তাম্রপাত মণ্ডিত ছিল, কিন্তু কোন লুণ্ঠনকারী তৎসমুদয় অপহরণ করিয়াছে। বহির্দ্দিকস্থ প্রত্যেক স্তম্ভযুগলের পশ্চাতে এক একটি কারুকার্য্যযুক্ত সুগঠিত মর্ম্মর

ঠেস (Balustrade) রহিয়াছে। সাহ জিহান রচিত বিচিত্র সৌধমালার মধ্যে দিওয়ানে খাসের অলঙ্কার ও শয্যা সর্ব্বাপেক্ষা সুরুচিসম্পন্ন এবং মহার্ঘ। কাষ্ঠনির্ম্মিত ছাদতল পূর্ব্বে চমৎকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের জরির কাজে (Feligree Work) সম্পূর্ণ আবৃত ছিল। এইরূপ জরির কাজের জন্য দিল্লীর স্বর্ণকারগণ এখনও বিখ্যাত। ইহার মূল্য ৭ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহা লুণ্ঠন করে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই ছাদতল স্বর্ণ ও রৌপ্যে চিত্রিত হইয়াছে। স্তম্ভগাত্রের ঊর্দ্ধভাগে সোণালি কাজ এবং নিম্নভাগে কয়েকটি পুষ্প রত্নবিন্যাসে অতি সুন্দররূপে অনুকৃত। মধ্যখণ্ডে গৃহের পশ্চাদ্দিক ঘেঁষিয়া এক খানি মর্ম্মর তক্ত রহিয়াছে। ইহারই উপরে ভুবন বিখ্যাত ময়ূরাসন অবস্থিত থাকিত। এই বিচিত্র আসন আপাদশীর্ষ অতি মহার্ঘ রত্নরাজি খচিত করিয়া নিরেট স্বর্ণে নির্ম্মিত হয়। ইহা ৬ ফুট দীর্ঘ এবং ৪ ফুট প্রশস্ত ছিল। চতুর্দ্দিকস্থ দ্বাদশটি দণ্ড আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধদেশে একটি সুবর্ণময় আচ্ছাদন ছিল। এই আচ্ছাদনের চতুষ্পার্শ্বে বিবিধ রত্নযুক্ত ঝালর

ময়ূরাসন

ঝুলিত। আসনের দুই ধারে দুইটি রাজছত্র—ইহাদের দণ্ড ৮ ফুট দীর্ঘ নিরেট স্বর্ণে নির্ম্মিত এবং হীরক খচিত। উপরে রক্ত মখমলের বস্ত্রে স্বর্ণসূত্রে মুক্তামালা গ্রথিত করিয়া সূচিকার্য্য সাধিত হইয়াছিল। পশ্চাদ্দেশে বিবিধ বর্ণের রত্নরাজি গ্রথিত করিয়া ময়ূর পুচ্ছের অনুকরণ করা হইয়াছিল—ইহা হইতেই আসনের 'ময়ূরাসন' নাম হয়। সম্রাট্ সাহজিহানের আজ্ঞাক্রমে অষ্টিন ডি বোর্দো এই অতুলনীয় শিল্পের সৃষ্টি করেন। অভিজ্ঞ ফরাসি জহুরি টেভার্ণীয়ার ইহার মূল্য ৬ কোটি টাকা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। দিল্লীবিজয়ী নাদির সাহ এই সিংহাসন আত্মসাৎ করেন (১১১ পৃষ্ঠা দেখ)।

পর্দ্দা

দিওয়ানে খাসের দক্ষিণে এক খানি বিচিত্র মর্ম্মর প্রস্তরের পর্দ্দা অবস্থিত আছে। এই পর্দ্দার যে অংশের নীচ দিয়া উল্লিখিত নহর রঙ্গমহালের দিকে চলিয়া গিয়াছে সেই অংশ অতি পরিপাটিরূপে জাফরিকাটা। এই সকল জাফরির ফাঁক দিয়া অন্তঃপুরস্থ বেগমগণ রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এই জাফরির ঠিক্ ঊর্দ্ধদেশে ন্যায়পরতার বিখ্যাত য়ুরোপীয় চিহ্ন তুলাদণ্ড

অঙ্কিত রহিয়াছে। পর্দ্দার অন্যান্য ভাগও প্রস্তর রত্নাদি বিন্যাস দ্বারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অলঙ্কৃত।

এই পর্দ্দার পরেই 'সমন বুরুজ'—ঠিক্ কথায় "মসম্মন বুরুজ' বা অষ্টভুজ মন্দির। এই গৃহ এবং এতৎসংলগ্ন পার্শ্বগৃহগুলি অতি সুচিত্রিত। যমুনার ঊর্দ্ধোস্থিত ঝোলান বারান্দার মর্ম্মর প্রস্তরের জাফরিকাটা পর্দ্দাগুলি বড়ই সুন্দর। সম্মন বুরুজ

সমন বুরুজের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলে দক্ষিণে 'ইমতিয়াজ মহাল' বা রঙ্গ মহাল। ইহাই বাদসাহের অন্তঃপুর ছিল। ইহার অংশ বিশেষ মাত্র রক্ষিত হইয়া সৈনিকাবাস রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে এই সুবৃহৎ অট্টালিকার মধ্যস্থিত প্রাঙ্গণোদ্যানও আগ্রার দুর্গস্থ অঙ্গুরীবাগের ন্যায় সুশোভিত ছিল। দিওয়ানে খাসের তলদেশ দিয়া যে নহর চলিয়াছে তাহা এই উদ্যানমধ্যস্থ বিস্তীর্ণ জলাধারে জল প্রবাহিত করিত। সে সময়ে জলাধারের ঊর্দ্ধে উৎসশ্রেণী, নিম্নে মৎস্যবৃন্দ, পার্শ্বে রমণীর দল, চতুর্দ্দিকে পুষ্পরাজি, সর্ব্বোপরি জ্যোৎস্নাজাল নানা ভঙ্গিতে ক্রীড়া করিয়া অতৃপ্তকাম বৃদ্ধ বাদসাহের ভোগ তৃষ্ণাকে আরও তরুণায়মান করিয়া দিত। রঙ্গ মহাল

দিওয়ানে খাসের উত্তর দিকে শ্বেত মর্ম্মর রচিত 'হাম্মাম' বা স্নানাগার। পাশাপাশি তিনটি প্রকোষ্ঠ; প্রত্যেকের উপরেই এক একটি গম্বুজ। ভিতরের কাজ অতি সুচারু। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের মধ্যভাগে এক একটি জলাধার। পশ্চিম দিকের জলাধারে উষ্ণ জল আনয়নের পথ এবং প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র ঘরে জল উষ্ণ করিবার আয়োজন রহিয়াছে। এখন য়ুরোপে যাহাকে "টার্কিস বাথ" বলে এখানে সেই প্রণালীতে স্নান করা হইত। (হাম্মাম)

হাম্মামের পশ্চিম পার্শ্বে শ্বেত মর্ম্মর গ্রথিত মতি-মসজিদ—আকৃতিতে অতি ক্ষুদ্র হইলেও বড়ই শোভাময়। ঊর্দ্ধ ভাগের অতি সৌষ্ঠবযুক্ত স্বর্ণমণ্ডিত গম্বুজত্রয় অট্টালিকার শোভা আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। এজন্য কখনও কখনও ইহাকে সোণেরী মসজিদও বলে। (মতি মসজিদ)

স্নানাগারের উত্তরে হীরা মহাল ও মতি মহাল নামে আরও দুইটি অট্টালিকা ছিল; এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই। তৎপরে "হায়াৎ বক্স বাগ"—এই উদ্যানের মধ্যে চারিদিকে চারিটি শ্বেত প্রস্তর ময় 'বার দ্বারি' বা মণ্ডপ গৃহ আছে, একটির নাম ভাঁদো (ভাদ্র), দ্বিতীয়টির নাম সাওন (শ্রাবণ) (হায়াৎ বক্স বাগ)

ইত্যাদি। যমুনার উত্তরে দুর্গের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে সা বুরুজ ও আসদ বুরুজ নামক দুইটি সমাকৃতি ত্রিতল অষ্টভুজ অট্টালিকা আছে। এই গুলি সরকারি কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

হায়াৎবক্স উদ্যান দিয়া আমরা সলিম গড়ের প্রবেশ পথে পৌছিলাম। সেতুটি সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পথের বাম পার্শ্বস্থ অশ্বশালার মধ্য দিয়া একটি বিস্তৃত পথ ক্রমশঃ ভূগর্ভে চলিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, ইহাই দুই দুর্গের মধ্যে যাতায়াতের পথ ছিল; নতুবা সেতু ভিন্ন দুর্গ হইতে সলিম গড়ে প্রবেশের দ্বিতীয় পথ নাই। লোকে বলে, এ পথ বরাবর আগ্রা দুর্গে গিয়াছে। যাহাহউক, এ কথা তত বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেনা। তৎপরে আমরা দুর্গের লাহোরী দরওয়াজার ভিতর দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিলাম। ৩৭৫ফুট লম্বা একটি সুদীর্ঘ বিস্তৃত এবং উচ্চ আবৃত পথ দুর্গ দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার উভয় পার্শ্বস্থ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরিতে বণিক গণ দোকান পাতিয়া বসিতেন। পথের মধ্য ভাগে একটি বিস্তৃত সুচিত্রিত অষ্ট ভুজ গৃহের গাত্রে পূর্ব্বে কোরাণের বয়েৎ লিখা ছিল।

লাহোরী দরওয়াজার পথ

দুর্গ নির্ম্মাণের ইতিহাস

সম্রাট্ সাহাবুদ্দিন মহম্মদ সাহ জিহান কর্ত্তৃক তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে ১০৪৮ হিজরি (১৬৩৯ খ্রীঃ অব্দে) এই দুর্গের নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া ৮বৎসরে শেষ হয়। নির্ম্মাণ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব ভার প্রথমতঃ ইজ্জৎ খাঁ নামক এক জন সুদক্ষ রাজ কর্ম্মচারির উপর প্রদত্ত হয়। মাল মসলা সংগ্রহ এবং ৩১ ফুট গভীর বুনিয়াদ খনন করিতে তাঁহার ৫ মাস অতিবাহিত হয়। তৎপরে সুবেদার আলিবর্দ্দি খাঁ কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিনি ২ বৎসরে দুর্গ প্রাকার ৩৬ ফুট উচ্চ করিয়া তুলেন। সময় ব্যয়ের তুলনায় নির্ম্মাণকার্য্য কম অগ্রসর হইতেছে মনে করিয়া সম্রাট্ মকর্ম্মৎ খাঁকে নিযুক্ত করেন। ইনি সাড়ে পাঁচ বৎসরে নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করিয়া অবিলম্বে সম্রাট্কে জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট্ তখন কাবুল জয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দিল্লী পৌহছিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন; এবং কাবুলে অব্যাহত প্রভুত্ব লাভের কোন সম্ভাবনা দেখিতে না পাইয়া নজর মহম্মদকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইয়া হিঃ ১০৫৮ অব্দে (১৬৪৯ খ্রীঃ) দিল্লী পৌঁছিলেন। তখন তদীয় আদেশ এবং ইচ্ছানুযায়ী দিওয়ানে আম, দিও-

য়ানে খাস, তন্নিম্নবাহী নহর, হাম্মাম, রঙ্গ মহাল, মতি মস্‌জিদ, প্রভৃতি বিচিত্র বিচিত্র সৌধমালা একে একে নির্ম্মিত হওয়াতে দুর্গাকৃতি দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমানা বালিকার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণতা হেতু নিরতিশয় দর্শনীয়া হইয়া উঠিল। মোটামুটি হিসাবে প্রাকার, পরিখা, দুর্গদ্বার প্রভৃতির জন্য ৫০ লক্ষ এবং অট্টালিকাদির জন্য ৫০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়। শুনা যায়, তাৎকালিক বোগদাদের দুর্গের অনুকরণে এই দুর্গ গঠিত হইয়াছিল। আজ কা'ল দিল্লী ও লাহোরী দরওয়াজার সম্মুখে যে ত্রিভুজাকৃতি ঘোমট বা ঘের দৃষ্ট হয়, দুর্গ নির্ম্মাণ কালে উহা ছিল না। বহুদূর হইতে এই দুই দ্বারের ভিতর দিয়া দুর্গের কতক অংশ দৃষ্টিগোচর হইত বলিয়া সম্রাট্ আওরঙ্গজেব এই দুই ঘোমট দ্বারা দুটি আবৃত করেন। কিন্তু এতদ্দ্বারা কতক পরিমাণে দ্বারের সৌন্দর্য্যহানি হয়। বৃদ্ধ সম্রাট্ সাহ জিহান তখন আগ্রা দুর্গে কারাগৃহে অসহনীয় মনঃকষ্টে কাল যাপন করিতেছিলেন বটে, কিন্তু চিরাভ্যস্ত সৌন্দর্য্যাদর বা সৌন্দর্য্যবোধশক্তি তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার সাধের জিনিষ গুলির এই রূপ দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ

করিয়া পুত্রকে লিখিলেন "প্রিয়তম, দুর্গের শ্রী ভ্রংশ করিয়া ঘোমট নির্ম্মাণ করিয়াছ ?"

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় নগরের বাহিরে পরিদর্শন জন্য ৪৲ টাকায় এক খানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা গেল। নগরের দিল্লী দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াই অনতিদূরে 'ফিরোজ সাহের কোটলা।' ফিরোজ সাহ তোগলক হিজরী ৭৫২ (১৩৫১ খ্রীঃ) দিল্লীর রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া হিজরি ৭৫৫ অব্দে এই কোটলা বা প্রাসাদ নির্ম্মাণ এবং তন্নিকটবর্ত্তী ফিরোজবাদ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। কোটলার এক্ষণে ভগ্নদশা, কিন্তু তৎসংস্থিত একটি স্তম্ভ জীর্ণ স্তূপের উপর জয়স্তম্ভের ন্যায় অদ্যাবধি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাকে চলিত ভাষায় ফিরোজ সাহার লাট বা দণ্ড বলে। প্রকৃত পক্ষে ইহা দিল্লীস্থ দ্বিতীয় অশোক স্তম্ভ (১৫ পৃষ্ঠা দেখ)। ইহা এক খণ্ড লোহিত প্রস্তরে গঠিত ; উচ্চতা ৪০ ফুট এবং নিম্ন ভাগের বেষ্টন ১০ ফুট ৪ ইঞ্চ ; উপরে ক্রমশঃ একটু সরু হইয়া গিয়াছে। ইহা প্রথমতঃ মিরাটে প্রোথিত ছিল, কিন্তু সম্রাট্ ফিরোজ সাহ ইহাকে বর্ত্তমান স্থানে স্থাপিত করেন। লাটের চতুর্দ্দিকে

ফিরোজ সাহের কোট্‌লা

ফিরোজ সাহের লাট

প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, মস্‌জিদ প্রভৃতির ভগ্ন স্তূপ দৃষ্টি গোচর হয়। আর একটু অগ্রসর হইলে পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বৃহৎকায় পুরদ্বার একাকী দণ্ডায়মান। ইহাই হুমায়ুনের সমাধি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত শের সাহার নগরের "কাবুলি দরওয়াজা" ছিল। সচরাচর ইহাকে লাল দরওয়াজা বলে। আরও অগ্রসর হইলে পথের বাম পার্শ্বে "পুরাণ কেল্লা;" সচরাচর লোকে ইহাকে "ইন্দ্রপত্" বলে। ইহা দিল্লী পুরদ্বার হইতে আড়াই মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। ১৫৩৬খ্রীঃ অব্দে সম্রাট্ নাসিরুদ্দিন মহম্মদ হুমায়ুন প্রাচীন বিধ্বংসিত ইন্দ্র-প্রস্থ দুর্গের পুনঃসংস্কার করেন। ইহা ৬০ ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; প্রাচীরের উপরে কোণে কোণে এক একটি গোলাকৃতি শিরোগৃহ; প্রত্যেক ধারের মধ্য ভাগে একটি সুরক্ষিত পুরদ্বার। পথের দিকের পুরদ্বারটি প্রাচীর গ্রথিত করিয়া অনেক দিন হইল বন্ধ করা হইয়াছে। লোকে উহাকে "তালাকি দরওয়াজা" বলে। প্রবাদ এই যে দ্বারের ঊর্দ্ধ দেশে লিখা আছেঃ—"যে ব্যক্তি অশ্বারোহণে এই দ্বার উল্লঙ্ঘন করিয়া মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন তিনিই দিল্লীর রাজা হইবেন।" গাড়ো-

শের সাহের নগরের পুর দ্বার

পুরাণ কেল্লা বা ইন্দ্রপ্রস্থ দুর্গ

য়ান বারম্বার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে ঐ লিখা দেখাইতে লাগিল, কিন্তু আমরা দূর হইতে ঠিক্ করিতে পারিলামনা। দুর্গ মধ্যস্থ অট্টালিকার মধ্যে 'শের মঞ্জিল' এবং 'কেল্লা কোণা' মস্‌জিদ' প্রধান—উভয়ই শের সাহার স্থাপত্য-রুচি প্রকাশ করিতেছে। ১৫৩৯ খ্রীঃ অব্দে শের সাহা হুমায়ুনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দিল্লী অধিকার করত পূর্ব্বোক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং এক নগর স্থাপন করেন।

শের মঞ্জিল

শের মঞ্জিল—ইহা একটি অত্যুচ্চ ত্রিতল অষ্টভুজ গৃহ। অভ্যন্তরে চিনি (Enamel) এবং খচনের (Mosaic) সুনিপুণ কারুকার্য্য রহিয়াছে। ছাদের উপরে একটি খোলা শিরোমন্দির। তথায় উঠিবার জন্ত বহির্দ্দিকের গাত্রে অপ্রশস্ত মর্ম্মর সোপানাবলি ; তৎপ্রান্তে অনুচ্চ নক্‌সাদার প্রস্তর প্রাচীর। রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর হুমায়ুন এই অট্টালিকাকে পাঠাগার রূপে ব্যবহার করিতেন। এক দিন পূর্ব্বোক্ত শিরোমন্দির হইতে সোপানাবলি অবতরণ করিবার সময় নিকটবর্ত্তী মস্‌জিদের আহ্বানকারীর ডাক তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। শাস্ত্রশাসনানুযায়ী হইয়া

তিনি সোপানাবলির উপর জানু পাতিয়া নমাজ আবৃত্তি করিলেন। তৎপরে যষ্ঠিতে ভর দিয়া যেই উঠিতে যাইবেন অমনি মসৃণ মর্ম্মর সোপানের উপর যষ্ঠি পিছলাইয়া গেল, তিনিও সেই সঙ্গে অনুচ্চ প্রাচীরের উপর দিয়া নীচে পড়িয়া গেলেন। এই পতনের চতুর্থ দিবসে তাঁহার মৃত্যু হইল (১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দ)।

কেল্লা কোণা মসজিদ

কেল্লাকোণা মস্‌জিদ—ইহার গঠন এবং কারুকার্য্য অতীব সুন্দর। সম্মুখ ভাগ লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং তাহাতে শ্লেট, মর্ম্মর এবং বিবিধ বর্ণের প্রস্তর বিন্যস্ত করিয়া কাজ করা এবং মনোহারি নাগদণ্ডের (Bracket) উপরে সংস্থিত বারান্দা সকল এবং উভয় কোণে অতিচমৎকারগঠন স্তম্ভযুক্ত খোলা মন্দিরদ্বয় দ্বারা শোভিত। মধ্য প্রবেশপথের নিম্নাংশ শ্বেত মর্ম্মরে বিনির্ম্মিত, তাহাতে কোরাণের বয়েৎ গভীর করিয়া কাটা। উপরে তিনটি গম্বুজ; মধ্যেরটি অতি উচ্চ এবং উহার অভ্যন্তর বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। ১৮৮৩—৮৪ খ্রীঃ অব্দে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে এবং কোল্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে ইহার নষ্টোদ্ধার হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন খাস

কালা মহাল

মহাল, নীলি ছত্রি, গোলাল বাড়ী নামে কয়েকটি প্রধান হর্ম্ম্য আছে। দুর্গের চারি দিকে শের সাহের নগরের ধ্বংসাবশেষ। পথের বাম দিকে ‘কালা মহাল’ নামক অট্টালিকা এবং তাহার ঠিক্ বিপরীত দিকে হুমায়ুননির্ম্মিত জামে মস্‌জিদ।

হুমায়ুনের কবর বাটিকা

এখান হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে হুমায়ূনের কবর বাটিকা। প্রায় ৪০০ গজ সম-চতুষ্কোণ উদ্যানের ঠিক্ মধ্যস্থলে ২০০ ফুট সম-চতুষ্কোণ এবং ২৫ ফুট উচ্চ লোহিত প্রস্তরের অট্টালিকার বৃহৎ ছাদের কেন্দ্রভাগে লোহিত প্রস্তরের সুন্দর কবর-হর্ম্ম্য দণ্ডায়মান। ছাদের উপরে উঠিবার জন্য প্রত্যেক ধারেই এক এক শ্রেণী সোপান আছে। কবর-হর্ম্ম্যের প্রত্যেক দিক্ ১০০ ফুট দীর্ঘ; উপরে মধ্যভাগে শ্বেত মর্ম্মরের প্রকাণ্ড গম্বুজ। প্রাচীরের মধ্যস্থিত পথ দিয়া গম্বুজের পার্শ্ববর্ত্তী ছাদে উঠিলে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। অভ্যন্তরে গম্বুজের ঠিক্ নীচে একটি বৃহৎ গোলাকৃতি মর্ম্মর রচিত প্রকোষ্ঠ—ইহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মর প্রস্তরের শবাধারে সম্রাটের অস্থি সমাহিত আছে। এই প্রকোষ্ঠকে ঘেরিয়া কোণে কোণে এক একটি অষ্টভুজ

প্রকোষ্ঠ; বহির্দ্দিকস্থ বারান্দা দিয়া এই সকল প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা যায়। ইহাদের মধ্যে হুমায়ুনের মহিষী, সম্রাট্ আকবরের জননী নবাব হাজি বেগম (প্রকৃত নাম বানু বেগম মোরিয়ম), আলমগীর সানি (সম্রাট্ আওরঙ্গজেব), আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা দারা সেকো প্রভৃতি শায়িত আছেন।

চতুষ্পার্শ্বস্থ উদ্যান পূর্ব্বে বৃহৎ মর্ম্মর মৎস্যাধার এবং অন্যবিধ অলঙ্কারে শোভিত ছিল; কিন্তু এখন অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকস্থ উচ্চ লোহিত প্রস্তরের সুদৃঢ় প্রাচীর, চারিটি বহির্দ্বার এবং শিরোগৃহাদি দ্বারা শোভিত। সুরক্ষিত থাকাপ্রযুক্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ সময়ে এতন্নিকটবর্ত্তী অধিবাসিগণ এই কবরোদ্যান এবং সবদর জঙ্গের কবরোদ্যানে আশ্রয় লইত। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে দিল্লী নগর ইংরাজকর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইলে পলাতক দিল্লীর রাজা বাহাদুর সাহ এই উদ্যানে আশ্রয় লন; এবং এই স্থানেই কাপ্তেন হগসন সাহেব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বন্দী হন।

সম্রাট্ হুমায়ুনের মহিষী নবাব হাজি বেগম কর্ত্তৃক ১৫৫৭ খ্রীঃ অব্দে এই বাটিকার নির্ম্মাণ আরব্ধ হইয়া ১৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ১৬ বৎসরে কার্য্য-

পরিসমাপ্তি হয়। কথিত আছে, কুতব মিনারের সমীপবর্ত্তী অসম্পূর্ণ মিনারের গাত্র হইতে মর্ম্মর খণ্ড সকল উৎখাত করিয়া এই হর্ম্ম্যের গম্বুজে এবং তন্নিম্নস্থিত প্রকোষ্ঠে ব্যবহৃত হইয়াছিল। অনেক পারস্য কবি এই বাটিকার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন, "যদি কেহ স্বর্গের ছবি দেখিতে চাও, তবে হুমায়ুনের হর্ম্ম্য ও বাগ দেখ।"

আরব কা সরাই

এই সমাধি-বাটিকার সন্নিকটে "আরব কা সরাই" নামক একটি প্রসিদ্ধ লোকালয় আছে। হিজরি ৯৬৮ (১৫৬১ খ্রীঃ অঃ) আকবরের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে নবাব হাজি বেগম 'কাবা' অর্থাৎ মক্কা হইতে ৩০০ আরব আনয়ন করিয়া এই স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানটি প্রাচীর বেষ্টিত এবং প্রবেশের জন্য তিনটি পুরদ্বার আছে।

প্রাচীন সমাধি স্থান—

সন্নিকটে প্রাচীন সমাধি স্থান। ইহার মধ্যে সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক সাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রায় ৬০০ বৎসর বয়স্ক একটি লোহিত প্রস্তরের মস্‌জিদ আছে। উপরে একটি সুদৃশ্য গম্বুজ অষ্টভুজ দেওয়াল হইতে উত্থিত হইয়াছে।

(১) মহম্মদ সাহ রচিত মস্‌জিদ

(২) বাউলি

মস্‌জিদের প্রাচীর সংলগ্ন বিখ্যাত "বাউলি" বা কূপ প্রায় ৪০ ফুট সমচতুষ্কোণ হইবে। ইহার

জল দেখিতে অতি কদর্য্য হইলেও আশ্চর্য্যশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রবাদ আছে। ভূতগ্রস্ত বা নিঃসন্তান স্ত্রীলোকেরা ইহার জল পান করিয়া অভীষ্ট লাভ করে; এমন রোগ নাই এই জল সেবনে যাহার নিবৃত্তি না হয়। কথিত আছে, ফকির নিজামুদ্দিন স্বয়ং সশিষ্য এই কূপ খনন করেন। জলের গভীরতা প্রায় ৪৫ ফুট, তীর হইতে জল প্রায় ৩০ ফুট নিম্নে; অতএব, কূপের গভীরতা সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫ ফুট হইবে. একজন পরিদর্শক লিখিয়াছেন "আমরা যখন এই কূপ পরিদর্শন করিতেছিলাম, সহসা একটা লোক, পার্শ্বস্থ মসজিদের উপরে আসিয়া দেখা দিল, গম্বুজের বক্রতার উপর দিয়া দ্রুতবেগে উঠিয়া গেল এবং কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল; ২।৩ সেকেণ্ডের মধ্যে জল হইতে উঠিয়া বক্‌সিসের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিল।"

(৩) নিজামুদ্দিন

এই কূপের অপর পার্শ্বে সায়েখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার (Saint) সমাধি-মন্দির এবং দরগা। ইনি একজন প্রসিদ্ধ ফকির (সাধু) ছিলেন। হিজরি ৬৩৪ (১২২৭ খ্রীঃ অব্দে) ইঁহার জন্ম এবং হিজরি ৭২৫ (১৩১৮ খ্রীঃ অব্দে) মৃত্যু হয়। একটি শ্বেত মর্ম্মরময় অনতিপ্রশস্ত বৃক্ষাবৃত প্রাঙ্গণের

মধ্যস্থলে শ্বেত মর্ম্মরের সমাধি-মন্দির স্থাপিত। ইহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বড়ই রমণীয়। মন্দিরের মধ্যভাগে একটি উৎকৃষ্ট শ্বেত মর্ম্মরের শবাধারে সায়েথজীর মৃতাবশেষ রক্ষিত। চতুর্দ্দিকে জাফরি কাটা শ্বেত মর্ম্মরের পর্দ্দা; তৎপশ্চাতে অর্থাৎ মন্দিরের বহির্দ্দিক ঘেরিয়া এক শ্রেণী মর্ম্মর স্তম্ভ—ইহাদের উর্দ্ধভাগের থিলানগুলি প্রভৃত কারুকার্য্য বিশিষ্ট। অদ্যাপি প্রতিবৎসর বহু সংখ্যক মুসলমান এই তীর্থ পরিদর্শন করিতে সমাগত হয়।

(৪) মীর্জ্জা জাহাঙ্গীরের সমাধি

প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে আকবর সানির বা দ্বিতীয় আকবরের পুত্র রাজকুমার মীর্জ্জা জাহাঙ্গীরের সমাধি। মীর্জ্জা জাহাঙ্গীর স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিধনের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দিল্লী হইতে নির্ব্বাসিত হন। উপভোগের পূর্ণ পরিতৃপ্তিলাভার্থ ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক পাত্র সুরা নিঃশেষিত করিয়া ইনি অচিরেই চরম দশা প্রাপ্ত হইলেন। পুত্রবৎসল বুদ্ধিভ্রষ্ট সম্রাট্ ভাবিলেন মানসিক যন্ত্রণাই প্রিয়তম পুত্রের অকালে কালগ্রাসে পতনের মূল। রাজভাণ্ডারে যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল ব্যয় করিয়া ১৮৩২ খ্রীঃ

অব্দে পিতা পুত্রের জন্য এই সুরম্য সমাধি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ পর্দ্দা গুলি মর্ম্মর প্রস্তরের উপর উৎকৃষ্টতম খোদাই কার্য্যের আদর্শ স্বরূপ।

(৫) জাহানারার সমাধি

প্রাঙ্গণে আরও কয়েকটি ঐরূপ চমৎকার পর্দ্দা বেষ্টিত মর্ম্মর প্রস্তর রচিত সমাধি রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটির একটু চিত্তাকর্ষক বিশেষত্ব আছে। উহার উপরিভাগে মর্ম্মর প্রস্তরের মূল্যবান্ আবরণের পরিবর্ত্তে সবুজ তৃণাচ্ছাদন রহিয়াছে। শিরোদেশে ভূপ্রোথিত একখণ্ড প্রস্তর ফলকে এই বিশেষত্বের কারণ উল্লিখিত আছে। "আমার সমাধির যেন মূল্যবান্ আচ্ছাদন না হয়। যে দীনাত্মা, তাহার সমাধির জন্য এই তৃণাচ্ছাদনই উপযুক্ত আচ্ছাদন। বিনীতা ক্ষণস্থায়িনী জাহানারা, চিস্তি-সম্প্রদায়ের শিষ্যশ্রেণীভুক্তা, সম্রাট্ সাহ জিহানের দুহিতা।" পুত্র আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বৃদ্ধ পিতা সম্রাট্ সাহ জিহান আগ্রাপ্রাসাদে বন্দী হইলে পিতৃভক্তিমতী এই রমণী স্বেচ্ছাক্রমে অনুগামিনী হইয়াছিলেন এবং পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে) তদ্ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই জাহা-

নারার মৃত্যু ঘটে। কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে তাঁহার আপন ভগিনী নিষ্ঠুরা রুশিনারা বিষ প্রয়োগ দ্বারা প্রাণনাশ করেন।

(৬) মহম্মদ সাহের সমাধি

সম্রাট্ মহম্মদ সাহের কবর।—পূর্ব্বোক্ত কবরের পার্শ্বে পূর্ব্ববৎ শ্বেত মর্ম্মরের পর্দ্দা বেষ্টিত স্থানে সম্রাট্ মহম্মদ সাহের সমাধি। ইঁহার মৃতদেহ পূর্ব্বে যুবরাজের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় দুর্গমধ্যবর্ত্তী হায়াৎবক্স উদ্যানে গুপ্তভাবে সমাহিত হয়, পরে যথাবিহিত সম্মানের সহিত এই স্থানে সমাহিত হইয়াছে। মহম্মদসাহের কমরুদ্দিন খাঁ নামক একজন কার্য্যকুশল প্রভুভক্ত প্রিয় উজীর ছিলেন। ১৭৪৭ খ্রীঃ অব্দে আহম্মদ সাহ দুরানি প্রথমবার ভারত আক্রমণ করিলে তদ্বিরুদ্ধে যুবরাজ আহম্মদ এবং উজীর কমরুদ্দিন খাঁ সিরহিন্দে যুদ্ধযাত্রা করেন। এক দিন সায়াহ্ন কালে বৃদ্ধ মন্ত্রী নমাজে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে বিপক্ষনিক্ষিপ্ত একটা কামানের গোলা তাঁহার উরুদেশ আহত করিল। এই আঘাতে সেই রাত্রিতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। যথাসময়ে মৃত্যু সংবাদ দিল্লীস্থ বাদসাহের নিকট পৌছিলে তিনি শোকে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি ছটফট্ করিয়া কাটাইলেন। পর দিবস রাজ কার্য্যে সমাসীন হইলে ওমরাহবর্গ মন্ত্রীর মৃত্যুতে আপনা-দের অকৃত্রিম দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহাতে বাদসাহের কথঞ্চিৎ প্রশমিত শোক দ্বিগুণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন "হা নিষ্ঠুর অদৃষ্ট, এমন করিয়া কি বৃদ্ধের অবলম্বন ভঙ্গ করিতে হয়? আমি এখন এমন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী কোথায় পাইব?" বলিতে বলিতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। ১৭৪৮ খ্রীঃ ১৪ই এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। যুবরাজ আহ-ম্মদ সিংহাসনারূঢ় হইয়া জনকের 'হজরৎ ফির্দোস আরামগাহ' উপাধি রাখেন।

(৭) আমীর খসরুর সমাধি

এই প্রাঙ্গণের পশ্চাদ্দেশে হজরৎ আমীর খস-রুর দরগা এবং কবর। ইঁহার আসল নাম আবুল হোসেন। খসরু ভারতবর্ষের প্রথম পারস্ত কবি। ইনি ফকির নিজামুদ্দিনের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া "পীর" হন এবং ছয় মাসের মধ্যে (৭২৫ হিজরি) পরলোক গমন করেন। সম্রাট্ আকবর

সাহ এই শ্বেত মর্ম্মরময় মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন।

(৮)চৌষাট্ খাম্বা

নিজামুদ্দিনের দরগা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমরা একটি শোভনীয় শ্বেত মর্ম্মরের সমচতুষ্কোণ অট্টালিকার সমীপে উপস্থিত হইলাম। ইহাকে "চৌষাট্ খাম্বা" বলে। চৌষট্টিটি সমচতুষ্কোণাকৃতি স্তম্ভ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া তদুপরি ২৫টি সুন্দর গম্বুজ সংস্থাপিত হইয়াছে। অট্টালিকার চারিধারে উৎকৃষ্ট খোদাই করা শ্বেত মর্ম্মরের পর্দ্দা রহিয়াছে। অট্টালিকার মেজের উপর অনেক গুলি কবর রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটিতে সম্রাট্ আকবরের পালক পিতা তগ খাঁর পুত্র মীর্জ্জা আজিজ ককুলতাস খাঁ নিহিত আছেন। কবরের উপরিস্থিত মর্ম্মর ফলক খানির কারুকার্য্য অতি বিচিত্র। এই কবরের পার্শ্বে তৎপত্নীর কবর রহিয়াছে।

(৯) তগ খাঁর সমাধি হর্ম্ম্য

তগ খাঁর সমাধি-হর্ম্ম্য—চৌষাট্ খাম্বার সন্নিকটে লোহিত প্রস্তরময় এই হর্ম্ম্যে তগ খাঁ নিহিত হইয়াছেন। শিশু আকবরকে দুগ্ধ পান করাইতেন বলিয়া সাধারণতঃ তাঁহাকে "তগ" খাঁ বলিত। ইঁহার প্রকৃত নাম সমসুদ্দিন মহম্মদ খাঁ। সম্রাট্

আকবরের রাজত্ব কালে সবিশেষ প্রতিপত্তির সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করাতে আজম খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ ইঁহার এবং এতৎপরিবারের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তগ খাঁর পত্নী বিবি মাহম আঙ্গাকে তিনি দিদি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সম্রাটের ধাত্রী মাতার পুত্র দুর্দ্দান্ত আদম খাঁ বিদ্বেষপরবশ হইয়া ইঁহাকে হত্যা করে (হিং৯৬৯)। হিং ৬৭৪ অব্দে তগ খাঁর পুত্র ককুলতাস খাঁ এই হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

এখান হইতে আমরা যে পথ ধরিলাম তাহা দিল্লী নগরের আজমীর দরওয়াজা হইতে যে পথ বরাবর কুতব পর্য্যন্ত গিয়াছে সেই পথের সহিত সবদর জঙ্গের সম্মুখে আসিয়া মিশিয়াছে। যাইতে যাইতে পথের দক্ষিণ পার্শ্বে মাঠের মধ্যে ৪টি কবর হর্ম্ম্য এবং একটি মস্‌জিদ দৃষ্ট হয়। গাড়োয়ান উহাদিগকে লোদি বংশীয় রাজন্যবর্গের কবর-হর্ম্ম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিল।

সবদর জঙ্গের সমাধি বাটিকা

সবদর জঙ্গের সমাধি-বাটিকা—অযোধ্যার রাজপ্রতিনিধি মনসুর খাঁ সবদরজঙ্গ ১৭৪৮ খ্রীঃ সম্রাট্ আহাম্মদ সাহের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মোগল বাদসাহদিগের অধঃপতনের

পর হইতে সিপাহীযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৎবংশীয়দিগকে অযোধ্যার রাজা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু দিল্লীর মুসলমানগণ তাঁহাদের কোম্পানীপ্রদত্ত রাজোপাধি কদাচ স্বীকার করে নাই ; বরং বরাবর বাদসাহের উজিরই মনে করিয়া আসিয়াছে। এই সমাধিবাটিকা তদীয় পুত্র নবাব সুজা উদ্দৌলা প্রস্তুত করান। কবর-হর্ম্ম্য ৩৫০ ফুট সমচতুষ্কোণ বৃক্ষাদিপূর্ণ উদ্যানের মধ্যস্থিত একটি মর্ম্মর প্রস্তরের চৌবুত্রা বা বেদির উপর অবস্থিত। প্রত্যেক দিক্ ১০০ ফুট দীর্ঘ ; চারি কোণে চারিটি দ্বিতল মিনার ; ছাদের উপর মধ্যভাগে একটি সুশোভন গম্বুজ। প্রাচীর লোহিত প্রস্তরের হইলেও স্থানে স্থানে মর্ম্মর প্রস্তরের খিলান প্রভৃতি রহিয়াছে। প্রত্যেক ধারেই খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ আছে। সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠের ছাদতল বিশেষ দর্শনীয়। ইহার কেন্দ্রভাগে একটি সুন্দর মর্ম্মর শবাধার—এটি জওয়াব কবর। ইহার ঠিক্ নীচে বেদির নিম্নস্থ এক কুঠরিতে বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি মৃৎকবর—ইহাই প্রকৃত কবর। এই আচ্ছাদন বস্ত্রের উপরে প্রতিদিন নব নব পুষ্প আস্তৃত হয়।

এখান হইতে কুতবের দিকে অগ্রসর হইলে দূরে বাম পার্শ্বে চির্কি নামক প্রাচীন জনস্থানের দুর্গ, মস্‌জিদ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩৮০ খ্রীঃ অব্দে তোগলক বংশীয় ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে খাঁ জাহাঁ এই সকল নির্ম্মাণ করেন। দুর্গের ভিত্তি অতিশয় সুদৃঢ় ছিল। মস্‌জিদ এক খণ্ড উচ্চ ভূমিতে স্থাপিত। ইহা সমচতুষ্কোণ, দ্বিতল, কোণে কোণে ৫০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ, এবং ইহার উপরিভাগে ৮৯টি ছোট ছোট অলঙ্কৃত সুদৃঢ় গম্বুজ। মস্‌জিদের নিম্নতলে ১০৪টি কুঠরি আছে—প্রত্যেকটি ৯ ফুট সমচতুষ্কোণ। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক দ্বারের নীচে এক একটি, এবং প্রত্যেক স্তম্ভের নীচে এক একটি কুঠরি আছে। উপরে উঠিবার জন্য দক্ষিণ পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে এক একটি পথ আছে—তন্মধ্যে এক্ষণে উত্তর দিকেরটি মাত্র খোলা আছে। সমগ্র অট্টালিকাই পাটল বর্ণের গ্রাণাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত হওয়াতে উহার উপরে কেমন একটি গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িয়াছে। চির্কি

চির্কি হইতে ১ মাইল দূরে বেগমপুর গ্রাম। এই গ্রামে ফিরোজসাহের নির্ম্মিত চতুষ্কোণ স্তম্ভের বেগমপুর

ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। চতুষ্কোণ স্তম্ভ রচনা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এতদ্ভিন্ন এখানে পাঠান স্থপতি-কার্য্যের আরও বিচিত্র বিচিত্র আদর্শ বর্ত্তমান আছে।

কুতব মিনার

তাহার পর জগদ্বিখ্যাত "কুতব মিনার"। দর্শন করিতে করিতে বহুদিনের আশার সিদ্ধিলাভে সিদ্ধিদাতাকে মনে মনে সকৃতজ্ঞ প্রণাম করিলাম। কুতব মিনার বর্ত্তমান দিল্লী হইতে ১১ মাইল দূরে। চতুর্দ্দিকে প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপ। কথিত আছে, ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ। ইহা নিম্ন হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিয়াছে। পাঁচটি সুদৃঢ় প্রচুর কারুকার্য্যযুক্ত ঝুলান বারান্দা দ্বারা ইহা পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। এই সকল খণ্ডের উচ্চতা ব্যাসের অনুপাতক্রমে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়াছে। এই চমৎকার রচনা-কৌশল নিবন্ধন ভূমি হইতে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা বাস্তবিক যত উচ্চ তদপেক্ষা ইহাকে অধিকতর উচ্চ দেখায়। প্রথম তিন খণ্ড লোহিত প্রস্তর এবং পরের দুই খণ্ড মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। নিম্ন খণ্ড বহুভুজ; তাহার পর মিনারটি গোলাকৃতি হইয়াছে। মিনারের তিন খণ্ডের গাত্রে লম্ব ভাবে গভীর খাঁজ কাটা—

প্রথম খণ্ডের খাঁজগুলি একটি অর্দ্ধ বৃত্তাকার পরেরটি সকোণ এইরূপ; দ্বিতীয় খণ্ডের খাঁজ গুলি সমস্তই অর্দ্ধ বৃত্তাকার; তৃতীয় খণ্ডের খাঁজগুলি সমস্তই সকোণ; পরে দুই খণ্ডের গাত্রে কোন খাঁজ নাই। নিম্ন খণ্ডে মিনার বেষ্টন করিয়া ৬ পঙ্‌ক্তি লিপি গভীর খোদাই করা অক্ষরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ঐরূপ ২ পঙ্‌ক্তি; তৃতীয় খণ্ডে ১ পঙ্‌ক্তি; চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে ঐরূপ কোন লিপি নাই। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক খণ্ডের দ্বারের উপরে ঐরূপ লিপি সন্নিবিষ্ট আছে। ৩৭৮টি সোপান আরোহণ করিয়া অগ্রভাগ হইতে নীচের দিকে চাহিলে সেক্ষপীয়রের বর্ণনার কথা মনে পড়ে—

" How fearful
And dizzy 'tis to cast one's eyes so low !
The crows and choughs that wing the midway air
Show scarce so gross as beetles. Halfway down
Hangs one that gathers samphire, dreadful trade,
Methinks, he seems no bigger than his head.
The fishermen, that walk upon the beach,
Appear like mice : and yond' tall anchoring bark,
Diminish'd to her cock, her cock, a buoy
Almost too small for sight. The murmuring surge
That on the unnumbered idle pebbles chafes
Cannot be heard so high. I'll look no more,

Lest my brain turn and the deficient sight
Topple down headlong."

—*King Lear.*

কুতবের উচ্চতা ও পরিমাণ

কুতবের উচ্চতা ও পরিমাণ—কুতবের বর্ত্তমান উচ্চতা ২৪০ ফুট; পূর্ব্বে ইহা আরও ৬০ ফুট উচ্চতর ছিল। ভিত্তির ব্যাস প্রায় ৫০ ফুট; অগ্রভাগের ব্যাস ১৩ ফুট মাত্র। জেনারেল কানিংহাম ইহার পরিমাণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—প্রথম খণ্ডের উচ্চতা ৯৪ ফুট ১১ ইঞ্চি; দ্বিতীয় খণ্ডের ৫০ ফুট ৮ ইঞ্চ; তৃতীয় খণ্ডের ৪০ ফুট ৯ ইঞ্চি; চতুর্থ খণ্ডের ২৫ ফুট ৪ ইঞ্চ; পঞ্চম খণ্ডের ২২ ফুট ৪ ইঞ্চ; একুনে ২৩৪ ফুট।"

কুতবের লিপি

কুতবের লিপি—কানিংহাম সাহেব লিপিগুলির এইরূপ অর্থ করিয়াছেন:— নিম্ন খণ্ডের ঊর্দ্ধতম পঙ্ক্তিতে কোরাণ সরিফ হইতে কয়েকটি বয়েৎ উদ্ধৃত আছে; দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে পরমেশ্বরের চিরপরিচিত নবনবতি আরবীয় নাম; তৃতীয় পঙ্ক্তিতে মুইনদ্দিন আবুল মজফর বিন সামের নাম এবং তাঁহার প্রশংসাবাদ; চতুর্থ পঙ্ক্তিতে কোরাণের একটি বয়েৎ; পঞ্চম পঙ্ক্তিতে সুলতান মহম্মদ বিন সামের নাম এবং স্তুতিবাদ পুনরুক্ত

হইয়াছে; ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিটি কালবশে এবং অজ্ঞ-জীর্ণসংস্কারবশতঃ অনেক পরিমাণে নষ্ট হওয়াতে পড়িবার অনুপযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ সাহেব কোন মতে "আমির-উল-ওমরাহ" অর্থাৎ অভিজাতশ্রেষ্ঠ এই ক'টি শব্দ উদ্ধার করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের নিম্নতর পঙ্‌ক্তিতে কোরাণ সরিফের যে বয়েতে জুম্মা অর্থাৎ শুক্রবারে 'নমাজের' জন্য সকলকে আহ্বান করা হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত আছে; উপরের পঙ্‌ক্তিতে সম্রাট্ আলতামসের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডস্থ পঙ্‌ক্তিদ্বয়েও তাহাই আছে।

প্রথম দ্বারের উপরে লিখা আছে যে সুলতান সামস্ উদ্দিন আলতামসের মিনার জীর্ণ হইলে ৯০৯ হিজরি (১৫০৩ খ্রীঃ অব্দে) কাওয়াস খাঁর পুত্র ফত খাঁ, তাঁহার পুত্র বিহলোল, তাঁহার পুত্র সেকেন্দর সাহের রাজত্বকালে পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বারের উপর লিখা আছে যে সম্রাট্ আলতামস এই মিনারের কার্য্য পরিসমাপ্তির আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তৃতীয় খণ্ডের দ্বারের উপরে সম্রাট্ আলতামসের প্রশংসাবাদ পুনরুক্ত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডের দ্বারের

উপরে লিখা আছে যে আলতামসের রাজত্বকালে মিনার নির্ম্মাণের আদেশ হয়। পঞ্চম খণ্ডের দ্বারের উপরে লিখা আছে যে বজ্রপাতে মিনার নষ্ট হওয়াতে ৭৭০ হিজরি (১৩৬৮ খ্রীঃ অব্দে) সম্রাট্ ফিরোজ সাহ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হয়।

কুতবের ইতিহাস

কুতবের ইতিহাস—কুতব-মিনার ১১৯৫ খ্রীঃ অব্দে বা প্রায় তৎকালে দিল্লীর রাজা কুতবুদ্দিন কর্ত্তৃক আরব্ধ হয়, এবং ১২২৯ হইতে ১২৩৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে রাজা সামস্ উদ্দিন আলতামস কর্ত্তৃক নির্ম্মাণ কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয়। বজ্রপতনে নষ্ট হইলে ১৩৬৮ খ্রীঃ সমাট্ ফিরোজ সাহ ইহার জীর্ণ সংস্কার করেন। কথিত আছে যে, ইনি মিনারের গাত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া বর্ত্তমান সময়ে যে রূপ পল কাটা দৃষ্ট হয় তদ্রূপ করেন; এবং অগ্রভাগে একটি শিরোমন্দির সংযুক্ত করেন। ১৫০৩ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট্ সেকন্দর সাহ দ্বিতীয়বার ইহার জীর্ণ সংস্কার করেন। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে ৩০ শে সেপ্টেম্বরের ভূমিকম্পে মিনারটি বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শীর্ষস্থিত মন্দিরটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায় এবং বারান্দার পুর্ব্বদিকের দন্তপাটিসদৃশ ঠেস্ গুলি নষ্ট হয়।

১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহার তৃতীয় বার সংস্কার কার্য্য সাধন করেন এবং পূর্ব্বতন মন্দিরের অনুরূপ একটি নূতন মন্দির শীর্ষদেশে স্থাপন করেন। কিন্তু ভারত শাসনকর্ত্তা লর্ড হার্ডিঞ্জ নব মন্দিরটি অসম্বদ্ধ ভাবে সংলগ্ন হইয়াছে বিবেচনা করিয়া ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে অগ্রভাগ হইতে নামাইয়া কুতবের এক পার্শ্বে একটি উন্নত ভূখণ্ডে রক্ষা করাইয়াছেন। অদ্যাপি উহা তদবস্থাতেই আছে। ঝুলান বারান্দার প্রান্তে এখন যে প্রস্তরের বেড়া আছে তাহা সেই সময় প্রস্তুত হয়।

আর্কিয়লজিকেল সর্ভের এক বার্ষিক বিবরণে মিঃ বেগলার কুতব হিন্দুদিগের রচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। হিন্দুগণ ইহাকে আপনাদিগের বলিয়াই দাবী করেন। তাঁহারা বলেন যে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরায় স্বীয় দুহিতার প্রাত্যহিক গঙ্গাদর্শনার্থ এই অত্যুচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু কানিংহাম, প্রিন্সেপ প্রমুখ সাহেবগণ বলেন যে উদ্দেশ্য ও গঠন বিষয়ে ইহা সম্পূর্ণ রূপে মুসলমান হর্ম্ম্য; তবে সমস্ত না হউক অধিকাংশ অলঙ্কারাদি হিন্দু ধরণের বটে। ইহাতে অনুমান হয় যে মুসলমানগণের অধীনে হিন্দুগণ

ইহার কারুকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। বাস্তবিক ইহা সমীপবর্ত্তী মস্‌জিদের "মজিনা" স্তম্ভ ছিল অর্থাৎ ইহার উপরে আরোহণ করিয়া মোল্লা উপাসক মণ্ডলীকে উপাসনার্থ আহ্বান করিতেন।

মস্‌জিদ কুয়তুল ইস্‌লাম

মিনারের পাদদেশে 'মস্‌জিদ কুয়তুল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম্ম সম্বর্দ্ধক ভজনালয়। সমগ্র মস্‌জিদ বাটিকা তিন কালে রচিত হয়। নির্ম্মাণ মনোহারিত্বে এবং গঠনকৌশলে ইহা ভারতবর্ষের কোন অট্টালিকারই পশ্চাতে নহে।

মস্‌জিদের সম্মুখ ভাগের দেয়ালের বেধ ৮ ফুট; তাহাতে ৭টি বৃহৎ খিলান পথ—মধ্যবর্ত্তী খিলান ২২ ফুট প্রশস্ত এবং ৫৩ ফুট উচ্চ এবং উভয় পার্শ্বস্থ খিলান কয়টির প্রত্যেকে ১০ ফুট প্রশস্ত এবং ২৪ ফুট উচ্চ। এই প্রকাণ্ড খিলান-শ্রেণীর মধ্য দিয়া দিল্লীর প্রথম মুসলমানগণ ১৩৫ ফুট দীর্ঘ এবং ৩১ ফুট প্রশস্ত একটি গৃহে প্রবেশ করিত। পঞ্চ শ্রেণী দীর্ঘতম এবং উৎকৃষ্টতম খোদকারী পূর্ণ হিন্দু-স্তম্ভ গৃহের ছাদ রক্ষা করিতেছে। মস্‌জিদের সম্মুখ ভাগে ১৪৫ ফুট দীর্ঘ এবং ৯৬ ফুট প্রশস্ত একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণ পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এবং প্রস্থের দিকে দুই সম ভাগে বিভক্ত। পশ্চিমার্দ্ধের

মধ্যস্থলে বিখ্যাত "লৌহ-স্তম্ভ" দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই লৌহ-স্তম্ভ ঘেরিয়া প্রাঙ্গণের চারি পার্শ্বে এবং মধ্যে অসংখ্য প্রকারের সুনিপুণ খোদকারীপূর্ণ বহু শ্রেণী হিন্দু প্রস্তর-স্তম্ভ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রস্তর-স্তম্ভ গুলি হিন্দু দিল্লীর ভাস্কর-কার্য্যের প্রাচীনতম চিহ্ন স্বরূপ বিদ্যমান এবং সম্ভবতঃ এগুলি দশম শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই প্রাঙ্গণের তিনটি প্রবেশ-পথ ছিল—তন্মধ্যে পূর্ব্ব দিকেরটি প্রধান; দক্ষিণদিকের প্রবেশদ্বার বহুকাল হইল তিরোহিত হইয়াছে। মসজিদের এই অংশ দিল্লীর প্রথম মুসলমান নরপতি কুতবুদ্দিন এবাক ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দে নির্ম্মাণ করেন। পৃথ্বীরায়ের দুর্গ এবং নগরাধিকারের পর সপ্তবিংশতি প্রধান হিন্দু দেবালয় ভূমিসাৎ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি দ্বারা এই মসজিদ নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্ব দিকের প্রবেশ-দ্বারের উপর আরবীয় লিপিতে এই কথার উল্লেখ আছে। ১২২৯ খ্রীঃ অব্দে সামস্ উদ্দিন আলতামস এই বৃহৎ মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি পার্শ্ব হর্ম্ম্য এবং তৎসম্মুখে কুতব উদ্দিনের সপ্ত খিলানের প্রত্যেক ধারে আরও পাঁচটি করিয়া খিলান সংযোজন করেন। মসজিদের এই বৃহদা-

রতন নিবন্ধন সম্মুখ ভাগের প্রাঙ্গণকে বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজন হয়। এজন্য তিনি পূর্ব্বরচিত প্রাঙ্গণ অন্তর্ভুক্ত করিয়া তদপেক্ষা ছয় গুণ বৃহত্তর এবং চতুষ্পার্শ্বে স্তম্ভশ্রেণী শোভিত আর একটি প্রাঙ্গণ রচনা করেন। এই পঞ্চ খিলানের মধ্যবর্ত্তীটির বিস্তার ২৪ ফুট, পরের দুই দিকে দু'টির ১৩ ফুট, এবং প্রান্তের দু'টির ৮৷৷ ফুট। পার্শ্বগৃহের প্রাচীর আসল গৃহের প্রাচীরের ন্যায় খোদকারীপূর্ণ। যদিও এই প্রকারে আসল গৃহের সহিত একই ভাব রক্ষিত হইয়াছে, তথাপি এই পার্শ্বগৃহদ্বয় পৃথক্ মস্‌জিদরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

খ্রীষ্টাব্দ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন এই মস্‌জিদসংযুক্ত স্থানের আরও উন্নতি করেন এবং ইহার দক্ষিণ দিকে স্বীয় নামীয় 'আলাই দরওয়াজা' এবং উত্তর দিকে এক অসম্পূর্ণ মিনার রচনা করেন।

কানিংহাম সাহেব বলেন "১৮৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি মস্‌জিদ প্রাঙ্গণের প্রস্তর স্তম্ভগুলি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে স্তম্ভগুলি সমস্তই যোড়া দেওয়া অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের স্তম্ভখণ্ড সমূহ সংযোজন করিয়া

এক একটি স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা দূর হইতে দেখিতে বেশ দেখায় বটে, কিন্তু মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে কোনটির এক অর্দ্ধ খোদকারী পূর্ণ, অপরার্দ্ধে তাহার অভাব, অথবা কোনটির নিম্নভাগ অপেক্ষা উর্দ্ধভাগ স্থূলতর প্রভৃতি অসঙ্গতি ধরা পড়ে।

বৃহৎ খিলান পথটি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য গুলি ভগ্নাবস্থায় আছে।

লৌহস্তম্ভ—ইহা প্রাচীন হিন্দু দিল্লীর অদ্ভুত কীর্ত্তি। ইহার পূর্ণ দৈর্ঘ্য ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চ; নিম্ন প্রান্তের ব্যাস ১৬ ইঞ্চ; উর্দ্ধ প্রান্তের ব্যাস ১২ ইঞ্চ; ২০ ইঞ্চ মৃত্তিকার নিম্নে একটি প্রস্তর খণ্ডের সহিত দৃঢ় সংবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রাখা হইয়াছে। ইহা নরম পেটা লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত। শিরোভাগটি তৃতীয় শতাব্দীর বৌদ্ধ অনুশাসন-স্তম্ভসমূহের শিরোভাগের ন্যায় পলকাটা; উপরে একটি গর্ত্ত আছে; কোনরূপ মূর্ত্তি স্থাপনোদ্দেশে ঐরূপ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ধব নামা কোন নরপতি কর্ত্তৃক ৩১৯ খ্রীঃ অব্দে ইহা নির্ম্মিত বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রস্তর লাটের ন্যায় ইহাতেও একটি

লৌহ স্তম্ভ

লিপি খোদিত ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই লিপির তারিখ উল্লিখিত নাই। এই লিপিতে ইহাকে রাজা ধব বা ভবের কীর্ত্তিভুজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রিন্সেপ সাহেব খ্রীষ্টাব্দ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দী ইহার নির্ম্মাণ-কাল অনুমান করেন; কিন্তু টমাস সাহেব বলেন যে স্তম্ভের লিপির অক্ষরাঙ্কন পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহার এত প্রাচীনত্ব অনুমান হয় না। সাধারণতঃ ইহা পৃথ্বীরায়ের রচিত বলিয়া কথিত হয়।

নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এই রূপ একটি গল্প আছে— জ্যোতির্বিগণ গণনা করিয়া পৃথ্বীরায়কে তাঁহার রাজ্যপতনের সম্ভাবনা জ্ঞাপন করেন এবং বিষধর বাসুকির মস্তকোত্থানই ইহার কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। তবে যদি তিনি লৌহ-দণ্ড প্রোথিত করিয়া বাসুকির মস্তক চাপিয়া রাখিতে পারেন তবে তাঁহার অরিষ্ট কাটিয়া গিয়া রাজ্য সুদৃঢ় হইতে পারে। কিন্তু যদি তিনি একবার ঐ দণ্ড উত্তোলন করেন তবে আর বাসুকির উত্থানশীল মস্তক তেমন ভাবে চাপিতে পারিবেন না এবং তাঁহার রাজ্যপতন অবশ্যম্ভাবী হইবে। তদনুসারে এই লৌহ-দণ্ড নির্ম্মিত ও প্রোথিত হয়। কিয়ৎ-

কাল পরে জ্যোতিষিগণের বাক্যে সন্দেহহেতুই হউক বা বাসুকির মস্তক স্পর্শ করিয়াছে কি না জানিবার জন্য কৌতূহল হেতুই হউক তিনি লৌহদণ্ড উত্তোলন করিতে আদেশ দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তখন দর্শকমণ্ডলী এবং সন্ত্রাসিত নৃপতি দেখিলেন যে দণ্ডপ্রান্তে সদ্যঃ রক্ত সংলগ্ন রহিয়াছে। এতদ্দৃষ্টে তিনি দণ্ড পুনর্ব্বার প্রোথিত করাইলেন বটে কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না। অল্প কালের মধ্যেই তিনি মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজ্য, জীবন সকলই হারাইলেন। দিল্লীর হিন্দুরাজ্য তদবধি লোপ হইয়া গেল।

ডাক্তার ফার্গুসন সাহেব এতদুপলক্ষে বলিয়াছেন "এতদ্দ্বারা একটি অভাবনীয় বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে ইউরোপেও অধিক দিন পূর্ব্বে যে প্রকার লৌহ-দণ্ড নির্ম্মাণ করিতে জানিত না এবং এখনও সচরাচর যেমনটি প্রস্তুত হয় না, এরূপ বৃহৎকায় লৌহ-দণ্ড হিন্দুগণ তৎকালে প্রস্তুত করিয়াছিল। যখন আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি যে এই লাট নির্ম্মাণের কয়েক শতাব্দী পরেও তাহারা কানারাকের প্রসিদ্ধ কালা মন্দিরে (Black Pagoda) এত বড় লৌহ-দণ্ড

সকল ব্যবহার করিয়াছিল, তখন আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে যে তাহারা পূর্ব্বে এই ধাতুর ব্যবহার বিষয়ে বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর অভ্যস্ত ছিল। ইহাও সমান আশ্চর্য্যের বিষয় যে ১৪০০ বৎসর কাল ঝড় বৃষ্টি সহিয়া ইহা এখনও প্রায় অকলঙ্ক আছে এবং শিরোভাগের পল গুলি এবং গাত্রস্থ লিপি উভয়ই নূতনের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও পরিষ্কার রহিয়াছে।"

অসম্পূর্ণ মিনার

অসম্পূর্ণ আলাউদ্দিন মিনার—কুতব বাটিকার উত্তরে মিনার হইতে ৪০০ ফুট দূরে 'কুতবের' দ্বিগুণ পরিধি বিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড মিনার অসম্পূর্ণ এবং ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা ৪০ ফুট মাত্র উত্থিত হইয়াছিল। খিলিজিবংশীয় নরপতি আলাউদ্দিন ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কুতব মিনার হইতে ইহাকে দ্বিগুণ উচ্চ এবং মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণ করা তাঁহার মনস্থ ছিল।

সম্রাট আলতামসের সমাধি মন্দির

মসজিদের উত্তর-পশ্চিমকোণে সম্রাট্ সামস্উদ্দিন আলতামসের সমাধি-হর্ম্ম্য। ছাদটি পড়িয়া গিয়াছে। অভ্যন্তরস্থ প্রাচীর গাত্র পর্য্যাপ্ত খোদকারী সমন্বিত এবং মধ্যস্থলে উচ্চ বেদির উপরে শবাধার স্থাপিত।

আলাই দরওয়াজা

কুতবের ঠিক্ দক্ষিণ দিকে আলাউদ্দিনের দরওয়াজা বা 'আলাই দরওয়াজা'। ইহা ৫৬॥ ফুট সমচতুষ্কোণ; প্রাচীরের বেধ ১১ ফুট। প্রত্যেক দ্বারেই অশ্বক্ষুর (Horse shoe) খিলান যুক্ত উচ্চ প্রবেশপথ আছে। ইহাদের ৩টির উপরিস্থিত আরবীয় লিপিতে প্রসিদ্ধ সেকেন্দর সানি উপাধি সম্বলিত আলাউদ্দিনের নাম এবং কাল ৭১০ হিজরি (১৩১০ খ্রীঃ অব্দ) পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে। ইহার অভ্যন্তর ভাগ অতি বিচিত্র। কানিংহাম সাহেব বলেন "আমি পাঠান স্থপতি কার্য্যের যত গুলি আদর্শ দেখিয়াছি তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।"

আলাউদ্দিনের দুর্গ বা প্রাসাদ

কুতব বাটিকার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে আলাই দরওয়াজার অপর পার্শ্বে আলাউদ্দিনের বিস্তীর্ণ এবং সুদৃঢ় রাজপ্রাসাদ এবং দুর্গ অবস্থিত ছিল। এখন সমস্তই ভগ্ন স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। আলাউদ্দিন ১২৯৫ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর রাজা হন্— ইনি নিরক্ষর এবং নৃশংসপ্রকৃতি ছিলেন।

আদম খাঁর সমাধি-মন্দির

এই আলাই দরওয়াজার পূর্ব্ব পার্শ্বে আদম খাঁর সমাধি মন্দির (১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দ)। সমগ্র মন্দির মর্ম্মর নির্ম্মিত; উর্দ্ধে একটি সুন্দর গম্বুজ; চারি দিকে অষ্টভুজ বারান্দা। প্রাচীরের মধ্য

দিয়া যে সোপানাবলি আছে, তাহাতে উপরে যাইবার শিঁড়ি নিম্ন দিকে গিয়াছে এবং নিম্নে যাইবার শিঁড়ি উপরের দিকে উঠিয়াছে; ইহাতে পরিদর্শকের এক কৌতূহলজনক ভ্রম হইয়া থাকে। এ জন্য লোকে ইহাকে 'ভুল ভুলিয়া' বা ধাঁধাঁ বলে। ইহা এখন বিশ্রাম-ভবন রূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে বিশ্রাম করিতে হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইতে হয়। আদম খাঁ সম্রাট্ আকবরের ধাত্রী মাতার পুত্র। ইনি অতি দুর্দ্দান্ত এবং কোপন-স্বভাব ছিলেন। উজির সামস্ উদ্দিন মহম্মদ খাঁকে হত্যা করার অপরাধে ইনি ১৫৬২ খ্রীঃ অব্দে সম্রাটের আদেশে দুর্গ প্রাচীরের উপর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিহত হন। সন্নিকটে একই কালের ও গঠনের আর একটি মন্দির আছে। উহা আকবরের পালকপিতা মহম্মদ কুলি খাঁর সমাধি-মন্দির ছিল (১৫৫০ খ্রীঃ অব্দ)। দ্বিতীয় আকবর সাহের সময়ে দিল্লীর ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট স্যর থিয়োফাইলস মেটকাফ ইহাতে স্বীয় আবাস স্থান নির্দ্ধারিত করেন। তদবধি ইহা মেটকাফ হাউস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে; এখন ইহা বিলাতী হোটেল রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সন্নিকটে 'জামালি কামালি' নামক মসজিদ ও কবর (১৫২৮ খ্রীঃ অব্দ)। এ দু'টি টালির কাজ দ্বারা সজ্জিত। ১৮৮৩-৮৪ সালে গবর্ণমেণ্ট ইহার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছেন। জামালি কামালি মসজিদ

কুতব-বাটিকার উত্তর পশ্চিমকোণে দ্বিতীয় অনঙ্গপাল নির্ম্মিত 'লাল কোট' দুর্গ (১০৬০ খ্রীঃ অব্দ)। পরিধি ২॥ মাইল। ইহা অতি সুদৃঢ় ছিল বলিয়া প্রতীতি জন্মে; কারণ, প্রধান প্রাচীরের অনেক অংশই এখনও পূর্ব্ববৎ দৃঢ় অবস্থায় আছে। এতৎ সংলগ্ন চারি মাইল দীর্ঘ দৃঢ় প্রস্তর বেষ্টনযুক্ত স্থানই প্রাচীন হিন্দু দিল্লী ছিল। ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দে তদানীন্তন আজমীর ও দিল্লীপতি পৃথ্বীরায় থানেশ্বরের যুদ্ধে নিহত হইলে ভারতবিজেতা সাহাবুদ্দিন ঘোরির প্রতিনিধি কুতব উদ্দিন এই দুর্গ ও নগর অধিকার করিয়াছিলেন। অনঙ্গ পালের লালকোট্ দুর্গ　প্রাচীন হিন্দু দিল্লী

কুতব হইতে ফিরিবার কালে পথে আজমীরি দরওয়াজার বাহিরে ২ মাইল দূরে "যন্ত্র মন্ত্র" নামক বেধশালা (Observatory)। জয়পুরের প্রখ্যাতনামা জ্যোতিষী ভূপতি মহারাজা জয়সিংহ ১৭৩০ খ্রীঃ অব্দে বা প্রায় তৎকালে ইহা নির্ম্মাণ জয়সিংহের যন্ত্র মন্ত্র

করেন। তৎপূর্ব্বে (১৬৮০ খ্রীঃ) বারাণসীস্থ বিখ্যাত মানমন্দিরও ইনিই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১৮৫৭ অব্দে বেরেসফোর্ড সাহেব ইহার এই রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন:—(১) "সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অট্টালিকাটি একটি প্রকাণ্ড নিরক্ষ সূর্য্যঘটিকা (Equatorial Sundial)—মহারাজা ইহার নাম "সম্রাট্ যন্ত্র" রাখিয়াছিলেন। ইহার সমকোণীত্রিভুজাকৃতি শঙ্কুর (Gnomon) পরিমান এইরূপ:—কর্ণ ১১৮ ফুট ৫ ইঞ্চ, লম্ব ৫৬ ফুট, ভিত্তিমূল ১০৪ ফুট। এই অট্টালিকাটি অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে।

২) অনতিদূরে বৃহৎ ঘটিকার সম্মুখভাগে অপর একটি অট্টালিকা অপেক্ষাকৃত উত্তম অবস্থায় আছে—ইহাও একটি সূর্য্য-ঘটিকা অথবা অনেক গুলি সূর্য্য-ঘটিকা একত্রিত। কেন্দ্রস্থলে অগ্রভাগে উঠিবার জন্য সোপানাবলি আছে। এতৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীরগুলি এককেন্দ্রিক বৃত্তার্দ্ধগুলির শঙ্কু হইয়াছে। ক্ষিতিজের (Horizon) সহিত এই বৃত্তার্দ্ধ গুলি ভিন্ন ভিন্ন অবনতিতে অবস্থিতি করিয়া বেধশালার যাম্যোত্তর বৃত্ত (Meridian Circle) হইতে নির্দ্দিষ্ট কোণ অন্তর অন্তর যাম্যোত্তর বৃত্ত

স্বরূপ হইয়াছে। বহিঃপ্রাচীর চারিটি পূর্ব্ব ও পশ্চিম-দিকে অবস্থিত দুই ক্রমচিহ্নাঙ্কিত (Graduated) বৃত্তপাদের (Quadrant) শঙ্কুস্বরূপ। একটি প্রাচীর এই চারিটি শঙ্কুকে সংযোজিত করিয়া রহিয়াছে। ইহার উত্তর ধারে অৰ্দ্ধবৃত্তাকার প্রাচীর—ইহার সাহায্যে জ্যোতিষ্কগণের উচ্ছ্রায় (Altitude) জানা যাইতে পারিত। (৩) এবং (৪) সম্রাট্ যন্ত্রের দক্ষিণদিকে উহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে দুইটি গোলাকার অট্টালিকা—উহাদের ঊর্দ্ধদিক্ খোলা এবং কেন্দ্রভাগে একটি স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভের নিম্নদেশ হইতে ৩০ খানি ক্রমস্থূল প্রস্তর ফলক স্তম্ভ বেষ্টন করিয়া স্তম্ভ ও গোলাকার প্রাচীরের সহিত অনুপ্রস্থভাবে (Horizontally) সংলগ্ন রহিয়াছে—ইহারা প্রত্যেকে ৬° অংশ পরিমিত বৃত্ত-খণ্ড (Sector)। প্রতি ফলকদ্বয়ের মধ্যেও ঐ পরিমাণ অর্থাৎ ৬° অংশ বৃত্তখণ্ডাকৃতি ফাঁক থাকাতে ৩০ খানি প্রস্তর ফলক এবং ৩০টি ফাঁক একত্র করিয়া ৩৬০° অংশ অর্থাৎ পূর্ণবৃত্ত হইয়াছে। পর্য্যবেক্ষণ-ফল গ্রহণকালে পর্য্যবেক্ষকের আরোহণের সুবিধার্থ এই সকল ফাঁকের মধ্যে প্রাচীর গাত্রে যথোপযুক্ত স্থানে ছিদ্র কাটা আছে।

প্রাচীর-গাত্রে এবং বৃত্তখণ্ডের উপর ক্রমচিহ্ন অঙ্কিত আছে। এতদ্দ্বারা কেন্দ্রবর্ত্তী স্তম্ভের ছায়ার সাহায্যে সূর্য্যের প্রাত্যহিক উচ্ছ্রায় স্থির করা হইত।

এই উভয় অট্টালিকাই সর্ব্বাংশে এক প্রকার হওয়াতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে একই সময়ে বিভিন্ন পর্য্যবেক্ষকদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ-ফল গ্রহণ করাইয়া তাঁহাদের তারতম্য দ্বারা ভ্রম নিরসন করার উদ্দেশ্যেই এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।"

সময়াভাবে আমাদিগকে এক বেলাতে এই সমস্ত দেখিতে হইয়াছিল। কিন্তু দুই দিন সময় লইলে দেখিবার বিশেষ সুবিধা হয়। এক দিন প্রাতে দিল্লী দরওয়াজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া ফিরোজ সাহের কোটলা, ইন্দ্রপৎ, হুমায়ুনের সমাধি-বাটিকা, নিজামুদ্দিন, চির্কি, বেগমপুর প্রভৃতি দেখিয়া অপরাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন। দ্বিতীয় দিন প্রাতে আজমীরি দরওয়াজা দিয়া বাহির হইয়া যন্ত্র মন্ত্র, সবদরজঙ্গ, কুতব-বাটিকা, লালকোট দুর্গ, প্রাচীন হিন্দু দিল্লী এবং তোগলকাবাদ দেখিয়া অপরাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন। মাধ্যাহ্নিক খাবার দ্রব্য অবশ্যই সঙ্গে লইতে হইবে।

দিল্লী তোগলকাবাদ

দিল্লী তোগলকাবাদ—কুতব মিনার

হইতে ৩॥০ মাইল দূরে তোগলকাবাদ নগর এবং দুর্গ সংস্থিত। ১৩২৪ খ্রীঃ তোগলক বংশীয় প্রথম ভূপতি গিয়াসুদ্দিন তোগলক বা তোগলক সাহ-কর্ত্তৃক ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হয়; কিন্তু নগর সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়; (১৩২৫ খ্রীঃ অব্দে)। নগর প্রাকার প্রায় বর্ত্তমান দিল্লীর সমান স্থান অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল; কিন্তু অধিকাংশ স্থানে আদৌ অট্টালিকা নির্ম্মিত হয় নাই। নগরের আকৃতি অর্দ্ধ ষড়্ভুজ ক্ষেত্রের ন্যায়; তিন ধারের প্রত্যেকের দৈর্ঘ্য অর্দ্ধ মাইলের অধিক হইবে এবং অপর ধার ১॥ মাইল। সমগ্র নগরের বেষ্টন প্রায় ৪ মাইল।

দুর্গ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত এবং বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসকল সন্নিবেশপূর্ব্বক নির্ম্মিত; প্রস্তর খণ্ড সকল এত বড় ও ভারী যে ঐ গুলিকে নিশ্চয় ঐ পাহাড় হইতেই কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল। কানিংহাম সাহেব এরূপ কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড পরীক্ষা করেন; তন্মধ্যে বৃহত্তম খণ্ডের দৈর্ঘ্য ১৪ ফুট, প্রস্থ ২ ফুট, ২ ইঞ্চ, বেধ ১ ফুট ১০ ইঞ্চ এবং ওজন সম্ভবতঃ ১৬৩॥ মণ হইবে। উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিকের ক্ষুদ্রতর বাহুগুলি

গভীর পরিখা দ্বারা রক্ষিত ; দক্ষিণ দিকস্থ বৃহত্তর বাহুর সম্মুখে একটি বিস্তৃত সরোবর, ইহার ‸ ক্ষণ পূর্ব্বকোণে দৃঢ় বাঁধ বাঁধিয়া জলের গতি অবরুদ্ধ হইয়াছে। দুর্গের এই ধারে পাহাড় কাটিয়া ফেলিয়া খাড়া করা হইয়াছে। এই খাড়া ধারের উপর হইতে প্রাচীর ৪০ ফুট উত্থিত হইয়াছে ; প্রাচীরের উপরে আবার ৭ ফুট উচ্চ করিয়া দ্বিতীয় প্রাচীর (parapet) এবং তৎপশ্চাতে ১৫ ফুট উচ্চ তৃতীয় প্রাচীর রহিয়াছে। সরোবরের সমতল হইতে প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ৯০ ফুট, দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিমকোণে উপদুর্গ বা রাজপ্রাসাদ সমগ্র দুর্গের ষষ্ঠাংশ যুড়িয়া ভগ্নাবস্থায় অবস্থিত আছে। উপদুর্গের অভ্যন্তরের দিকের প্রাচীরের নীচে গম্বুজ-যুক্ত এক শ্রেণী গৃহ ; তাহাতে দুর্গরক্ষক সৈনিক-দিগের আবাস স্থান নিরূপিত ছিল। দুর্গ প্রবেশের জন্য ১৩ টি দ্বার এবং উপদুর্গে প্রবেশের জন্য দুর্গা-ভ্যন্তরে ৩ টি দ্বার; দুর্গের অভ্যন্তরে ৭ টি দীর্ঘিকা আছে এবং জামে মস্‌জিদ, বুজমন্দর, প্রভৃতি অনেক বৃহৎ ও বিচিত্র অট্টালিকার ভগ্ন স্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে।

তোগলক সাহের সমাধি-মন্দির—ইহা

তদীয় পুত্র মহম্মদ তোগলক সাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহা তোগলকাবাদের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের বাহিরে সরোবর মধ্যে পঞ্চভুজ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং ২৭ টি খিলানের উপর রক্ষিত ৬০০ ফুট দীর্ঘ সেতু দ্বারা দুর্গের সহিত সংলগ্ন। কবর-মন্দির অভ্যন্তরে ৩৮॥ ফুট সমচতুষ্কোণ, বহির্দ্দিকে ৬১॥ ফুট। মন্দিরের প্রাচীর ৩৮॥ ফুট উচ্চ—নিম্ন ভাগের বেধ ১১॥ ফুট, উর্দ্ধ ভাগের বেধ ৪ ফুট মাত্র; ইহা লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত এবং বাহিরের দিকে ঢালু। উপরে শ্বেত মর্ম্মরের বৃহৎ গম্বুজ—ব্যাস অভ্যন্তরে ৩৪ ফুট, বহির্দ্দিকে ৪৪ ফুট; উচ্চতা ২০ ফুট, গম্বুজের উর্দ্ধে লোহিত প্রস্তরের টোপর, তদুপরি চূড়া। সুতরাং মন্দিরের সমগ্র উচ্চতা প্রায় ৮০ ফুট। প্রত্যেক ধারের মধ্যস্থলে অশ্বক্ষুর খিলানযুক্ত ২৪ ফুট উচ্চ প্রবেশ-পথ। বহির্দ্দিকের লোহিত প্রস্তর গাত্রে শ্বেত মর্ম্মর খচিত করিয়া অলঙ্কৃত করা হইয়াছে।

মন্দিরের মধ্যে তিনটি কবর—একটিতে সিরাজউদ্দিন তোগলক সাহ, একটিতে তদীয় মহিষী মখদুমে জাঁহা (অর্থাৎ জগন্মাতা), তৃতীয়টিতে মহম্মদ তোগলক সাহ শায়িত আছেন। কবর গুলি পূর্ব্বে শ্বেত মর্ম্মরাবৃত ছিল, এক্ষণে তাহা তিরোহিত

হইয়াছে। মহম্মদ তোগলক জীবদ্দশায় বিস্তর নির্ম্মম কার্য্য সাধন করিয়া যান। ফিরোজ উদ্দিন (পরে সম্রাট্ ফিরোজ সাহ তোগলক) এই রূপ অনেক ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি রাজত্ব লাভ করিয়া মহম্মদের পাপরাশি ক্ষালনার্থ এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এতৎসম্বন্ধে দিল্লী ফিরোজাবাদের জামে মস্‌জিদস্থিত ফিরোজ সাহের ক্ষোদিত লিপি হইতে ফেরেস্তা রচিত গ্রন্থে এই রূপ উদ্ধৃত আছে :—আমার ভূতপূর্ব্ব প্রভু এবং রাজা মহম্মদ তোগলকের কোপানলে যে সকল ব্যক্তি ভস্মীভূত হইয়াছে তাহাদের জীবিত আত্মীয় বান্ধবদিগকে আমি কষ্ট স্বীকার করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি এবং বৃত্তি দ্বারা বা অন্য ভাবে সংস্থান করিয়া দিয়া বর্ত্তমান কালের সাধু ও পণ্ডিত মণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহার প্রতি ক্ষমা এবং মার্জ্জনা মঞ্জুর করিতে তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছি। এই সকল সাধু ও পণ্ডিতবর্গের সাক্ষ্য-সূচক স্বাক্ষর ও নামের মোহর মার্জ্জনা পত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। এই সমস্ত কাগজ পত্র আমি একটি বাক্সে পুরিয়া মহম্মদ তোগলকের সমাধির গর্ভে নিহিত করিয়াছি।” এই সকল কাগজ

সম্ভবতঃ এখনও সম্পূর্ণ অক্ষত রহিয়াছে; কারণ কবর গুলি উত্তম অবস্থায় আছে।

আমরা রাত্রি ৮ টার সময় বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৯—২২ মিনিটের টেনযোগে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলাম।

বুধবার (১৪ই অক্টোবর; ১৮৯২)—

এই দিন বেলা ৬ টার সময় আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কাণপুর ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া লক্ষ্ণৌর টিকিট গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। এখান হইতে গাড়ী প্রথমতঃ শেষোক্ত রেলওয়ের কাণপুর ষ্টেসনে পৌছিল। তাহার পর ৩।৪টি ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া বেলা ১০ টার সময় আমরা লক্ষ্ণৌ ষ্টেসনে উপনীত হইলাম।

লক্ষ্ণৌ।

কলিকাতা হইতে ৭২৭ মাইল।

এই অতি প্রাচীন নগর গোমতী নদী তীরে অবস্থিত। প্রবাদ যে ইহা লক্ষ্মণকর্তৃক স্থাপিত হয়। সদৎ খাঁ নামক জনৈক খোরাসানী বণিক্ মোগল সম্রাট্ মহম্মদ সাহের সৈনিক কার্য্যে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ অযোধ্যার শাসন কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হন। তিনি এই নগরকে আপন রাজধানী মনোনীত করেন। ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে অযোধ্যার তদানীন্তন শাসন-কর্ত্তা তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা মনসুর খাঁ সবদরজঙ্গ সম্রাট্ আহাম্মদ সাহ কর্তৃক উজীর বা প্রধান মন্ত্রী মনোনীত হন। তদবধি তদ্বংশীয়েরা নবাব-উজির বলিয়া আখ্যাত হইতেন। সবদর জঙ্গের প্রপৌত্র গাজি উদ্দিন হায়দরের সময় হইতে মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তদ্বংশীয় দিগকে রাজা বলিয়া

স্বীকার করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ডালহৌসি তদানীন্তন রাজা বিলাসপ্রিয় কার্য্য-পরাঙ্মুখ অকর্ম্মণ্য ওয়াজিদ-আলি সাহকে কুশাসনাপরাধে রাজ্যচ্যুত করিয়া অযোধ্যা ব্রিটিশ শাসন ভুক্ত করিয়া লন; এবং কলিকাতার মেটিয়াবুরুজ নামক উপনগরে নবাবের আবাস এবং বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। কিছুদিন হইল ইঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইঁহার পুত্র সন্তান ছিল না—এক মাত্র কন্যা ও জামাতা জাহান কাদির মীর্জ্জা গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া মেটিয়াবুরজের প্রাসাদে বাস করিতেছেন।

এখানে আহারীয় দ্রব্যাদি সুলভ। ষ্টেসনে চেষ্টা করিলেই ভাড়াটে বাড়ী পাওয়া যাইতে পারে। বিলাতী হোটেল—ইম্পিরিয়েল হোটেল, হজরৎগঞ্জ হোটেল।

অপরাহ্নে পরিদর্শনার্থ বাহির হওয়া গেল। প্রথমতঃ কাইসর বাগ। একটি অতি সুপ্রশস্ত পুষ্পোদ্যানের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া ক্রমান্বয়ে সৌধের পরে সৌধ চলিয়াছে; মধ্যভাগে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত সুবৃহৎ বারদ্বারী অট্টালিকা। প্রাঙ্গণে প্রবেশার্থ সকল দিকেই বৃহৎ দরওয়াজা আছে। কাইসর বাগ

এই রাজ ভবন নবাব ওয়াজিদ আলী সাহের কীর্ত্তি—গৃহ সজ্জার উপকরণাদি সমেত ইহার নির্ম্মাণে ৮০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়। পূর্ব্ব দিকের 'লাখী দরওয়াজা' দিয়া আমরা প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। ইহার নির্ম্মাণে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে লাখী দওয়াজা বলে। এই দরওয়াজার কবাটের গাত্রে রাজচিহ্ন স্বরূপ মৎস্যাঙ্গনাযুগল অঙ্কিত আছে। চতুর্দ্দিকস্থ সৌধ রাজিতে অন্তঃপুরিকাগণ অবস্থিতি করিতেন। মধ্যস্থিত 'বারদ্বারী' ভবন প্রমোদাগার ছিল, এখন জনসাধারণের সভাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রতি বৎসর ১লা ভাদ্র তারিখ এই উদ্যানে এক বৃহৎ মেলা হইত; সেদিন সহরের সকল লোকই মেলায় প্রবেশাধিকার পাইত। সম্প্রতি বারদ্বারীর উত্তর দিকে ক্যানিং কলেজের অট্টালিকা উঠিয়াছে। প্রাঙ্গণের উত্তরাংশের সৌধরাজি গবর্ণমেণ্ট ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছেন। পশ্চিমদিকের 'লাখী দরওয়াজা' পার হইয়া, বাহিরে

কাইসর পছন্দ

যাইতে পথের বামদিকে 'কাইসর পছন্দ' নামক একটি শোভাময় হর্ম্ম্য—ইহার অগ্রভাগে গিল্টি-করা একটি অর্দ্ধ বৃত্তাকৃতি এবং একটি অর্দ্ধ গোল-

কাকৃতি চিহ্ন। অযোধ্যার দ্বিতীয় রাজা নবাব নাসির উদ্দিন হায়দরের উজীর (মন্ত্রী) রোসন উদ্দৌল্লা কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়; এইহেতু ইহা "রোসন উদ্দৌল্লা" নামেও আখ্যাত হয়। পরে নবাব ওয়াজিদ আলি সাহ ইহা আত্মসাৎ করিয়া তদীয় প্রিয় বেগম মোস্কুল সুলতানের প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সম্মুখে 'শের দরওয়াজা' (সিংহ-দ্বার)। যখন সেনাপতি হেবলক এবং সেনাপতি আউট্রাম ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৮৫৭ খ্রীঃ) আলমবাগে বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া ২৫শে সেপ্টেম্বর নগরের ভিতর দিয়া রেসিডেন্সির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন লাখী দরওয়াজার সম্মুখে স্থাপিত কামানের লক্ষ্যশূন্য গোলার আঘাতে সেনাপতি নীল এই শের দরওয়াজার সন্নিকটে আহত হন —এজন্য ইংরাজেরা এই দরওয়াজার 'নীল-দ্বারপথ' নাম দিয়াছেন। ডা'নদিকে নবাব সদৎআলী খাঁ ও তাঁহার মহিষী মুরসিদ্ জাদির সমাধি হর্ম্ম্যদ্বয়। প্রথমোক্ত সমাধি হর্ম্ম্যকে সাধারণতঃ 'জনাৎ আরামবাগ' (অর্থাৎ 'যাঁহার আত্মা স্বর্গে বাস করিতেছে') কহিয়া থাকে। উভয় হর্ম্ম্যই তৎপুত্র গাজিউদ্দিন হায়দর নির্ম্মাণ করেন। একটু অগ্রসর হই-

শের-দরওয়াজা বা নীল দ্বার

সেই পথের ডা'নপার্শ্বে নদীতীরে দুইটি রাজপ্রাসাদ অবস্থিত আছে—একটির নাম "ছত্তর মঞ্জিল," অপরটির নাম "ফারহাৎ বক্‌স"। ইহাদের বিপরীত দিকে পথের বামপার্শ্বে "কসর-উল-সুলতান" বা লাল বারদ্বারী।

ছত্তর মঞ্জিল

ছত্তর মঞ্জিল নবাব নাসির-উদ্দিন হায়দর অন্তঃপুরিকাদিগের আবাসার্থ নির্ম্মাণ করেন। দুইটি গিল্টি করা ছত্রাকৃতি দ্বারা চিহ্নিত বলিয়া ইহার এই আখ্যা হইয়াছে। ইহা এক্ষণে ক্লবহাউস (Club-House) এবং পবলিক লাইব্রেরি (Public Library) বা জনসাধারণের পুস্তকাগাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ফারহাৎ বক্‌স

ফারহাৎ বক্‌স (বা 'আনন্দ-প্রদাতা') সদৎ আলী খাঁর সময় হইতে কাইসর-বাগ নির্ম্মাণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজপ্রাসাদ ছিল—রাজা স্বয়ং উহাতে বাস করিতেন। ইহার নদী-তীরস্থ অংশ সকল জেনারেল মার্টিন নামক এক ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পরে তিনি উহা নবাব সদৎ আলী খাঁর নিকট বিক্রয় করেন। প্রাসাদের অবশিষ্ট অংশ এবং কসর-উল-সুলতান উক্ত নবাবের আদেশে পরে নির্ম্মিত হয়।

কসর-উল-সুলতান

কসর-উল-সুলতানের মধ্যে রাজ-তক্ত (রাজ সিংহাসন) অবস্থিত থাকিত এবং উহা রাজদরবার প্রভৃতির

জন্য মাত্র ব্যবহৃত হইত। নূতন রাজ্যাভিষেকোপলক্ষে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নব ভূপতিকে সিংহাসনে বসাইতেন এবং তৎপরে ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার শাসনভার গ্রহণ স্বীকার করিতেছেন ইহার নিদর্শন স্বরূপ "নজর" (উপঢৌকন) প্রদান করিতেন। যখন বাদসা বেগম এবং মুন্নাজান উভয়েই এই গৃহস্থিত রাজ-তক্ত অধিকারের চেষ্টা করেন, তখন চির প্রথানুসারে মুন্নাজানের পক্ষাবলম্বিগণ তৎকালীন রেসিডেণ্ট কর্ণেল লোকে শাসন ভারগ্রহণ স্বীকারের নিদর্শন স্বরূপ নজর প্রদানের জন্য বাধ্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। এই হর্ম্ম্যে এক্ষণে মিউজিয়াম বা যাদু ঘর এবং পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই মিউজিয়ামে সাহ আলমের বড় বেগম, তাজ মহল, নুরজাহান, জাহানারা, জীবনোন্নেসার, বাবর মহল, আওরঙ্গজেব, আকবর, ইত্যাদি দিল্লীর অনেক সম্রাট্ সাম্রাজ্ঞী, রাজকুমার এবং রাজকুমারীগণের গজদন্তের উপর অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু সংগৃহীত আছে।

তৎপরে আমরা রেসিডেন্সিতে গেলাম। এই বৃহৎ বাটিকা নবাব সদৎ আলী খাঁর সময় নির্ম্মিত রেসিডেন্সি বাটিকা

হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে অনুচ্চ প্রাচীরের বেষ্টন এবং তন্মধ্যে অনেকগুলি বৃহৎ অট্টালিকা অবস্থিত ছিল। প্রধান অট্টালিকা ত্রিতল; তাহার এক পার্শ্বে একটি উচ্চ চূড়া (Tower) ছিল। ইহার পশ্চিম পার্শ্বস্থ অংশের একতল মৃত্তিকার নিম্নে অবস্থিত আছে; এই অংশকে 'তাইখানা' বলে। পূর্ব্বে এই বাটিতে রেসিডেণ্ট বাস করিতেন বলিয়া ইহাকে "রেসি-ডেন্সি" বলিত। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে অযোধ্যা ব্রিটিশ শাসনভুক্ত হইলে অযোধ্যার চিফ কমিশনর স্যর হেনরি লরেন্স উহাতে বাস করিতেন। বহির্দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অট্টালিকাতে রেসিডেন্সির মিলিটারি গার্ডের সেনানায়ক কর্ণেল বেলি অবস্থিতি করিতেন—এক্ষণে এই অট্টালিকা তদীয় নামানুসারে বেলি গার্ড, চলিত ভাষায় বেলি গারদ, নামে ইতিহাসে এবং জগতে বিখ্যাত। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে মে লক্ষ্ণৌ নগরে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। লরেন্স পূর্ব্বেই ইহার আভাস পাইয়াছিলেন, সুতরাং বিদ্রোহের উপক্রমেই নগরস্থ সমস্ত ইউরোপীয়দিগকে রেসিডেন্সিতে একত্রিত করিয়া তাঁহাদিগের রক্ষার্থ সচেষ্ট হইলেন। স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাদিগকে তাইখানার নিম্নতলের

নিরাপদ কক্ষ সকলে রক্ষা করিলেন ; পরে এইস্থানে রোগে অনেকের মৃত্যু ঘটে। বেলি তাঁহার অধীনস্থ ক্ষুদ্র সৈন্যদল মাত্র সম্বল করিয়া অমিত পরাক্রমে অগণ্য শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বেষ্টন-প্রাচীর নিমেষে তিরোহিত হইল। কামানের গোলার আঘাতে অট্টালিকা সকলের জানালা, কবাট, প্রাচীর, এমন কি ছাদ পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন ফেরুর পাল দেখিয়া বিচলিত হয় না, তেমনি এই দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ সিংহেরা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। রেসিডেন্সি আক্রমণের কিয়দ্দিন পরেই বীর লরেন্স প্রাণত্যাগ করিলেন। এক দিন তিনি আপন গৃহের নিম্নতলের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে দাঁড়াইয়া কয়েক জনের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন, হঠাৎ কক্ষস্থ গবাক্ষ দিয়া বিপক্ষনিক্ষিপ্ত একটা সেল (Shell) প্রবেশ করিয়াই ফুটিয়া গেল। ইহার তিন দিন পরে (৪ঠা জুলাই) তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেও আদেশ করিয়া গেলেন, "বশ্যতা স্বীকার করিও না।" এই ভাবে চারি মাস কাল এই মুষ্টিমেয় বীর পুরুষেরা রেসিডেন্সি এবং তদাশ্রিত

ইউরোপীয়গণকে রক্ষা করিলেন। ওদিকে রমণী-গণ প্রাণপণে আহতদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের শৌর্য্যের কথা শুনিয়া জগৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। কি অতুলনীয় শৌর্য্য! ধন্য বেলি! ধন্য তোমার গার্ড!!

অবশেষে ২৫শে সেপ্টেম্বর জেনারেল হেবলক ও আউট্রাম রেসিডেন্সিতে আসিয়া পৌঁছিলেন বটে; কিন্তু তখনও ইউরোপীয়দিগের উদ্ধারের কোন সুযোগ পাইলেন না। পরে নবেম্বরের মধ্যভাগে স্যর কলিন ক্যাম্বেল (পরে লর্ড ক্লাইড) ইঁহাদিগের উদ্ধার সাধন করিলেন।

রেসিডেন্সি বাটিকাকে গবর্ণমেণ্ট স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ যত দূর সম্ভব তখনকার অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছেন। একটি গভীর শোকচ্ছায়া সমগ্র স্থানকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে; পদার্পণ মাত্র প্রাণ সেই ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। যে দিকে চাও ভগ্ন অট্টালিকার ভগ্ন প্রাচীর সকল অতীত অপূর্ব্ব বীরত্বের সাক্ষিস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বহির্গাত্রের সর্ব্বত্র অসংখ্য গুলি গোলাপাতের চিহ্ন; কোন কোন স্থানে কামান বৃহৎ বৃহৎ ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছে। প্রস্তর ফলকের উপর "বেলি গার্ড," "এই প্রকোষ্ঠে স্যর

হেনরি লরেন্স আহত হইয়াছিলেন," "তাইখানা," "এখানে সুসানা পামার গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন, বয়স ১৯ বৎসর," "এখানে স্যর হেনরি লরেন্স প্রাণত্যাগ করেন," "বেগম কুঠি," প্রভৃতি লিখিয়া প্রধান প্রধান অট্টালিকা ও স্থান গুলি গবর্ণমেণ্ট চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। বেলি গার্ডের সম্মুখভাগে নিহত বীরদিগের স্মৃতিচিহ্ন; আর একটু অগ্রসর হইলে উন্নত স্তূপের উপর লরেন্সের স্মৃতিচিহ্ন। ইহার বাম পার্শ্বস্থ অট্টালিকাকে আহতদিগের চিকিৎসালয় করা হইয়াছিল, এবং উহারই এক কক্ষে লরেন্স প্রাণত্যাগ করেন।

সমাধি স্থান

রেসিডেন্সিসংলগ্ন গীর্জ্জাঘরের প্রাঙ্গণে লক্ষ্ণৌয়ে নিহত ব্যক্তিগণ সমাহিত হইয়াছেন—এই খানে লরেন্স, নীল, ব্যাঙ্ক্‌স প্রভৃতি খ্যাতনামা যোদ্ধৃগণ এবং আরও কত বীর পুরুষ শায়িত আছেন। ইঁহাদের কবরোপরি অঙ্কিত লিপিগুলি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। রেসিডেন্সি অবরোধের সময় বিদ্রোহিগণ গীর্জ্জাগৃহ ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছিল, তাহা আর পুনর্গঠিত হয় নাই; কিন্তু সমাধি-প্রাঙ্গণটি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

রেসিডেন্সির অনতিদূরে গোমতী তীরে সুন্দর

লৌহ সেতু

লৌহ-সেতু। ইহা গাজিউদ্দিন হায়দরের ফরমায়েষ মতে ইংলণ্ড হইতে আনীত হইয়াছিল, কিন্তু পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ৩০ বৎসর পরে ইহা বর্ত্তমান স্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

দেল খোস বৃক্ষবাটিকা

বৃহস্পতিবার (১৫ই অক্টোবর ১৮৯২)—বেলা ৬টার সময় আমরা 'দেল খোস' প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। উহা নবাব সদৎ আলি খাঁ কর্ত্তৃক শিকার-আবাসরূপে নির্ম্মিত হয়। অট্টালিকা জীর্ণাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তৎসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানটি গোলাপ প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষ দ্বারা সুসজ্জিত। নবাবের অন্তঃপুরস্থা রমণীগণের ইহা একটি প্রিয় নিকেতনছিল। বোধ হয়, এস্থানের জনশূন্যতা এবং স্বচ্ছন্দচারণোপযোগিতাই ইহার কারণ। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানের জঙ্গল আবাদ করিয়া তিনি এক বিস্তৃত বৃক্ষবাটিকা (Park) প্রস্তুত করেন এবং তাহা বিস্তর মৃগ এবং অন্যান্য শিকার্য্য জন্তু দ্বারা পূর্ণ করেন। লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি উদ্ধারের প্রাক্কালে এই প্রাসাদ ও বৃক্ষবাটিকা স্যর কলিন ক্যাম্বেলের প্রধান আড্ডা হইয়াছিল। প্রথমতঃ এখানে থাকিয়া বিদ্রোহিদিগের অনেকগুলি আড্ডা অধিকার

করিলে পর তাঁহার রেসিডেন্সির দিকে অগ্রসর হইবার সুযোগ ঘটে।

মার্টিনিয়ার

তৎপরে আমরা "মার্টিনিয়ার" দেখিতে গেলাম। ইহাকে "কনষ্টেন্‌সিয়া"ও বলিয়া থাকে; সাধারণ লোকে "মার্টিন কুঠি" বলে। ইহা একটি অর্দ্ধবৃত্তাকার অতি প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা; মধ্য অংশ নব তল। এই মধ্যাংশের ক্রোড়ে একটি উচ্চ ও বিস্তৃত বেদি। ছাদের ধারে ধারে কোণে কোণে নানা রূপ কৌশল সম্পন্ন প্রতিমূর্ত্তি—সিংহ এবং তাহার চক্ষুর পরিবর্ত্তে লেম্প; চীন দেশীয় সন্ন্যাসী এবং স্ত্রীলোকেরা মাথা নাড়িতেছে; এতদ্ভিন্ন গ্রীক্ মিথলজির যত দেব দেবী। নবতল অট্টালিকার ছাদতলে প্লাষ্টার ও বর্ণ যোগে গ্রীক মিথলজির ঘটনা সমূহ ছাঁচে প্রস্তুত করিয়া যোজিত হইয়াছে। অট্টালিকার সম্মুখ ভাগে একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা; তন্মধ্যে একটি অত্যুচ্চ স্তম্ভ বা মিনার। অগ্রভাগে উঠিবার জন্য মধ্য দিয়া সোপানাবলী আছে এবং অগ্রভাগে একটি শিরোগৃহ আছে। এক শতাব্দী হইল ক্লড মার্টিন নামে এক জন ছিটওয়ালা ফরাসীস সামান্য সৈনিক ভাবে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন

এবং পরিশেষে সৈনিক বিভাগে মেজর জেনারেল পদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। ইনিই রাশি রাশি মুদ্রা ব্যয়ে এই বিচিত্র অট্টালিকা সৃজন করেন। কথিত আছে যে ইহা প্রথমতঃ নবাব আসফ উদ্দৌল্লার রাজ প্রাসাদ হইবার প্রস্তাব হয়। ইহার কার্য্য একবারে সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মার্টিন পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে ইহাতে একটি স্কুল স্থাপনের জন্য অর্থ রাখিয়া যান এবং যাহাতে অট্টালিকাটি রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইতে না পারে তজ্জন্য স্বীয় মৃতদেহ ইহাতে সমাহিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়া যান। তদবধি ইহাতে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্রোহের সময় সিপাহিগণ ইহাতে তাহাদের প্রধান আড্ডা করিয়াছিল। সেই সময়ে সিপাহিরা অট্টালিকার প্রভূত অপচয় করে এবং মার্টিনের কবর ভাঙ্গিয়া অস্থি সকল চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়।

এই অট্টালিকার অভ্যন্তর পরিদর্শন করিতে হইলে স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়।

সেকেন্দর-বাগ

সেকেন্দর বাগ—চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত

একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বাটিকা। নবাব ওয়াজিদ আলী খাঁ, সেকেন্দর মহল নাম্নী তাঁহার এক বেগমের জন্য ইহা নির্ম্মাণ করেন। দুই সহস্র সিপাহী এই স্থান অধিকার করিয়া ব্রিটিশ সৈন্যের উপর অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ করিতেছিল। ৯৩ সংখ্যক হাইল্যাণ্ডার দল এবং ৫৩ সংখ্যক পদাতিক দল এই স্থান অবরোধ করত একটি একটি করিয়া সমস্ত সিপাহীগণকে বিনাশ করে।

নজফ আশ্রফ বা সা নজফ—ইহা অযোধ্যার প্রথম রাজা নবাব গাজি উদ্দিন হায়দরের সমাধি বাটিকা। নজফ নামক পাহাড়ের উপর মুসলমান গুরু মহম্মদের জামাতা আলির যে সমাধি-হর্ম্ম্য আছে তদনুকরণে এই হর্ম্ম্য রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। গাজি উদ্দিন এই হর্ম্ম্য সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন; তাহার আয় হইতে সমস্ত ব্যয় চলিতেছে। এখানে অযোধ্যার রাজাদিগের এবং তাঁহাদের প্রিয়তমা মহিষীগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাঙ্কিত চিত্র আছে। নজফ আশ্র·

রেসিডেন্সি উদ্ধারের কালে স্যর কলিন ক্যাম্বেল এই বাটিকার সম্মুখে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিরোধ

প্রাপ্ত হন। স্তর উইলিয়ম পিল বড় বড় কামান দ্বারা দুই ঘণ্টা ধরিয়া প্রাচীরে আঘাত করিতে লাগিলেন; ও দিকে ব্রিগেডিয়ার হোপ্ একাকী অরক্ষিত একটি ক্ষুদ্র দরওয়াজার সন্ধানে গেলেন। যেই তিনিও উহা খুঁজিয়া পাইলেন, অমনি এ দিকে গোলার পুনঃ পুনঃ আঘাতে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গেল এবং ভগ্ন স্থানের ভিতর দিয়া দলে দলে ব্রিটিশ সৈন্য প্রবেশ করিতে লাগিল।

উইঙ্গফিল্ড পার্ক

উইঙ্গফিল্ড্ পার্ক—এই সরকারী উদ্যান তাৎকালিক চিফ্ কমিশনারের নামে হইয়াছে। ইহা সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ দ্বারা শোভিত এবং ইহাতে নানা জাতীয় হরিণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই উদ্যানে যে সকল মর্ম্মর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে তাহা সমস্তই "কাইসর-বাগ" হইতে উঠাইয়া আনা হইয়াছে।

চিফ্ কমিশনারের কুঠি—বীর মেজর হডসন সাহেব বেগম কুঠি আক্রমণ করিতে গিয়া সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া এই গৃহে প্রাণ ত্যাগ করেন।

তারাওয়ালী কুঠি (Observatory)—কায়সরবাগের বিপরীত দিকে পথের অপর পার্শ্বে স্থাপিত;

ইহাতে এখন ব্যাঙ্কের আফিস বসিয়াছে। এই গৃহের সম্মুখস্থিত ভূখণ্ডে ধোরেরা রাজা ও নিগৌলি রাজার প্রেরিত ইউরোপীয় বন্দীদিগকে হত্যা করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এই স্থানে একটি স্মৃতি-চিহ্ন উঠাইয়াছেন ; তাহাতে দুর্ভাগ্যদিগের নাম অঙ্কিত আছে।

প্রস্তর সেতু।—১৭৮০ খ্রীঃ নবাব আসফ উদ্দৌলা গোমতীর উপরে এই সুন্দর সেতু প্রস্তুত করেন।

মচ্ছিভবন ইমামবারা

মচ্ছি-ভবন দুর্গ (মৎস্যভবন-দুর্গ)—ইহা একটি প্রাচীন সুদৃঢ় দুর্গ, এখনও উত্তম অবস্থায় আছে। ৩০ শে মে বিদ্রোহের উপক্রমে লরেন্স ইহাকে সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছিলেন ; অবশেষে ২রা জুলাই রেসিডেন্সি রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া সৈন্যগণকে উহা পরিত্যাগ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

আসফ উদ্দৌলা ইমামবারা—কখনও কখনও ইহাকে মচ্ছিভবন ইমামবারা বা শুদ্ধ ইমামবারাও বলে। স্থাপত্য-কার্য্য বিষয়ে লক্ষ্ণৌ-এর মধ্যে এই অট্টালিকাই সর্ব্ব প্রধান। প্রথমতঃ একটি বহির্দ্বার—বিপরীত দিকে তাহার

জওয়াব। এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে অপেক্ষাকৃত একটি উচ্চতর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে শোভনীয় অট্টালিকা সমূহ দৃষ্ট হয়। এই প্রাঙ্গণ পার হইয়া একটি অতি চমৎকার দ্বারের মধ্য দিয়া তদপেক্ষা উচ্চতর প্রশস্ততর আর এক প্রাঙ্গণে উপনীত হইলে তোমার সম্মুখে অপর ধারে সমগ্র দৈর্ঘ্য যুড়িয়া প্রকাণ্ড ইমামবারা; তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে মস্‌জিদ, বাম পার্শ্বে একটি বৃহৎ কূপ। ইমামবারা অট্টালিকা যেমন সুদৃঢ় তেমনি সুদর্শন; গভীর ভিত্তির উপর স্থাপিত; প্রাচীরের বেধ ১২ ফুট। মধ্যস্থলে বৃহৎ হল ১৬৭ ফুট দীর্ঘ এবং ৫২॥ ফুট প্রশস্ত; দুই পার্শ্বে ৫৩ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট দুইটি অষ্টভুজ কক্ষ; সম্মুখে সুপ্রশস্ত দর-দালান। সমগ্র দ্বিতল যুড়িয়া একটি অতিবিঘূর্ণিত গোলোকধাঁধাঁ নির্ম্মিত হইয়াছে। দর্শকগণ ইহাতে একবার প্রবেশ করিলে পুনরায় বাহির হইতে অনেক সময়ই অসমর্থ হইয়া পড়ে বলিয়া দ্বিতলের পরিদর্শন রহিত হইয়াছে। অভ্যন্তরের চিত্র ও সজ্জাদি লক্ষ্ণৌ পুনরধিকার কালে ব্রিটিশ সৈন্যেরা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। হলের মধ্যভাগে নবাব আসফ উদ্দৌল্লা শায়িত আছেন।

আসফ উদ্দৌল্লা প্রচুর অর্থ রাশি ব্যয় করিয়া এই বাটিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নির্ম্মাণ বিষয়ে এই রূপ গল্প আছে ঃ—নবাব দুইটি নিয়ম করিয়া অট্টালিকার নক্‌সা আহ্বান করেন—(১) তাহা অন্য কোন অট্টালিকার অনুকরণ হইবেনা; (২)সৌন্দর্য্য এবং শোভা বিষয়ে ইহা অন্যান্য অট্টালিকাকে অতিক্রম করিবে। কৈফিয়ৎ উল্লা নামক এক জন মিস্ত্রীর নক্‌সা নবাবের মনোনীত হয় এবং তদনুসারে বর্ত্তমান্ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। কৈফিয়তের নক্‌সা নবাবের বদান্যতার উপযোগী হয় নাই, অট্টালিকার দিকে চাহিয়া এমন কথা বলা যায় না।

রুমি দরওয়াজা

রুমি দরওয়াজা—এই দ্বারই ইমাম বারার বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার প্রকাশ্য পথ। ইহা যেমন বিশাল তেমনি বিচিত্র এবং শোভাসম্পন্ন।

হোসেনাবাদ ইমামবারা

হোসেনাবাদ ইমামবারা—পূর্ব্বোক্ত ইমাম বারার অনতিদূরে ইহা অবস্থিত। ইহা মহম্মদ আলি সাহের কীর্ত্তি। আয়তনে বৃহৎ না হইলেও সৌন্দর্য্যে ইহা লক্ষ্ণৌএর কোন অট্টালিকার পশ্চাতে নহে। প্রাঙ্গণোদ্যানের এক পার্শ্বে জগন্মুগ্ধকরী অননুকরণীয়া তাজের অতি কদর্য্য ক্ষুদ্র গঠনানু-

করণ। প্রাঙ্গণের পশ্চিম ধারে ইমাম বারার অট্টালিকা—উপরের গিল্টি করা গম্বুজটির গঠন বড়ই মনোহর। মহম্মদ আলি সাহ স্বীয় মাতৃদেবীকে উহাতে সমাহিত করিয়াছেন এবং স্বয়ং শৈশব কালের ন্যায় মাতৃপার্শ্বে শায়িত আছেন। মহম্মদ আলি সাহ মৃত্যুকালে অট্টালিকার সংস্কার প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বহু অর্থ রাখিয়া যান।

মহম্মদ আলি হোসেনাবাদের পথিপার্শ্বে একটি বিস্তৃত সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। ইহার পশ্চিম তীরে অতি সুন্দর একটি ঘড়ী-ঘর সম্প্রতি গ্রথিত হইয়াছে। পূর্ব্বতীরে একটি অতি সুন্দর অট্টালিকা ইহাও নব-রচিত। অভ্যন্তরস্থ একটি প্রশস্ত হলের প্রাচীরে অযোধ্যার সমস্ত নবাবদিগের তৈলালেখ্য যথাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রবেশ পথের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিলে—

নবাবদিগের তৈলালেখ্য

১ম চিত্র—বংশের প্রতিষ্ঠাতা অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা সদৎ খাঁ। তৎপার্শ্বে পশ্চাৎভাগে কুতব মিনার।

২য় চিত্র—তজ্জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র নবাব

কাণপুর।

কলিকাতা হইতে ৬৮৫ মাইল।

ইহা একটি বৃহৎ সামরিক ষ্টেসন। ১০ বর্গ মাইল স্থান যুড়িয়া ক্যানটনমেণ্ট। সৈনিক বিভাগীয় কর্ম্মচারী এবং ইউরোপীয় ছাড়া ৬০,০০০ লোক ক্যাণ্টনমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত স্থানে বাস করিয়া থাকে। ইহাতে ৭০০০ সৈন্যের থাকিবার স্থান আছে। কাণপুর চর্ম্ম ব্যবসায়ের জন্য সবিশেষ বিখ্যাত। এখানে জুতা, পোর্টমেণ্টো, ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি পাওয়া যায়।

ষ্টেসনে পৌছিয়াই আমরা তাড়াতাড়ি নগর-দর্শনে বাহির হইলাম। নগর ষ্টেসন হইতে ২ মাইল দূরে। প্রথমতঃ "মেমোরিয়াল উদ্যানের" দিকে গেলাম। এই মেমোরিয়াল উদ্যান কি, বুঝাইতে গেলে পাঠককে বিদ্রোহইতিহাসের

মেমোরিয়াল উদ্যান

বীভৎসতম পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখাইতে হইবে। প্রসিদ্ধ বিদ্রোহ সময়ে স্যর হিউ হুইলর নামে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ বহুদর্শী সেনাপতি কাণপুরের সেনানায়ক ছিলেন। ১০ই মে মিরাটের বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামাত্র তিনি সহরের বাহিরে একটা পুরাতন সেনানিবাসের চতুর্দ্দিকে উচ্চ করিয়া মৃত্তিকা-স্তূপ উত্তোলন এবং তন্মধ্যে খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ৪ঠা জুন সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর দিকে প্রস্থান করিল। তৎকালে শেষ পেশোয়া বাজি রাওর দত্তকপুত্র ধুন্দুপন্থ ওরফে নানা সাহেব কাণপুর হইতে ৬ মাইল দূরে বিঠোর নামক স্থানে বাস করিতেন এবং সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে বিঠোরের রাজা বলিত। নানা সাহেব সিপাহিদিগকে নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া ফিরাইয়া লইয়া ৬ই জুন মধ্যাহ্নকালে হুইলরের মৃদ্দুর্গ আক্রমণ করিলেন। দুর্গে অল্প সংখ্যক ইংরাজ সৈন্য মাত্র ছিল, অথচ ইউরোপীয় পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক বালিকার সংখ্যা অনেক বেশী। ১৯ দিন পর্য্যন্ত ইউরোপীয়গণ প্রাণপণে শত্রুর ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন; কিন্তু এদিকে খাদ্য

দ্রব্যের অপ্রতুল নিবন্ধন দিনের পর দিন অনাহারে থাকিতে হইল। হুইলর খাদ্য দ্রব্যের যত সংস্থান রাখিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যে কারণেই হউক আদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল না; তিনিও সময় থাকিতে এ ভুল সংশোধন করেন নাই। ২৫শে জুন নানা সাহেব দুর্গে সংবাদ পাঠাইলেন যে অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের এলাহাবাদ পঁহুছিতে তিনি কোনরূপ বাধা প্রদান করিবেন না। ২৭শে জুন প্রাতে ৪৫০ প্রাণী নৌকারোহণার্থ এক মাইল দূরস্থিত সাতে চৌড়া ঘাটে উপনীত হইলেন। সকলে নৌকারোহণ করিয়াছে, হঠাৎ পশ্চাদ্দিক হইতে গভীর শৃঙ্গধ্বনি হইল, অমনি নদীর উভয় কূল হইতে হতভাগ্য নৌকারোহিদিগের উপর বারিধারার ন্যায় গুলিবর্ষণ হইতে লাগিল—বজরার ছই'এ আগুন ধরিয়া গেল। পুরুষেরা অনেকেই নিহত হইল, অনেকেই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল;—ইহাদের চারিজন * মাত্র রক্ষা পাইয়াছিল। অবশিষ্টের কেহ কেহ বন্দী হইল, কেহ মরিল। তখন ১২০ জন

* লেপ্টেনেন্ট মব্রে টমসন, লেপ্টেনেন্ট ডিলাফস, প্রাইভেট্ মার্ফি, এবং প্রাইভেট সালি।

স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাকে নৌকা হইতে তুলিয়া নানা সাহেবের আড্ডার এক গৃহে আবদ্ধ রাখা হইল। ৭ই জুলাই হেবলক এলাহাবাদ হইতে কাণপুরের দিকে রওয়ানা হইলেন। ১৫ই জুলাই রাত্রিতে তিনি ১৪ মাইল কুচ করিয়া কাণপুর হইতে ৮ মাইল দূরে ছাউনি করিলেন। সেই রাত্রিতে নৃশংস নানা সাহেব স্বীয় পরাজয়ে ক্রোধান্ধ হইয়া ২০০ জন বন্দী স্ত্রীলোক ও শিশুর বধাজ্ঞা প্রদান করিলেন। লিখিতে লজ্জা হয়, ভাবিলে রোমাঞ্চ হয়, নৃশংসেরা এই সকল নিরপরাধিনী অবলাদিগকে এবং সংসারানভিজ্ঞ শিশুদিগকে তরবারি, বেয়নেট, কুঠার, বা ছুরিকা দ্বারা যথেচ্ছভাবে হত্যা করিল এবং পরদিন প্রাতে রক্তাক্ত মৃত এবং মুমূর্ষুদিগকে সমীপবর্ত্তী কূপে নিক্ষেপ করিয়া এই পৈশাচিক কাণ্ডের অসম্পূর্ণতা টুকু পূর্ণ করিয়া রাখিল। বিদ্রোহ দমনের পর গবর্ণমেণ্ট স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ হত্যাগৃহ এবং কূপকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই মেমোরিয়াল উদ্যান স্থাপন করিয়াছেন। উদ্যানটি বৃক্ষ লতাদিতে সমাচ্ছন্ন। কূপের উপরিস্থিত উন্নত স্তূপের উপরে স্মৃতি-চিহ্ন—একটি উন্নত বৃত্তাকার বেদির উপরে একটি

শ্বেতপ্রস্তরময়ী বস্ত্রাচ্ছাদিতা রমণীমূর্ত্তি দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া অধোমুখে বিমর্ষভাবে অবস্থিতি করিতেছে, যেন কোন স্বর্গীয়া দূতী এই মাত্র অবতরণ করিয়া আসিয়া ইঁহাদের দশা দেখিয়া ম্রিয়মাণা হইয়াছেন। স্মৃতি চিহ্ন বেষ্টন করিয়া একটি অতি সুন্দর কারুকার্য্য সম্পন্ন প্রস্তর পর্দ্দা। স্তূপের পাদদেশের উভয় পার্শ্বে কাণপুরে নিহত ইংরাজগণের সমাধি। নানাবিধ লতা এই সকল সমাধিগুলিকে জড়াইয়া রহিয়াছে। একজন উদ্যান রক্ষক ইংরাজ একদল ইংরাজ প্রহরীর সাহায্যে উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষরিত পাশ ভিন্ন এ উদ্যানে দেশীয়দিগের প্রবেশাধিকার নাই। ইউরোপীয়দিগের পক্ষে কোনই নিষেধ নাই বটে, কিন্তু শকটবাহন, অশ্বচালন, বনভোজন, গীতবাদ্য, উচ্চৈঃস্বরে বাক্যালাপ, প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার উল্লাসধ্বনি একবারে নিষিদ্ধ। প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বস্থ বোর্ডে এতদ্বিষয়ক গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ উদ্ধৃত আছে। কাণপুর প্রবাসী একজন বন্ধুকে পূর্ব্বেই "পাশ" লইয়া রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেনও, কিন্তু তৎ-

প্রেরিত লোকের ষ্টেসনে আসিতে বিলম্ব হওয়াতে এবং আমরা তাঁহার বাসার খোঁজ করিতে না পারাতে আমাদের কার্য্যসিদ্ধ হইল না। যাহা হউক বাহির হইতে চতুর্দ্দিকে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া অনেকটা আভাষ পাইলাম।

তৎপরে মেমোরিয়াল গীর্জ্জা ও সাতে চৌড়া ঘাট দেখিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু গাড়োয়ানটা যেন সে সব স্থানের খোঁজ খবরই রাখেনা এরূপ ভান করিল। বাস্তব তাহা নহে। উক্ত স্থান দ্বয় কাণপুর হইতে ৩।৪ মাইল দূরে বলিয়া লোকটা যাইতে রাজি ছিলনা। হুইলরের মৃদ্দুর্গের (গড় খাই) চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, তদুপরি এই মেমোরিয়াল গীর্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে। মৃদ্দুর্গের বাহিরের যে কূপ হইতে দুর্ভাগ্য অবরুদ্ধেরা জীবন হাতে করিয়া পানীয় জল আনিতে যাইত তাহা এখন ও রহিয়াছে। অবরোধকালীন নিহত ব্যক্তি দিগের সমাধি ভূখণ্ডের চিহ্ন স্বরূপ একটি সুন্দর প্রস্তরময় ক্রুশ দণ্ড প্রোথিত রহিয়াছে। বিখ্যাত গাঙ্গের খাল (Ganges Canal) কাণপুরে আসিয়া শেষ হইয়াছে। ইহা নির্ম্মাণ করিতে দুই ক্রোড় মুদ্রা ব্যয় হয়।

রাত্রি ১০-২০ মিনিটের সময় আমরা কাণপুর পরিত্যাগ করিলাম।

শুক্রবার (১৬ই অক্টোবর, ১৮৯১)—

বেলা ৮টার সময় আমাদের গাড়ী চুনার (হিন্দু চুনার
নাম চরণাদ্রি) ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিল। ষ্টেসনে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। চুণার দুর্গ ষ্টেসন হইতে ২মাইল দূরে হইলেও গাড়ী হইতে খোলা মাঠের উপর দিয়া সমস্ত ভাগই পরিলক্ষিত হয়। দুর্গ গঙ্গার উপরে ১৪০ ফুট উচ্চ এক পাহাড়ের অগ্রভাগে অবস্থিত আছে। সর্ব্বোচ্চস্থানে একটি হিন্দু প্রাসাদ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে।

আমরা বেলা ৯-২০ মিনিটের সময় মোগল সরাই পৌছিয়া তথায় আহারাদি করিয়া বেলা ২ টার সময় রওয়ানা হইয়া পর দিন প্রাতে (শনিবার, ১৭ ই অক্টোবর) হাবড়া পৌছিলাম। এই ভ্রমণে আমাদের ১৩ দিন লাগিয়াছিল।

মুদ্রিত পুস্তক।

অক্টোবর, ১৮৯২।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি চারুমুদ্রণ যন্ত্রের আফিসে (৩।৪ নং গৌরমোহন মুখুয্যের ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা) বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। পুস্তকবিক্রেতাগণ এখান হইতে পুস্তক লইবেন।

নন্দী বি,এল কৃত। আকার ক্রাউন্ ৮ পেজি ১৫০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট রূপে মুদ্রিত এবং কাগজে বাঁধা ; মূল্য ১৲ টাকা।

*** এখানি স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ। পণ্ডিতার প্রতিভা এবং হিন্দু গৃহের অভিজ্ঞতা সামান্য নহে। গার্হস্থ্য বিষয়ক এমন কোন বক্তব্য বিষয় নাই, ই গ্রন্থে যাহার উল্লেখ এবং বিচার না হইয়াছে।

অক্টারলনি হইতে কুতব পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব্বভারত রেল-পথ সংলগ্ন এলাহাবাদ, আগ্রা, ফতেপুর শিক্‌রি, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের দ্রষ্টব্য পদার্থ সকলের পথ-প্রদর্শিকা। ভ্রমণকারীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। আকার রয়েল ১৬ পেজি ২১০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাগজ, অত্যুৎকৃষ্ট মুদ্রণ, এবং মলাটের উপরে ছবি। মূল্য ১৲ টাকা।

*** ইহাতে ভ্রমণকারীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় সংবাদ সংগৃহীত আছে। প্রত্যেক দ্রষ্টব্য পদার্থের আকৃতি প্রভৃতির বর্ণনা আছে ; ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। কোথায় থাকিবার বন্দোবস্ত কিরূপ, ভ্রমণে কত খরচ লাগে ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ আবশ্যকীয় সংবাদ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ পাঠকবর্গও এতৎপাঠে ঐ সকলের সুস্পষ্ট আভাস পাইবেন।

আলেখ্য। শ্রীসীতানাথ নন্দী বি, এ প্রণীত। আকার রয়েল ১৬ পেজি ১৮৬ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাগজ, উৎকৃষ্ট মুদ্রণ এবং কাগজে বাঁধাই। মূল্য ৸০ আনা।

*** এই গ্রন্থখানিতে ১৪টি চিত্র প্রাঞ্জল ভাষায় অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। লেখক সাহিত্য জগতে অপরিচিত নহেন। ইঁহার

লেখা অনেকবার অনেক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইঁহা কর্ত্তৃক রচিত "যোগনাথ" প্রভৃতি দুই এক খানি গ্রন্থ অনামিকভাবে প্রকাশিত ও প্রশংসিত হইয়াছে।

যোগনাথ—একটি চিত্র। আকার রয়েল ১৬ পেজি ৭৮ পৃষ্ঠা। অত্যুৎকৃষ্ট কাগজ, অত্যুৎকৃষ্ট মুদ্রণ এবং কাগজে বাঁধাই। মূল্য।৵০ আনা।

*** সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন :—"এই পুস্তক খানির বাহ্য দৃশ্য যেমন সুশ্রী, ইহাতে অঙ্কিত চিত্রটিও তেমনি সুন্দর। এই চিত্রে জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রেম ও কবিত্বের আশ্চর্য্য সমাবেশ হইয়াছে।"

সরল প্রাকৃত দর্শন। নর্ম্মাল, মধ্য-বঙ্গ ও মধ্য-ইংরাজী পরীক্ষার্থিগণের জন্য। রাজসাহী কলেজের প্রাকৃত দর্শনাধ্যাপক শ্রীকুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ প্রণীত। আকার ক্রাউন্ ৮ পেজি ১৭৫ পৃষ্ঠা। প্রশ্ন ও ইংরাজী প্রতিশব্দের নির্ঘণ্ট সম্বলিত। মূল্য ৸০ আনা।

*** কুমুদিনী বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন প্রখ্যাতনামা ছাত্র এম, এ পরীক্ষার প্রাকৃত দর্শন শাস্ত্রে ইনি প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন সুতরাং ইঁহার গ্রন্থ যে শাস্ত্রগত ভ্রমপ্রমাদশূন্য ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

প্রাথমিক প্রাকৃত দর্শন। উচ্চ প্রাইমারি প্রভৃতি পরীক্ষার্থিগণের জন্য। শ্রীকুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,এ প্রণীত। আকার ফুলস্‌কেপ ৮ পেজি ৯২ পৃষ্ঠা। মূল্য।০ আনা।

শ্রীবামাচরণ সেন
কার্য্য সম্পাদক।